দাদা ভগবান প্ররূপিত

Bengali

দাদা ভগবান কথিত

প্রতিক্রমণ

মূল গুজরাতী সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমিন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক : **শ্রী অজিত সি. প্যাটেল**
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ - ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০

প্রথম সংস্করণ : ১০০০ , জানুয়ারী ২০২০

ভাবমূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রক : বি - ৯৯, ইলেকট্রনিক্স জি. আই. ডি. সি
কে ৬ রোড, সেক্টর ২৫, গান্ধীনগর - ৩৮২০৪৪
e-mail : info@ambaoffset.com
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৪১/৪২

ত্রি-মন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহুণম্

এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো ,

সব্ব পাবপ্পনাশনো

মঙ্গলানং চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মং হবই মঙ্গলম্ ১

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২

ওঁ নমঃ শিবায় ৩

জয় সচ্চিদানন্দ

সমর্পন

অতিক্রমন-এর অনন্ত কাফিলা ;
পল পল বাঁধে কর্মের পুষ্পমালিকা !
মোক্ষ তো দূরস্থান , ধর্মও নিরাধার ;
কে নিয়ে যাবে মোক্ষমার্গের পার ?

অক্রমবিজ্ঞানী দাদা তারণ-হার ,
প্রতিক্রমণের দিয়েছেন হাতিয়ার !
মোক্ষমার্গের সাচ্চা সাথী ,
মুকুট হয়ে শোভে দাদা দরবার !

'প্রতিক্রমণ' সংক্ষিপ্ত-ই ক্রিয়াকার ;
মূল-অহংকার বন্ধন করবে চুরমার ।
প্রতিক্রমণ বিজ্ঞান এখানে সাকার ;
সমর্পণ জগতকে , করো জয়-জয়কার !

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬'টার সময় ভীড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহমন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, বহুজন্ম ধরে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল দাদা ভগবান পূর্ণরূপে প্রকট হলেন - অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রকট হল। অলৌকিকভাবে এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল। 'আমি কে? ভগবান কে? জগত কে চালায়? কর্ম কি? মুক্তি কি?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রদান করল যার মাধ্যম হলেন গুজরাত-এর চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরন গ্রামনিবাসী পাটীদার শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেল যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন।

'ব্যবসা-তে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম-তে ব্যবসা নয়' এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারোর কাছ থেকে অর্থ নেন নি, উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার অদ্ভূত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা ওনার যে রকম প্রাপ্তি হয়েছিল , তেমনই অন্য মুমুক্ষুদের-ও তিনি কেবল দু'ঘন্টাতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন । একে অক্রম মার্গ বলে। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম মানে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি - ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফট্-মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

উনি স্বয়ংই 'দাদা ভগবান'কে ? এই রহস্য জানাতেন। উনি বলতেন ''যাকে আপনারা দেখছেন তিনি দাদা ভগবান নন। তিনি তো এ. এম. প্যাটেল ; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর আমার ভিতর যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যেই আছেন; আপনার মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন, আর আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত অবস্থায় আছেন। 'দাদা ভগবান'কে আমিও নমস্কার করি।''

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

নিবেদন

আত্মজ্ঞানী শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই পটেল , যাঁকে লোকে 'দাদা ভগবান' নামেও জানে, তাঁর শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম এবং ব্যবহার জ্ঞান সম্বন্ধে যে বাণী নিঃসৃত হয়েছিল , তার রেকর্ড করে, সংকলন আর সম্পাদন করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করা হয়েছে । বর্তমান সংকলন মূল গুজরাতী পুস্তকের অনুবাদ ।

জ্ঞানীপুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ হতে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহারজ্ঞান সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্গত সরস্বতীর এক অদ্ভূত সংকলন এই পুস্তক যা পাঠকবর্গের কাছে বরদান স্বরূপ ।

এই অনুবাদে বিশেষরূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন এরকম অনুভব করেন , যে কারণে হয়তো কোনো কোনো জায়গায় বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে । কিন্তু এই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভদায়ক হবে ।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদ করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান-এর যথার্থ আধার , যেমনকার তেমন , আপনি গুজরাতী ভাষাতেই অবগত হতে পারবেন । মূল গুজরাতী শব্দ, যার বাংলা অনুবাদ উপলব্ধ নয় তা ইটালিক্স্-এ লেখা হয়েছে । যিনি জ্ঞান-এর গভীরে যেতে চান , জ্ঞান-এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান তিনি এই কারণে গুজরাতী ভাষা শিখে নিন , এই আমাদের নম্র বিনতি । এই বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গে তার সমাধান লাভ করতে পারেন।

এই পুস্তকের কোনো কোনো স্থানে পরমপূজ্য দাদাশ্রীর কথিত বাক্যের অধিক স্পষ্টীকরণ বন্ধনীর মধ্যে করা হয়েছে । দাদাশ্রীর শ্রীমুখনিঃসৃত কিছু কিছু গুজরাতী ও ইংরাজী শব্দ অনুবাদ না করে যেমনকার তেমন রাখা হয়েছে ।

অনুবাদ বিষয়ক ভুল-ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ।

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

১. জ্ঞানী পুরুষ কি পহেচান
২. সর্ব দুঃখোঁ সে মুক্তি
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত
৪. আত্মবোধ
৫. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ
৬. জগৎকর্তা কৌন ?
৭. ভুগতে উসী কি ভুল
৮. অ্যাডজাস্ট্ এভরিহোয়্যার
৯. টকরাও টালিয়ে
১০. হুয়া সো ন্যায়
১১. চিন্তা
১২. ক্রোধ
১৩. ম্যাঁয় কৌন হুঁ ?
১৪. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
১৫. মানব ধর্ম
১৬. সেবা-পরোপকার
১৭. ত্রিমন্ত্র
১৮. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
১৯. দান
২০. মৃত্যু সময়, পহেলে ঔর পশ্চাৎ
২১. দাদা ভগবান কৌন ?
২২. সত্য-অসত্য কে রহস্য
২৩. প্রেম
২৪. অহিংসা
২৫. প্রতিক্রমণ (সংক্ষিপ্ত)
২৬. পাপ-পুণ্য
২৭. কর্ম কা বিজ্ঞান
২৮. চমৎকার
২৯. বাণী, ব্যবহার মেঁ. . .
৩০. প্যয়সোঁ কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)
৩১. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার (সং)
৩২. মাতা-পিতা ঔর বচ্চোঁ কা ব্যবহার (সং)
৩৩. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সং)
৩৪. নিজদোষ দর্শন সে. . . নির্দোষ
৩৫. ক্লেশ রহিত জীবন
৩৬. গুরু-শিষ্য
৩৭. আপ্তবাণী - ১
৩৮. আপ্তবাণী - ২
৩৯. আপ্তবাণী - ৩
৪০. আপ্তবাণী - ৪
৪১. আপ্তবাণী - ৫
৪২. আপ্তবাণী - ৬
৪৩. আপ্তবাণী - ৭
৪৪. আপ্তবাণী - ৮
৪৫. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)

*** দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org - তেও উপলব্ধ ।**

*** দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা ''দাদাবাণী''' পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।**

**প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সঙ্কুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ - কালোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাত - 382421
ফোন : (079) 39830100, E-mail : info@dadabhagwan.org**

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

'আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব । তারপরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তা প্রয়োজন আছে কি না ?

- দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন । দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহ্‌ন অমিন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন । দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একইভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন । দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন । নীরুমা-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে । এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে , সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব নিয়ে থাকেন ।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে , কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য । অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে । যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে , তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে ।

সম্পাদকীয়

হৃদয়-আকুতি নিয়ে মোক্ষমার্গে চলার পথিককে প্রতি পলে বাধা দেয় যে কষায় (ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ) তাদেরকে সজোরে দূরে সরানোর , মোক্ষমার্গে এগিয়ে যাওয়ার কোনো নির্ভূল সাধন চাই কি না ? স্থূলতম থেকে সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত সংঘর্ষ কি ভাবে এড়াবে ? আমার নিজের অথবা আমার থেকে অন্যের দুঃখ হলে তার নিবারণ কিভাবে হবে ? কষায়দের আক্রমণ বন্ধ করার বা তারা যাতে আবার ফিরে না আসে তার জন্যে কি উপায় আছে ? এত এত ধর্ম করে , জপ-তপ , উপবাস , ধ্যান , যোগ করেও মন-বচন-কায়া দ্বারা হয়ে যাওয়া দোষ কেন আটকায় না ? অন্তরের শান্তি কেন পাওয়া যায় না ? ককনও যদি নিজের দোষ দেখায় তো তার কি করবো ? কেমন করে তাকে দূর করবে ? মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া আর তেমনি সংসারেও সুখ-শান্তি , কম কষায় আর প্রেমভাবের সাথে জীবনযাপন করার কোনো মজবুত সাধন তো চাই, না কি ? বীতরাগীগণ জগতকে ধর্মের সার কি বলেছেন ? সত্যিকারের ধর্মধ্যান কি ? পাপ থেকে পিছনে ফিরতে হলে তার কোনো নির্ভূল রাস্তা আছে কি ? আছে তো দেখা যায় না কেন ?

ধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন তো অনেক হয়েছে , তা সত্ত্বেও কেন জীবন-ব্যবহারে তা কাজে আসে না ? সাধু-সন্ত , আচার্য , কথাকাররা এত এত উপদেশ দেন তবুও কোথায় ভুল থাকছে যে উপদেশ জীবনে পরিণাম পাচ্ছে না ? প্রত্যেক ধর্মে , প্রত্যেক সাধু-সন্তের জমায়েতে কত কত ক্রিয়াকর্ম করানো হয় , কত ব্রত , জপ-তপ , নিয়ম চলতে থাকে , তবুও কেন কোনো কিছু ফলপ্রসূ হয় না ? কষায় কেন কমে না ? দোষ কেন ধোয়া যায় না ? এর দায়িত্ব কি ব্যাসপীঠে বসে থাকা উপদেশকদের মাথার উপর যায় না ? এরকম যে লেখা হয়েছে , তা কোনো দ্বেষ বা শত্রুতার ভাব থেকে নয় , বরং করুণাভাব থেকে , তা সত্ত্বেও একে ধোয়ার জন্যে কোনো উপায় নেই কি ? অজ্ঞানদশা থেকে জ্ঞানদশা আর অন্তিমে কেবলজ্ঞান স্বরূপ দশা পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য জ্ঞানীগণ , তীর্থঙ্করগণ কি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন ? ঋণানুবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে হয় রাগ নয়তো দ্বেষ-এর সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে কিভাবে বীতরাগতা প্রাপ্ত হয় ?

''মোক্ষের মার্গ বীরদের জন্য , ভীরুদের কাজ এ নয়।'' কিন্তু বীরতা কোথায় ব্যবহার করতে হবে যাতে মোক্ষেও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় ? কাপুরুষতা কাকে

বলে? পাপীরা কি পূণ্যশালী হতে পারে ? তা কিভাবে হবে ?

সমস্ত জীবন আর. ডি. এক্স-এর আগুনে জ্বলছে, তাকে কিভাবে নেভানো যাবে ? রাত-দিন স্ত্রীর প্রতাপ, পুত্র-কন্যার উত্তাপ আর পয়সা রোজগারের ঝঞ্ঝাট এই সমস্ত সন্তাপ থেকে কি ভাবে সুখ-শান্তি লাভ করে তরী পারে লাগানো যাবে ? গুরু-শিষ্যের মধ্যে , গুরুমা-শিষ্যাদের মধ্যে নিরন্তর কষায়-এর পাকে জড়াতে থাকা উপদেশকরা কিভাবে ফিরবে ? অনধিকারের লক্ষ্মী (অর্থ) অথবা অনধিকারের মহিলার প্রতি বাণী , ব্যবহার অথবা মন দ্বারা বা দৃষ্টি দ্বারা দোষ করলে তারা তীর্যগ্‌গতি (পশুজন্ম) বা নরকগতি ছাড়া আর কোথায় স্থান পাবে ? এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় ? এতে সচেতন থাকতে হলে , কেমন করে থাকা যায় আর কেমন করে মুক্ত হওয়া যায়? এরকম আনেক কঠিন সনাতন প্রশ্নের সমাধান কি হতে পারে ?

প্রত্যেক মানুষ তার জীবনকালে কোনো না কোনো সময় সংযোগবশতঃ এমন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে যায় যে সংসার ব্যবহারে ভুল করতে না চাইলেও ভুল থেকে মুক্ত হতে পারে না । এরকম পরিস্থিতিতে সত্যিকার হৃদয়বান পুরুষ সর্বদা ব্যাকুলতা অনুভব করেন এইসব ভুল ভাঙ্গার জন্য , যাতে অন্তরের সুখ-শান্তি বজায় রেখে প্রগতি করতে পারেন । সেই অর্থে যা আগে কখনও পাওয়া যায় নি এরকম অদ্বিতীয় নির্ভূল আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখানরূপী অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অস্ত্র তীর্থঙ্করগণ, জ্ঞানীপুরুষগণ জগতকে প্রদান করেছেন যে অস্ত্র দ্বারা দোষরূপী সতেজ, বিশাল বৃক্ষকে মূল শিকড় সমেত নির্মূলন করে অনন্ত জীব মোক্ষলক্ষ্মীকে বরণ করেছেন । সেই মুক্তির জন্য এই প্রতিক্রমণরূপী বিজ্ঞানের যথার্থ , যেমনটি হবে তেমন স্পষ্টীকরণ প্রগট জ্ঞানীপুরুষ শ্রী দাদা ভগবান কেবলজ্ঞানস্বরূপে দেখে কথিত বাণী দ্বারা অর্পণ করেছেন । সেই সমস্ত এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে , যা সুধী পাঠকবর্গের আন্তরিক কল্যাণের জন্য উপযোগী হবে ।

জ্ঞানীপুরুষের বাণী দ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল-ভাব তথা ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের কারণে নির্গত হয়েছে ; সেই বাণীর সংকলনে ভাসিত ক্ষতি ক্ষমাযোগ্য মনে করে জ্ঞানী-পুরুষের বাণীর অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করারই কামনা ।

জ্ঞানীপুরুষের যে বাণী নির্গত হয়েছে তা নৈমিত্তিকরূপে মুমুক্ষু-মহাত্মা যাঁরা সামনে এসেছেন তাঁদের প্রশ্নের সমাধানের জন্য নির্গত হয়েছে আর সেই বাণী যখন গ্রন্থরূপে সংকলিত করা হয়েছে তখন কোথাও-কোথাও বিরোধাভাস লক্ষ্য করা গেছে। যেমন এক

প্রশ্নকর্তা তার আন্তরিক দশার সমাধান অর্থে 'প্রতিক্রমণ' হল জাগৃতি আর অতিক্রমণ ডিস্চার্জ - জ্ঞানীপুরুষের এই প্রত্যুত্তর লাভ করেছেন । আর সূক্ষ্ম জাগৃতির দশায় পৌঁছে যাওয়া মহাত্মাদের সুক্ষ্মভাবে স্পষ্টীকরণের জন্য জ্ঞানীপুরুষ এরকমও বলেছেন যে, অতিক্রমণ হল ডিস্চার্জ আর প্রতিক্রমণ-ও ডিস্চার্জ। ডিস্চার্জকে ডিস্চার্জ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই দুই স্পষ্টীকরণ-ই নৈমিত্তিকরূপে যথার্থ কিন্তু সাপেক্ষরূপে বিরোধাভাস মনে হয়। সাধারন প্রশ্নকর্তাদের দশায় পার্থক্য থাকার কারণে প্রত্যুত্তরে বিরোধাভাস লক্ষিত হলেও সৈদ্ধান্তিকরূপে এর মধ্যে বিরোধাভাস নেই । সুধী পাঠকগণ যাতে জ্ঞানবাণীর সূক্ষ্মতাকে প্রাপ্ত করে বক্তব্যকে বুঝতে পারেন সেইজন্য সহজ সূচনারূপে এখানে এটা সূচিত করা হচ্ছে ।

- জয় সচ্চিদানন্দ

ডাঃ নীরুবেন অমিন

সূচীপত্র

পৃঃ সংখ্যা

প্রতিক্রমণ

১) প্রতিক্রমণের যথার্থ স্বরূপ

প্রশ্নকর্তা : মানুষের এই জীবনে মুখ্যতঃ কি করা উচিৎ ?

দাদাশ্রী : মনে যা আছে তা বানীতে বলতে হবে , তা আচরণে আনতে হবে। তুমি মুখে এক কথা বলছো কিন্তু মনে খারাপ ভাব রাখছো তো তার জন্যে প্রতিক্রমণ করতে হবে। আর প্রতিক্রমণ কার করবে ? কাকে সাক্ষী রেখে করবে ? 'দাদা ভগবান'-কে সাক্ষী রেখে প্রতিক্রমণ করো। এই যাকে দেখছো সে 'দাদা ভগবান' নয়। এতো ভাদরনের প্যাটেল , এ. এম. প্যাটেল। অন্তরে চৌদ্দলোকের নাথ 'দাদা ভগবান' প্রকট হয়েছেন , তার নামে প্রতিক্রমণ করো। বলো যে হে দাদা ভগবান , আমার মনে বিরূপ ভাব এসেছে , তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আমাকে ক্ষমা করুন । আমিও এর নাম নিয়ে প্রতিক্রমণ করি ।

ভাল কাজ করলে তাকে ধর্ম বলে আর খারাপ কাজ করলে অধর্ম বলে। আর ধর্ম-অধর্ম পার করে গেলে তাকে আত্মধর্ম বলে। ভাল কাজ করছো সেইজন্যে ক্রেডিট উৎপন্ন হয় আর সেই ক্রেডিট ভোগ করতে আসতে হয়। খারাপ কাজ করলে ডেবিট উৎপন্ন হয় , সেই ডেবিটও ভোগ করতে আসতে হয়। আর যখন খাতায় ডেবিট-ক্রেডিট থাকে না তখন আত্মা প্রাপ্তি হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এই সংসারে এসেছি সেইজন্যে কাজ তো করতেই হয় আর জেনে বা না জেনে খারাপ কাজ তো হয়েই যায় , তাহলে কি করব ?

দাদাশ্রী : হয়ে যায়, তারও উপায় পরে আছে ! যখন খারাপ কাজ হয়ে যায় সাথে সাথেই এর জন্য অনুতাপ হয় আর সত্যিকারের হৃদয়পূর্বক সিন্সিয়ারিটির সাথে পশ্চাতাপ করতে হবে । পশ্চাতাপ করা সত্ত্বেও যদি আবার এরকম হয় তো তার জন্যে চিন্তা করবে না । আবার পশ্চাতাপ করবে । এর পিছনে কি বিজ্ঞান আছে তা তোমার জানা নেই সেইজন্যে তোমার এরকম লাগে যে পশ্চাতাপ করেও বন্ধ হচ্ছে না।

কেন বন্ধ হচ্ছে না তা বিজ্ঞান , সেই জন্যে তোমাকে পশ্চাতাপই করে যেতে হবে । সত্যিকারের হৃদয়পূর্বক পশ্চাতাপ করলে বেঁধে নেওয়া সমস্ত কর্ম ধুয়ে যায় । কারোর খারাপ লাগলে তার জন্যে পশ্চাতাপ করতেই হবে ।

প্রশ্নকর্তা : শরীরের ধর্ম পালন করি তো এর প্রায়শ্চিত্ত কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : অবশ্য-ই ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'আমি আত্মা' এই বোধ না আসছে , ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না করলে কর্ম বেশী করে জড়িয়ে ধরে । প্রায়শ্চিত্ত করলে কর্মের গাঁঠ হাল্কা হয়ে যায় । নয়তো এই পাপের ফল খুব খারাপ হয় । মানব জন্মই চলে যায় আর যদি মানব জন্ম লাভ করে তো জীবনে অনেক রকম বাধা-বিঘ্ন আসে । খাদ্যের অভাব, মান-মর্যাদা তো কোনো দিন পায় না । শুধুই অপমান ! সেইজন্য প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য অনেক ক্রিয়াকর্ম করতে হয় । একে পরোক্ষ ভক্তি বলে । যতক্ষন পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ পরোক্ষভক্তির প্রয়োজন আছে ।

এখন পশ্চাতাপ কার উপস্থিতিতে করতে হবে ? কাকে সাক্ষী রেখে করবে ? যাকে তুমি মানো । যাকে খুশি মানো । কৃষ্ণ ভগবানকে মানো কি দাদা ভগবানকে মানো । যাকে খুশি মানো তার সাক্ষীতেই করতে হবে । আর উপায় নেই এরকম তো এই দুনিয়াতে হয়ই না । আগে উপায়ের জন্ম হয় , তারপর রোগ উৎপন্ন হয় ।

এই জগৎ কি করে সৃষ্টি হয়েছে ? অতিক্রমণ থেকে । ক্রমণের জন্যে কোন অসুবিধা নেই । তুমি হোটেলে গিয়ে খাবার আনিয়ে খাওয়ার সময়ে দুটো প্লেট তোমার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল ! তুমি পরে তার দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলে । এতে কোনো অতিক্রমণ করা হল না । এর জন্যে প্রতিক্রমণ করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু প্লেট ভেঙ্গে ফেলে , তোমার লোকই ভেঙেছে বলে বেরিয়ে চলে গেলে , তাতে অতিক্রমণ করা হল আর তার প্রতিক্রমণও করতে হবে । আর অতিক্রমণ না হয়ে থাকে না , তাই প্রতিক্রমণ করো । অন্য অনেক ক্রমণ তো আছেই । সহজভাবে যে কথা হয় তাকে ক্রমণ বলে । এতে কোনো অসুবিধা নেই । কিন্তু অতিক্রমণ না হয়ে তো থাকে না , সেইজন্যে এর প্রতিক্রমণ করো ।

প্রশ্নকর্তা : এই যে অতিক্রমণ হলো , তা নিজে কি করে বুঝবো ?

দাদাশ্রী : এ'তো নিজেও বোঝে আর সামনের জনও বুঝতে পারে । তুমিও বুঝতে পারো যে ওর মুখে এর ছাপ পড়েছে আর তোমার ওপরেও প্রভাব পড়ে । দুজনের উপরেই প্রভাব পড়ে । সেইজন্যে এর প্রতিক্রমণ হওয়াই চাই । অতিক্রমণ তো , ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ এ সমস্তকেই অতিক্রমণ বলে । এদের প্রতিক্রমণ করলে, তাহলে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ চলে গেল । অতিক্রমণ হলে তার প্রতিক্রমণ করো তো ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ যায় ।

অতিক্রমণ থেকে-ই এই সংসার উৎপন্ন হয়েছে আর প্রতিক্রমণ থেকে-ই এর নাশ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তো প্রতিক্রমণ-এর মানে কি ?

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ অর্থাৎ কেউ যখন তোমাকে অপমান করছে তখন তোমাকে বুঝতে হবে যে এই অপমানের জন্য দোষী কে ? যে অপমান করছে সে দোষী নাকি যে ভুগছে সে দোষী , সেটা তোমাকে প্রথমে ডিসিশন নিতে হবে । যে অপমান করছে সে একেবারেই দোষী নয় । এক শতাংশ-ও দোষী নয়। এতো নিমিত্তমাত্র। আর তোমার কর্মের উদয় হওয়াতে এইসকল নিমিত্ত একত্রিত হয়েছে । অর্থাৎ এ নিজেরই দোষ । এখন প্রতিক্রমণ এইজন্যে করবে যে তার প্রতি যদি বিদ্বেষ হয় তাহলে তার প্রতিক্রমণ করা উচিৎ । মনে যদি এরকম বিচার আসে যে এই লোকটা অপদার্থ , বদমায়েশ , তাহলে প্রতিক্রমণ করতে হবে । আর যদি এরকম চিন্তা না আসে , যদি মনে হয় এ আমার উপকার করছে তাহলে প্রতিক্রমণ করার দরকার নেই । কেউ গালি দিলে তা তোমারই হিসাবের পাওনা , ওই লোক নিমিত্তমাত্র । পকেট কাটা গেলে পকেটমার নিমিত্তমাত্র , হিসাবটা তোমার নিজেরই । লোকে তো নিমিত্তকেই মারতে যায় , এ সমস্ত তারই ঝগড়া ।

উল্টো চলেছো - তার-ই নাম অতিক্রমণ আর পিছনে ফিরছো তার নাম প্রতিক্রমণ ।

যেখানে ঝগড়া হয় সেখানে প্রতিক্রমণ হয় না আর যেখানে প্রতিক্রমণ হয় সেখানে ঝগড়া নেই ।

ছেলেদেরকে মারার কোন অধিকার নেই, বোঝানোর অধিকার আছে । তা সত্ত্বেও যদি ছেলেদের মারো আর পরে প্রতিক্রমণ না করো তাহলে সমস্ত কর্ম জড়িয়ে যাবে না কি ? প্রতিক্রমণ তো হওয়া উচিৎ , নয় কি ?

'আমি চন্দুভাই', এটাই তো অতিক্রমণ। তবুও ব্যবহারে একে 'লেট গো' করছি। কিন্তু তোমার জন্যে কেউ দুঃখ পাচ্ছে কি ? না পেলে তা অতিক্রমণ হলো না। সারাদিনে যদি কেউ তোমার থেকে দুঃখ পায় তাহলে তা অতিক্রমণ হলো। এর প্রতিক্রমণ করো। এতো বীতরাগীদের সায়েন্স। অতিক্রমণ অধোঃগতিতে নিয়ে যায় আর প্রতিক্রমণ ঊর্দ্ধগতিতে নিয়ে যায় , শেষে মোক্ষলাভ করতেও প্রতিক্রমণই হেল্প করে।

প্রতিক্রমণ কে করবে না ? যে অতিক্রমণ করেনি সে ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে , ব্যবসায় বা অন্য ক্ষেত্রে অন্যায় হচ্ছে এরকম মনে হয় আর তার জন্য মনে গ্লানি আসে । তার ফলে যদি ব্যবহার লোকসানদায়ক হয় তো তার জন্যে কি করবো ? আমার দ্বারা যদি এরকম কোনো অন্যায় হয়ে যায় তো তার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

দাদাশ্রী : আলোচনা , প্রতিক্রমণ , প্রত্যাখান এই প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিৎ। যেখানে যেখানে কারোর প্রতি অন্যায় হয় সেখানে আলোচনা প্রতিক্রমণ হওয়া উচিৎ আর আবার এরকম অন্যায় করব না এই প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ। যে ভগবানকে মানো, কোন ভগবানকে মানো ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবান শিবকে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো শিবের কাছে, তাঁর সামনে পশ্চাতাপ করা উচিৎ । আলোচনা করবে যে আমার দ্বারা এই লোকদের প্রতি এরকম অন্যায় হয়েছে , পুনরায় এরকম

করবো না । তোমাকে বার বার পশ্চাতাপ করতে হবে । যদি আবার এরকম দোষ হয় তো আবার পশ্চাতাপ করতে হবে । এরকম করতে করতে দোষ কম হবে । তুমি করতে না চাইলেও অন্যায় হয়েই যায় । যা হয়ে যায় তা প্রকৃতি দোষ । এই প্রকৃতিদোষ পূর্ব জন্ম থেকে পাওয়া , এ আজকের দোষ নয় । এখন তুমি শুধরাতে চাইছো কিন্তু এই যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা তোমার পূর্বের দোষ । এ তোমাকে কষ্ট না দিয়ে যাবে না । সেইজন্যে আলোচনা , প্রতিক্রমণ , প্রত্যাখান পুনঃ পুনঃ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : আমাকে যে সহ্য করতে হচ্ছে তার উপায় কি ?

দাদাশ্রী : তুমি সহ্যই করবে , ব্যর্থ চিৎকার চেঁচামেচি করবে না । সহ্য করবে আর তাও করবে সমতাপূর্বক । সামনের জনকে মনে মনে গালাগাল দিয়ে নয় কিন্তু সমতাপূর্বক , ভাই তুমি আমাকে কর্ম থেকে মুক্ত করলে । আমার যা কর্ম ছিলো তা আমাকে ভোগ করালো আর আমকে মুক্ত করলো । সে উপকার করেছে বলে মনে করবে । তোমাকে এটা অকারণে সহ্য করতে হচ্ছে না , এ তো তোমারই দোষের পরিণাম ।

প্রশ্নকর্তা : আর প্রতিক্রমণ তো অন্যের দোষ দেখলে , তারই প্রতিক্রমণ ।

দাদাশ্রী : অন্যের দোষ দেখা শুধু নয়, প্রত্যেক বিষয়ে যেমন খারাপ কিছু বলা হলে, উল্টো-পাল্টা কিছু করলে, যা কিছু হিংসা হয়ে গেছে, পাঁচ মহাব্রত-র যেকোনো একটা পালন না করা হলে , সব কিছুর জন্যে প্রতিক্রমণ করতে হবে ।

২) প্রত্যেক ধর্মে প্ররূপিত প্রতিক্রমণ

ভগবান বলেছেন যে আলোচনা , প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যবহার ধর্ম নেই । কিন্তু সেটা ক্যাশ (নগদ) হলে তবেই , ধার চলবে না । কাউকে গালি দিলে , তো এখন কি হলো সেটা মনে রেখো , কার সাথে কি হল ? আর পরে আলোচনা করে প্রতিক্রমণ প্রত্যাখান ক্যাশ করে নাও । একেই ভগবান ব্যবহার - নিশ্চয় দুই-ই বলেছেন । কিন্তু এ কার হয় ? সমকিত (আত্মজ্ঞান) হলে তবেই ।

তা নইলে করতে চাইলেও হবে না । কারণ তার সমকিত হয় নি । তবুও কেউ যদি আলোচনা , প্রতিক্রমণ , প্রত্যাখান এখান থেকে শিখে যায় তো তার কাজ হয়ে যাবে । নিরাধার (সম্‌কিত ছাড়া) শিখে গেলেও কোনো অসুবিধে নেই । সম্‌কিত তো ওর সামনে এসে দাঁড়াবে !!

যার আলোচনা-প্রতিক্রমণ সত্যিকারের হয় তার আত্মাপ্রাপ্তি না হয়ে যায়ই না ।

প্রশ্নকর্তা : পশ্চাতাপ করছি তা প্রতিক্রমণ আর এরকম আবার করব না এটা বলা প্রত্যাখান ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ , অনুশোচনা - এ'কে প্রতিক্রমণ বলে । এখন প্রতিক্রমণ করলে তো পরে আর এরকম অতিক্রমণ না হয় ; আর 'আবার এরকম করব না' - এর নাম প্রত্যাখান । আবার এরকম করব না প্রমিস করছি - এরকম মনে মনে নিশ্চয় করতে হবে । পরে যদি আবার একই ভুল হয় , তাহলেও একটা স্তর তো গেল । তো আবার দ্বিতীয় স্তর আসবে । তাতে ভয় পাবে না । বার বার এরকম করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : আলোচনা মানে কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আলোচনা অর্থাৎ তুমি কিছু খারাপ কাজ করে ফেলেছো তো যিনি তোমার গুরু তাঁর কাছে নয়তো জ্ঞানী হলে তাঁর কাছে তা স্বীকার করবে। ঠিক যেমনটি হয়েছে তেমনটি-ই বলে স্বীকার করবে।

অর্থাৎ তোমাকে প্রতিক্রমণ কার করতে হবে ? তাতে বলে, 'যেটুকু অতিক্রমণ করেছো, যা লোকেদের ভালো লাগে নি এরকম, যা লোকের কাছে নিন্দনীয় এরকম কর্ম, অন্যে দুঃখ পায় এরকম কিছু করে থাকলে তা অতিক্রমণ।' এরকম কিছু হয়ে থাকলে তার প্রতিক্রমণ করা দরকার ।

কর্ম বাঁধছে কে ? তা তোমাকে জানতে হবে ; তোমার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : চন্দুলাল ।

দাদাশ্রী : তো 'আমি চন্দুলাল', এ-ই কর্ম বাঁধে। পরে, রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, তাও সারারাত কর্ম বাঁধে। 'আমি চন্দুলাল' তা ঘুমাতে ঘুমাতেও কর্ম বাঁধে। এর কারণ কি ? কারণ, এটা আরোপিত ভাব ; সেইজন্যে দোষ হয়। 'নিজে' সত্যি-সত্যিই চন্দুলাল নও, আর যেখানে তুমি নও সেখানে 'আমি আছি' এরকম আরোপন করছো। এটা কল্পিত ভাব, আর নিরন্তর এর দোষ হচ্ছে ! পরে আমি চন্দুলাল-এর শ্বশুর, এর মামা, এর কাকা, - এ সমস্তই আরোপিত ভাব আর এতে নিরন্তর কর্ম বাঁধছে। রাতে নিদ্রাতেও কর্ম বেঁধে যাচ্ছে। রাতে কর্ম বাঁধছে তার থেকে তো এখন মুক্তি নেই কিন্তু 'আমি চন্দুলাল' - এই অহঙ্কারকে যদি তুমি নির্মল করতে পারো তো তোমার কর্ম কম বাঁধবে।

অহঙ্কার নির্মল করার পশ্চাৎ তোমাকে পরের ক্রিয়া করতে হবে। কিরকম ক্রিয়া করতে হবে ? ধরো সকালে তোমার পুত্রবধূ কাপ-প্লেট ভেঙ্গে ফেলাতে তুমি তাকে বললে যে, 'তোমার কোনো আক্কেল নেই।' তখন তার যে দুঃখ হলো, সেই সময় তোমার মনে এরকম হওয়া উচিৎ যে আমি একে দুঃখ দিলাম। সেখানে প্রতিক্রমণ হওয়া উচিৎ। দুঃখ দিলে মানে অতিক্রমণ করলে। আর অতিক্রমণের উপর প্রতিক্রমণ করলে তা মুছে যায়। এই কর্ম হাল্কা হয়ে যায়।

এর কোনো দুঃখ হয় এরকম আচরণ করলে তাকে অতিক্রমণ বলে আর অতিক্রমণের উপর প্রতিক্রমণ হওয়া উচিৎ। আর তা বারোমাসে একবার করছো এরকম নয়। 'শ্যুট অন সাইট্' (দোষ দেখা মাত্র) হওয়া দরকার। তাহলেই এই দুঃখ কিছুটা কমে। বীতারাগদের বলা মত অনুসারে চললে দুঃখ যায়। নতুবা দুঃখ যায় না ।

প্রশ্নকর্তা : এই প্রতিক্রমণ কিভাবে করবো ?

দাদাশ্রী : আমরা যদি জ্ঞান নিয়ে থাকি তো ওর আত্মার পরিচয় আমাদের থাকবে। তখন আত্মার উদ্দেশ্যে করবে ; নয়তো ভগবানকে সম্বোধন করে করবে, 'হে ভগবান, পশ্চাতাপ করছি, ক্ষমা চাইছি, আর করব না।' ব্যস্, এটাই প্রতিক্রমণ !

প্রশ্নকর্তা : এতে সত্য-ই ধুয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম ! প্রতিক্রমণ করেছো সেইজন্যে পরে আর কিছু থাকে কি ? খুব ভারী কর্ম হলে তা পুড়ে যাওয়া দড়ির মত দেখায় কিন্তু হাত লাগলেই তা ঝরে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : অনুশোচনা কিভাবে করবো ? সবাই দেখতে পায় এরকম ভাবে না কি মনে মনে ?

দাদাশ্রী : মনে মনে । মনেই দাদাজীকে মনে করবে যে এটা আমার ভুল হয়ে গেছে আর এই ভুল করব না - এরকম মনে করে করবে তাহলে বার বার এরকম করতে করতে এই সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হয়ে যায়। এই দোষ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এরকম না করলে পরে তো ভুল বাড়তেই থাকে ।

এটাই একমাত্র এরকম রাস্তা যে নিজের দোষ দেখাতে থাকে আর শ্যূট হতে থাকে ; এরকম করতে করতে দোষ চলে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : একদিকে পাপ করতে থাকে আর অন্যদিকে পশ্চাতাপ করতে থাকে এ'তো চলতেই থাকবে ।

দাদাশ্রী : এরকম করবে না। যে মানুষ পাপ করে সে যখন অনুশোচনা করে তখন নকল অনুশোচনা করতেই পারে না। তার অনুশোচনা আন্তরিক হয় আর অনুশোচনা আন্তরিক হয় বলেই পেঁয়াজের স্তরের মত একটা স্তর চলে যায় ; তাহলেও পেঁয়াজ তারপরেও তো গোটাই দেখাবে। পরে আবার দ্বিতীয় স্তর খসে পড়ে। কোনো সময়েই অনুশোচনা ব্যর্থ যায় না ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু মন থেকে তো আন্তরিকভাবেই ক্ষমা চাইতে হবে ?

দাদাশ্রী : যে ক্ষমা চাইছে সে আন্তরিকভাবে মন থেকেই ক্ষমা চায়। আর যদি কপট মন থেকেও ক্ষমা চায় তাহলেও চালিয়ে নিতে হবে। তবুও ক্ষমা চাইবে ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে তো এটা অভ্যাসে পরিণত হবে ?

দাদাশ্রী : অভ্যাস হয়ে যায় তো হতে দাও ; কিন্তু ক্ষমা চাও। ক্ষমা না চাইলে তো কি দুরঅবস্তা হবে জানো !! ক্ষমার অর্থ কি ? এ'কে প্রতিক্রমণ বলে। আর দোষকে কি বলে ? অতিক্রমণ ।

কেউ ব্র্যান্ডি খাচ্ছে আর বলছে যে আমি ক্ষমা চাইছি । তো আমি বলি যে ক্ষমা চাও। ক্ষমা চাইতে থাকো আর খেতে থাকো। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করো যে এবার আমাকে বন্ধ করতে হবে। হৃদয় থেকে মনে মনে আন্তরিকভাবে প্রতিজ্ঞা করবে যে আমাকে ছাড়তে হবে। পরে খেতে থেকো আর ক্ষমা চাইতে থাকো। একদিন এর শেষ আসবে। আমার এই বিজ্ঞান একশো শতাংশ ।

এ' তো বিজ্ঞান !! অঙ্কুরিত না হয়ে যাবেই না। শীঘ্রই ফল দেবে। 'দীস্ ইজ্ ক্যাশ ব্যাঙ্ক অফ ডিভাইন সলুউশন', 'ক্যাশ ব্যাঙ্ক' এটা-ই ! দশলক্ষ বছরে বার-ই হয় নি ! দু'ঘন্টায় মোক্ষ নিয়ে যাও ! এর চেয়ে বেশী আর যা চাইবে তা দেওয়ার জন্যে তৈরী আছি। চাইতে ভুলে যাবে।

একজন লোক চুরি করে পরে অনুশোচনা করছে তো কুদরত্ (প্রকৃতি) তার সাহায্য করে। অনুশোচনা করছে সেইজন্যে ভগবানের কাছে এটা দোষ নয়। কিন্তু জগতের লোক একে সাজা দেয়, সেটা এই জন্মে ভোগ করে নিতে হবে।

এই সমস্ত ভুল, এসব করা উচিৎ নয় এরকম সবাই বলে কিন্তু তা অন্তর থেকে বলে না। উপর উপরই (ভাসা ভাসা) বলে থাকে। আন্তরিকভাবে বলে না। যদি আন্তরিকভাবে বলে তো কিছু সময় পরে ওই দোষকে চলে যেতেই হবে ! যত খারাপ দোষই তোমার থাকুক না কেন, যদি তুমি আন্তরিকতার সাথে তার খুব অনুশোচনা করো তো সেই দোষ আবার হবে না। আর যদি আবার হয়ও তাতেও কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু খুব অনুশোচনা করতেই থাকো।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ আর পশ্চাতাপের মধ্যে পার্থক্য কি ?

দাদাশ্রী : পশ্চাতাপে তো সবকিছু একসাথে হয় ; ক্রিশ্চিয়ানরা রবিবার চার্চে পশ্চাতাপ করে। আর প্রতিক্রমণ তো যে গুলি মেরেছে, যে অতিক্রমণ করেছে সে প্রতিক্রমণ করে সেই মুহূর্তে ! 'শ্যুট অন সাইট' - তাকে ধুয়ে ফেলে ।

আলোচনা, প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান - ভগবান মহাবীরের সিদ্ধান্তের সারবস্তু আর অক্রমমার্গে জ্ঞানীপুরুষ-ই সার বস্তু, এটুকু বুঝে নিতে হবে। আজ্ঞা-ই ধর্ম আর আজ্ঞা-ই তপ । কিন্তু নাক না গলিয়ে তো থাকে না ! অনাদি কাল থেকে খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে ।

৩) নয় 'এ' প্রতিক্রমণ মহাবীরের !

প্রশ্নকর্তা : অনাদিকাল থেকে প্রতিক্রমণ তো করেই আসছি , তবু-ও তো মুক্তি হল না ।

দাদাশ্রী : সঠিক প্রতিক্রমণ করো নি । সঠিক প্রত্যাখান আর সঠিক প্রতিক্রমণ করলে তার সমাপ্তি হয় । প্রতিক্রমণ শ্যুট অন সাইট হওয়া উচিৎ । এখন আমার দ্বারা যদি কোন অপশব্দ বলা হয়ে যায় তাহলে ভিতরে তার প্রতিক্রমণ হতেই হবে । সেই মুহূর্তে - অন দ্য মোমেন্ট । এতে ধার চলে না । এতো বাসী রাখা-ই যায় না ।

প্রতিক্রমণ অর্থাৎ অনুশোচনা করা । তো অনুশোচনা কিসের করছো ?

প্রশ্নকর্তা : অনুশোচনা করতে পারি না । ক্রিয়া-ই করতে থাকি ।

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ অর্থাৎ পিছনে ফেরা । যে পাপ করেছো , ক্রোধ করেছো , তার জন্যে অনুশোচনা করবে । একেই প্রতিক্রমণ বলে । যা করলে দোষ কমে তাকেই প্রতিক্রমণ বলে । যা করলে দোষ বেড়েই যায় তাকে কি করে প্রতিক্রমণ বলবে ? সেইজন্যে ভগবান এরকম করতে বলেন নি । ভগবান বলেছেন যে , বুঝতে পারবে এরকম ভাষায় প্রতিক্রমণ করো । প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাষায় প্রতিক্রমণ করো ।

নয়তো লোকেরা প্রতিক্রমণ বুঝতে পারবে না । ও তো মাগধী ভাষায় রাখা হয়েছে । এখন এ তো গুজরাতীই বুঝতে পারে না তো একে দিয়ে মাগধীতে প্রতিক্রমণ করালে তার কি ফল পাবে ? আর সাধু-আচার্য্যরাও বুঝতে পারেন না , এঁদের মধ্যেও দোষ কিছু কমে নি । সেইজন্যে এই পরিস্থিতি উৎপন্ন হয়েছে ।

ভগবান তো মাগধী ভাষাতে কেবল নবকার মন্ত্র-ই বলতে বলেছেন । একমাত্র নবকার মন্ত্র-ই মাগধী ভাষায় বলবে আর তাও এর অর্থ বুঝে বলতে হবে । মাগধী ভাষাতে রাখার মতো যদি কিছু থাকে তো তা একমাত্র নবকার মন্ত্র-ই । কারণ এ ভগবানের উচ্চারিত শব্দ । প্রতিক্রমণে তো প্রথমে এর অর্থ বুঝতে হবে যে আমি এই প্রতিক্রমণ করছি । কার ? আমাকে চন্দুভাই অপমান করলো অথবা আমি কাউকে অপমান করলাম , তার আমি প্রতিক্রমণ করছি ।

প্রতিক্রমণ অর্থাৎ কষায়দের নিশ্চিহ্ন করে রাখা ।

এরা সব বছরে একবার প্রতিক্রমণ করে , তাও আবার নতুন কাপড় পরে যায় । প্রতিক্রমণ কি বিয়ে করতে যাওয়া না কি ? প্রতিক্রমণ করা অর্থাৎ কত গভীর অনুশোচনা করা । সেখানে নতুন কাপড় কি জন্যে ? এ কি বিয়ে করতে যাওয়া ? তার উপর রায়শী আর দেবশী (রাতে হওয়া দোষের প্রতিক্রমণ সকালে করা আর সারাদিনে হওয়া দোষের প্রতিক্রমণ রাতে করা) ! সকালে কি খাওয়া হয়েছে তা সন্ধ্যেবেলায় মনে থাকে না তো প্রতিক্রমণ কিভাবে করবে ?

বীতরাগ ধর্ম কাকে বলে ? যেখানে রোজ পাঁচশো-পাঁচশো প্রতিক্রমণ করে । জৈন ধর্ম তো সবত্র আছে কিন্তু বীতরাগ ধর্ম নেই । বারোমাসে একবার প্রতিক্রমণ করে, একে কি জৈন ধর্ম বলে ! তবুও সম্বৎসরী প্রতিক্রমণ করে , তাতেও আপত্তি নেই।

আমি এরকম বলছি কিন্তু বলার আগে আমি প্রতিক্রমণ করে নিই । তুমি এরকম বলবে না । আমি এরকম কঠোর ভাবে বলছি , দোষ খুঁজে বার করছি , তা সত্ত্বেও আমি নির্দোষ-ই দেখি । কিন্তু জগৎকে তো বোঝাতে হবে ? যথার্থ , সঠিক

কথা বোঝাতে তো হবে !

আত্মজ্ঞান -ই মোক্ষমার্গ । আত্মাজ্ঞান প্রাপ্তির পরে প্রতিক্রমণ মোক্ষমার্গ প্রদান করে । পরে সমস্ত সাধনাই মোক্ষমার্গ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : তো প্রতিক্রমণ কি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির কারণ হতে পারে ?

দাদাশ্রী : না । পুরানোর প্রতিক্রমণ করে আর নতুন অতিক্রমণ হতে থাকে মোহের কারণে । মোহ তো বন্ধ হয় নি । মোহ তো চালু-ই আছে না ? দর্শন মোহ অর্থাৎ পুরানো সব কিছুর প্রতিক্রমণ করে আর তা বিলয় হয়ে যায় , আবার নতুন উৎপন্ন হয় । সেই সময় প্রতিক্রমণ করলে পূণ্যসঞ্চয় হয় ।

সংসারের লোকেরা যদি কেউ জাগৃত হয় তো প্রতিক্রমণ করে , রায়শী-দেবশী দুই-ই করে । তাতে দোষ লঘু হয়ে যায় কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন মোহনীয় থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষ হয় না - দোষ উৎপন্ন হতে-ই থাকে । যতটুকু প্রতিক্রমণ করে সেইটুকু দোষ চলে যায় ।

অর্থাৎ এই কালে এখন ‘শ্যূট অন সাইট‘- এর কথা তো কোথায় চলে গেছে , কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সারাদিনের প্রতিক্রমণ করতে যে বলা হয়েছে , তাও কোথায় হারিয়ে গেছে । সপ্তাহে এক-আধবার করতে বলেছে সেও হয় না ! পনেরো দিনে একবারও হয় না । বারো মাসে একবার করছে , তাও না বুঝে ভালো ভালো জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় । রিয়েল প্রতিক্রমণ কেউ করেই না । সেইজন্য দোষ বাড়তেই থাকে । প্রতিক্রমণ তো তাকে বলে যাতে দোষ কম হয় ।

এই নীরুবেনের মনে তোমার জন্যে যদি এতটুকুও উল্টো বিচার আসে যে এ কোথা থেকে এলো আর ভীড় হয়ে গেল ? তো এই বিচার মনে এলেও তোমাকে তা জানতে দেবে না । মুখে হাসিই রাখবে । সেইসময় প্রতিক্রমণ করে নেয় । উল্টো বিচার করলে তা অতিক্রমণ করা হল । এ রোজ পাঁচশো-পাঁচশো প্রতিক্রমণ করে ।

নিপাট দোষই হতে থাকে । এর ভান-ই থাকে না ।

প্রশ্নকর্তা : এ তো ভাব-প্রতিক্রমণ , ক্রিয়া প্রতিক্রমণ তো হয় না ?

দাদাশ্রী : না , ক্রিয়াতে তো প্রতিক্রমণ হয়-ই না ; ভাব প্রতিক্রমণ - এরই দরকার আছে , যা কাজ করে । ক্রিয়া প্রতিক্রমণ হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : দ্রব্য প্রতিক্রমণ আর ভাব প্রতিক্রমণ মানে কি তা একটু বোঝান ।

দাদাশ্রী : ভাব এটাই রাখবে যে এরকম যেন আর না হয় । একে ভাব প্রতিক্রমণ বলে । আর দ্রব্য প্রতিক্রমণ তো সমস্তকিছু একটা-একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলতে হবে । যা যা শব্দ লেখা আছে না , তা সবকিছু তোমাকে বলতে হবে । একে দ্রব্য প্রতিক্রমণ বলে ।

এই প্রতিক্রমণ তো , যদি আজ ভগবান উপস্থিত থাকতেন তাহলে এদের সবাইকে জেলে পুরে দিতেন । এই মরণশীলরা এরকম করছে ? প্রতিক্রমণ মানে একটা দোষের ক্ষমা চেয়ে নেওয়া , পরিষ্কার করে রাখা । একটা দাগ লেগেছে তো সেই দাগকে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখো । জায়গাটা যেরকম ছিল , সেরকম করে রাখার নাম-ই প্রতিক্রমণ । এখন তো সম্পূর্ন দাগে ভর্তি কাপড়-ই দেখা যায় । এ তো একটা দোষের ও প্রতিক্রমণ করল না আর নতুন নতুন দোষের ভান্ডার হয়ে গেল ।

এই যে নীরুবেন, ওর সমস্ত আচার-বিচার কিভাবে এতো উচু অবস্থায় পৌঁছেছে? ও প্রতিদিন পাঁচশো-পাঁচশো প্রতিক্রমণ করে আর এখন তো বলছে ভিতরে বারোশো-বারোশো প্রতিক্রমণ হয় । আর এরা তো একটাও করে না ! এদের বাপের দিব্যি যদি একটাও করে তো !

সর্বদাই ক্রিয়া করার ফলে আবরণ আসে । আবরণ এলে দোষ চাপা পড়ে যায় , সেইজন্য দোষ দেখা যায় না । আবরণ ভাঙলে তবেই দোষ দেখা যায় আর এই আবরণ জ্ঞানীপুরুষের কাছে ভঙ্গ হয় । নইলে নিজে থেকে আবরণ ভাঙতে পারে না ।

জ্ঞানীপুরুষ সমস্ত আরবণ ফ্র্যাকচার করে উড়িয়ে দেন !!

প্রশ্নকর্তা : কিভাবে করলে প্রতিক্রমণ শুদ্ধ হয়েছে বলা যায় ? সঠিক প্রতিক্রমণ কিভাবে হয় ?

দাদাশ্রী : সমকিত হওয়ার পরে সঠিক প্রতিক্রমণ হয় । সম্যকত্ব হওয়ার পরে , দৃষ্টি ঠিক হওয়ার পরে , আত্মদৃষ্টি হওয়ার পরে সঠিক প্রতিক্রমণ হতে পারে । কিন্তু সে পর্য্যন্ত প্রতিক্রমণ আর অনুশোচনা করলে তার ফলস্বরূপ সবকিছু কম হয়ে যায় । আত্মদৃষ্টি হয় নি তবুও লোক ভুল করার পর যদি অনুশোচনা করে আর প্রতিক্রমণ করে তো তাতে কম পাপ বাঁধে - বুঝতে পারলে ? প্রতিক্রমণ-পশ্চাতাপ করলে কর্ম শেষ হয়ে যায় ।

কাপড়ে চায়ের দাগ লাগলে সাথে-সাথেই তা ধুয়ে ফেলো । তা কিসের জন্যে ?

প্রশ্নকর্তা : দাগ যাতে চলে যায় সেই জন্যে ।

দাদাশ্রী : ঠিক সেইভাবেই ভিতরে দাগ লাগলে তখনই তা ধুয়ে ফেলতে হবে । এরা সাথে সাথে ধুয়ে নেয় । কোন কষায় উৎপন্ন হলো কি অন্য কিছু হলো তো সাথে সাথেই ধুয়ে নেয় আর সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায় । তুমি তো বারোমাসে একদিন করো ; সেদিন সমস্ত কাপড় ভিজিয়ে দাও ?!

আমার প্রতিক্রমণ-কে শ্যুট অন সাইট বলে । তুমি যা করছো তাকে প্রতিক্রমণ বলে না কারণ তোমার একটাও কাপড় ধোওয়া হয় না আর আমার তো সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে । প্রতিক্রমণ তো তাকেই বলে যাতে সমস্ত কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় ।

প্রতিদিন একটা একটা করে কাপড় ধুতে হয় । সেক্ষেত্রে জৈনরা কি করে ? যখন বারোমাস পার হয়ে যায় তখন বারোমাসের কাপড় একসাথে ধোয় । ভগবানের কাছে তো এরকম চলে না । এরা বারোমাসে একবার কাপড় ভাপায় কি ভাপায় না ?

এ তো একটা-একটা করে ধুতে হবে । প্রতিদিন পাঁচশো-পাঁচশো কাপড় (দোষ) সারাদিন ধরে ধুলে তবে কাজ হবে ।

যতটুকু দোষ দেখতে পাবে ততটুকু কম হবে । এ প্রতিদিন পাঁচশো দোষ দেখতে পায় । অন্যেরা তা দেখতে পায় না , এর কারণ কি ? এখনো এতটাই কাঁচা আছে । দোষশূন্য হয়ে গেছে কি ? তাই কি দেখাচ্ছে না ?!

ভগবান রোজ (দোষের) হিসাব লিখতে বলেছিলেন , ওরা এখন বারোমাসে একবার লেখে , যখন পর্যূষন আসে তখন । ভগবান বলেছেন খাঁটি ব্যবসায়ী রোজ হিসাব লিখবে আর সন্ধ্যাবেলায় তার সারাংশ তৈরী করবে । বারো মাসে একবার হিসাব লিখলে কি মনে থাকবে ? কোন্ সংখ্যা সেসময় মনে পড়বে ? ভগবান বলেছেন সৎ ব্যবসায়ী হও , প্রতিদিনের হিসাব প্রতিদিন লেখো আর হিসাবে কিছু ভুল হয়ে গেলে , অবিনয় হয়ে গেলে , সাথে সাথেই প্রতিক্রমণ করে তা মুছে দাও ।

৪) অহো ! অহো ! হে জাগৃত দাদা !

এই জগতে সবাই নির্দোষ। কিন্তু দ্যাখো, এরকম বানী নির্গত হচ্ছে না ?! আমি তো সবাইকে নির্দোষই দেখেছি, একজনও দোষী নয়। আমাকে দোষী দেখায় না, তবু দোষী বলে দিই । এরকম বলা কি উচিৎ ? এরকম বলতে আমি কি বাধ্য ? কারোর প্রতিই এরকম বলা উচিৎ নয়। এর সাথে সাথেই এর প্রতিক্রমণ চলতে থাকে । আমার যে চার ডিগ্রী কম আছে তার ফলস্বরূপ এটা হচ্ছে । কিন্তু প্রতিক্রমণ না করলে তো চলবেই না ।

আমি যে দখল দিই , কঠোর শব্দ বলি তা জেনে বুঝেই বলি কিন্তু কুদ্রত্ (প্রকৃতি)-র কাছে তো সেটা ভুলই । সেই জন্য তার প্রতিক্রমণ আমি (এ . এম . প্যাটেলকে দিয়ে) করাই । প্রত্যেকটা ভুলের প্রতিক্রমণ হয় । আমি এমন করি যাতে অন্যের মন ভেঙ্গে না যায় ।

আমার দ্বারা যা ‘আছে’ তাকে ‘নেই’ এরকম বলা যায় না, আর যা ‘নেই’

তাকে ‘আছে’ এরকম বলা যায় না। সেইজন্যে আমার নিমিত্তে অনেক লোক দুঃখ পায়। যা ‘নেই’ তাকে আমি ‘আছে’ বললে তোমার মনে ভ্রম উৎপন্ন হবে। আর এরকম বললে অন্য লোকের মনে উল্টো ভাবনা আসবে যে কেন এরকম বলছে ? সেই জন্যে এরকম বলতে হলে এর প্রতিক্রমণ করতে হয় , যাতে এদের কোনরকম দুঃখ যেন না হয়। যদি কেউ এরকম মানে যে এই অশ্বত্থগাছে ভূত আছে আর আমি বলি ভূত নামের কোন বস্তু-ই এখানে নেই তাহলেও তার দুঃখ হয় ; সেজন্যে পরে আমাকে প্রতিক্রমণ করতে হয়। এতো সর্বদা করতেই হবে !

প্রশ্নকর্তা : অন্যে যা বুঝেছে তা যদি ভুল বলে মনে হয় তাহলে তার কি করবো ?

দাদাশ্রী : এই যা কিছু সত্য দেখায় তা সব-ই ব্যবহারিক সত্য। এ সব-ই মিথ্যা। ব্যবহার পুরো করা পর্য্যন্ত সত্য। যদি মোক্ষে যেতে হয় তো এ সব-ই মিথ্যা। সবকিছুর প্রতিক্রমণ করতে হবে। ‘আমি আচার্য্য’- এরও প্রতিক্রমণ করতে হবে ; ‘হায়, আমি নিজেই নিজেকে আচার্য্য বলে মনে করে নিয়েছি।’ এরও প্রতিক্রমণ করতে হবে। কারণ এই যে, ‘আমি শুদ্ধাত্মা’ ; সেইজন্য এ সমস্ত কিছু-ই মিথ্যা। তুমি কথাটা বুঝতে পারলে, না পারলে না ?

প্রশ্নকর্তা : বুঝেছি ।

দাদাশ্রী : সব মিথ্যে। সবাই তা বুঝতে পারে না বলেই বলে যে ‘আমি সত্যি বলছি।’ আরে , সত্য বললে তো সামনে থেকে কোনো আঘাত আসে না ।

আমি যখন বলি তখন সেইসময় আমার মধ্যে জবরদস্ত প্রতিক্রমণ চলতে থাকে। বলার সঙ্গে সঙ্গে-ই চলে ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু যে কথা সত্যি তা বললে তার প্রতিক্রমণ করার কি প্রয়োজন ?

দাদাশ্রী : না , তবুও প্রতিক্রমণ করতেই হবে । তুমি অন্যের দোষ কেন-ই বা

দেখলে ? নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও দোষ কেন দেখলে ? নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও এর নিন্দা তো হলো ? নিন্দা হয় এরকম কথা সত্য হলেও বলা উচিৎ নয়। এরকম সত্য বলা দোষ-ই। সংসারে এরকম সত্য বলাও দোষ কারণ সত্য কথা হিংসক হওয়া উচিৎ নয়। একে হিংসক কথা বলা হয় ।

আলোচনা, প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান - এই হল মোক্ষমার্গ। আমার মহাত্মারা কি করছে ? সারাদিন আলোচনা , প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান করেই চলেছে। এখন যদি এদের বলো যে, 'তোমরা এই রাস্তায় চলো, ব্রত নিয়ম পালন করো।' তো বলবে, 'আমার ব্রত নিয়ম-এর কি দরকার ? আমার অন্তরে শান্তি আছে, আমার কোনো চিন্তা নেই, কোনো উপাধি নেই, নিরন্তর সমাধিতেই থাকি। তাহলে আর কি জন্যে ?' একে তো ক্লেশ বলে - উপধান তপ আর অন্য তপ। এ তো অবুধ মানুষেরাই করে। যার দরকার আছে বা শখ আছে। আমি তাই বলি যে , এই তপ তো শৌখিন লোকেদের কাজ। সংসারের শখ যাদের আছে তাদেরই তপ করা উচিৎ ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তপ করলে কর্মের নির্জরা হয় এরকম মানা হয় ।

দাদাশ্রী : কোনদিন এরকম হয় না । কোন্ তপ থেকে নির্জরা হবে ? অর্ন্তুতপ অদীঠতপ চাই । আমার এই সমস্ত মহাত্মারা অদীঠতপ করছে যা চোখে দেখা যায় না। যে তপ দেখা যায় আর জানা যায় সেই সমস্ত তপের ফল পূন্য আর অদীঠ তপের ফল মোক্ষ ।

এই সাধ্বীদের কি করা উচিৎ ? সাধ্বীরা জানেন যে আমাদের কষায় হচ্ছে ,সমস্ত দিন কষায় হচ্ছে । তো এদের কি করা উচিৎ ? সন্ধ্যাবেলা এক গুঁঠানু (৪৮ মিনিট) বসে এই কষায় ভাব হয়েছে, এর সাথে এই কষায় ভাব হয়েছে, এর সাথে এই কষায় ভাব হয়েছে, এরকম মনে করে যার সাথে যা কষায় ভাব হয়েছে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে প্রতিক্রমণ করতে হবে আর পরে প্রত্যাখান করতে হবে যে 'এরকম আর করব না, এরকম আর করব না', তবেই এঁরা মোক্ষমার্গের পথে চলতে পারবেন।

এই বেচারারা তো এরকম কিছুই করেন না, তো কি হবে ? মোক্ষমার্গ যদি বোঝে তবেই সে পথে চলতে পারবে। শুধু বুঝতে পারা চাই ।

প্রশ্নকর্তা : যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রত্যক্ষ ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তো এর মধ্যে কাঁটা বিঁধেই থাকবে ! সেইজন্য প্রত্যক্ষ ক্ষমা তো চাইতে হবে ?

দাদাশ্রী : প্রত্যক্ষ ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভগবান বারণ করেছেন। প্রত্যক্ষ ক্ষমা চাইতে গেলে যদি ভালো মানুষ হয় তো তার কাছে ক্ষমা চাও আর দুর্বল মানুষ হলে ক্ষমার বদলে মাথায় চাঁটি মারবে। এতে সে আরো বেশী করে দুর্বল হয়ে পড়বে। সেইজন্য প্রত্যক্ষে করবে না। প্রত্যক্ষে করতে হলে যদি খুব ভালো মানুষ হয় তো করো। দুর্বল তো উল্টে মারবে। আর সমগ্র জগত তো দুর্বল-ই। উপর থেকে চাঁটি মারবে, 'আমি তো এটা বলেছিলাম, তুমিই কিছু বোঝনি, মেনে নাও নি, এখন ঠিকানায় এসেছো !' আরে ভাই, এ ঠিকানাতেই আছে, এ খারাপ হয় নি। তুমিই খারাপ হয়েছো; ও শুধরেছে , শুধরাচ্ছে ।

মোক্ষমার্গে ক্রিয়াকান্ড বলে কিছু হয় না। শুধুমাত্র সংসার মার্গেই ক্রিয়াকান্ড হয়। সংসার মার্গ অর্থাৎ যার বাহ্যিক সুখ চাই, অন্য কিছু চাই তার-ই ক্রিয়াকান্ডের দরকার। মোক্ষমার্গে এরকম কিছুই হয় না। মোক্ষমার্গ মানে কি ? আলোচনা, প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান-এর গাড়ি চালাতেই থাকো। এটাই আমাদের মোক্ষমার্গ। এতে ক্রিয়াকান্ড বা এরকম কিছু হয় না !

আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান ই মোক্ষমার্গ। কত জন্ম থেকে এটাই আমার লাইন। কত জন্ম আলোচনা, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখান করতে করতে এই পর্য্যন্ত এসেছি ।

কষায় করবে না, আর প্রতিক্রমণ করবে - এই দুই ধর্ম। কষায় করবে না - এ ধর্ম , আর পূর্বকর্মানুসার হয়ে গেলে তার প্রতিক্রমণ করবে - এটাও ধর্ম । তাছাড়া ধর্ম বলে আর অন্য কোনো বস্তু নেই । এই দুই আইটেমকেই সমস্ত লোক বাদ দিয়ে দিয়েছে !!

এখন যদি তুমি করোর সম্পর্কে উল্টোপাল্টা বলো তো তোমাকে প্রতিক্রমণ করতে হবে। কিন্তু ওকে-ও তোমার প্রতিক্রমণ করতে হবে। ওকে কি প্রতিক্রমণ করতে হবে ? যে, 'আমি কখনও কিছু ভুল করেছি সেইজন্যে এর আমাকে গালি দেওয়ার প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয়েছে।' অর্থাৎ ওকে ওর ভুলের প্রতিক্রমণ করতে হবে। ওকে ওর পূর্বজন্মের প্রতিক্রমণ করতে হবে আর তোমাকে তোমার এ জন্মের প্রতিক্রমণ করতে হবে। এরকম প্রতিক্রমণ সারাদিনে পাঁচশো বার করে তো মোক্ষে যায় ।

যদি কেউ এটুকু করে তো তার অন্য কোন ধর্ম পালন না করলেও কোন অসুবিধা নেই। এটুকু পালন করলেই যথেষ্ট। আর আমি তোমাকে এর গ্যারান্টী দিচ্ছি। তোমার মাথায় হাত রেখে দিচ্ছি। যাও, মোক্ষের জন্য আমি শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে সহযোগ দেব ! তোমার প্রস্তুতি দরকার। একটা শব্দ পালন করলেও অনেক হলো !

৫) অক্রম বিজ্ঞানের রীতি !!

অক্রম আমাদের কি বলছে ? একে যদি প্রশ্ন করি যে, 'তুমি কি অনেক দিন ধরে চুরি করছো ?' তাতে সে বলে 'হ্যাঁ'। প্রেমপূর্বক প্রশ্ন করলে সব বলবে ; 'কতটা, কত বছর ধরে করছো ?' তখন ও বলে দু-এক বছর ধরে করছি । পরে আমি ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলি 'চুরি করছো তাতে অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু এর জন্যে এতটা প্রতিক্রমণ করো ।'

যদি প্রতিক্রমণ করে তো চুরির সমস্ত কর্ম মুছে যায়। অভিপ্রায় পাল্টে যায়। এ যা করছে তা তার 'স্ব' (আত্মা) একসেপ্ট করছে না। তার ওপিনিয়ন নয় !

দাদার নাম নিয়ে অনুশোচনা করো আর এরকম করব না। চুরি করে অন্যায় করেছি। আবার এরকম আর করব না তা একে শেখাই ।

এর মাতা পিতা বলছে যে, 'একে এরকম শেখানোর পরেও যদি আবার চুরি করে তো ?' যদি আবারও চুরি করে তাও ওকে দিয়ে এরকম বলাতে হবে ; এরকম

বলালে কি হয় তা আমি-ই জানি। এছাড়া উপায় নেই ।

অর্থাৎ এই অক্রমবিজ্ঞান এটাই শেখাচ্ছে , ও খারাপ হয়ে গেছে , শোধরাচ্ছে না তো এইভাবে একে শোধরাও ।

সমস্ত ধর্ম বলছে যে, 'তুমি তপ করার কর্তা, ত্যাগ করার কর্তা, তুমি-ই ত্যাগ করছো। তুমি ত্যাগ করছো না।' 'করছো না' , এটা বলাও 'করছো' একথা বলার সমান। এইভাবে কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে আর বলছে 'আমি ত্যাগ করতে পারি না' - এটাও কর্তাভাব-ই। হ্যাঁ, আর কর্তাভাবকে স্বীকার করে নিচ্ছে যা তা সবই দেহাধ্যাসী মার্গ। আমি কর্তাভাবকে স্বীকারই করি না। আমার বইতে কোথাও 'এরকম করো' লেখা নেই ।

অর্থাৎ যা করার তা রয়ে গেল আর যা 'না করার' তাই-ই করাচ্ছে । যা 'না করার' তা পরে আর হয় না ; করা যায়ও না আর বিনা কারণে ওয়েস্ট অফ টাইম এন্ড এনার্জি (শক্তি আর সময়ের অপব্যয়)। কি করার দরকার ? এ-তো অন্য কিছু করা দরকার ; তোমাকে শক্তি চাইতে হবে। এর আগে যা শক্তি চেয়েছিলে তা এখন ফল দিচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা : আগের-টাই তো এফেক্টে এসেছে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এফেক্টে এসেছে। সেইজন্য কজেজ (কারণ) রূপে তোমাকে শক্তি চাইতে হবে । আমি ওই নয়কলমে যেমন শক্তি চাইতে বলেছি , তেমনি একশো-দুশো কলম যদি লিখি তো সমস্ত শাস্ত্র এতে চলে আসে। এইটুকু-ই করবার। জগতে কতটুকু করার ? এইটুকুই। শক্তি চাইবে, যদি কর্তাভাবে করাতে চাও তো !

প্রশ্নকর্তা : ওই শক্তি চাওয়ার কথা তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কারণ সবাই কি মোক্ষে চলে যাচ্ছে ? কিন্তু কর্তাভাবে করতে

হলে এইটুকু-ই করো। শক্তি চাও ! এটাই বলছি যে শক্তি চাওয়াটা কর্তাভাবে করো ।

প্রশ্নকর্তা : যারা জ্ঞান নেয় নি, এই কথা কি তাদের জন্যে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, যারা জ্ঞান নেয়নি । জগতের লোকেদের জন্যে । নয়তো এখন যে রাস্তায় লোকেরা চলছে তা সম্পূর্ন উল্টো রাস্তা। এতে কোন লোক নিজের হিত করতে পারবে না।

'করতে চাই কিন্তু হয় না' - উদয়কর্ম যদি বিরূপ (বাঁকা) হয় তাহলে কি হবে ? ভগবান তো এরকম বলেছেন যে উদয় স্বরূপে থাকো আর একে জানো। করতে কিছু বলেন-নি ; একে জানো - এটুকুই বলাছিলেন। তার বদলে 'এটা করলাম কিন্তু হল না। করছি , কিন্তু হচ্ছে না , ইচ্ছা তো অনেক কিন্তু হচ্ছে না'। বলছে । আরে , বিনা কারণে এরকম বলেই যাচ্ছো কেন ? 'আমাকে দিয়ে হচ্ছে না , হচ্ছে না' , এরকম চিন্তা করলে আত্মার কি হয় ? পাথর হয়ে যায় । এ তো ক্রিয়া-ই করতে যাচ্ছে আর সাথে সাথে হচ্ছে না , হচ্ছে না , হচ্ছে না বলছে ।

আমি বারণ করছি যে এরকম বলবে না। অভাগা, 'হচ্ছে না', এরকম তো বলবেই না। তুমি তো অনন্ত শক্তির অধিকারী। আমার বোঝানোর পরেই তো 'আমি অনন্ত শক্তিওয়ালা' এরকম বলে। নয়তো এতদিন পর্য্যন্ত তো হচ্ছে না বলতো ! অনন্ত শক্তি কি কোথাও চলে গেছে !

কারণ মানুষ কিছু করতে পারে এমন নয়। মানুষের স্বভাব কিছু করতে পারে না। যে করছে সে পরসত্ত্বা। জীব শুধুমাত্র জানছে। সেইজন্যে তুমি শুধু জানো আর তুমি এটা জানলে ভুল জায়গায় যে শ্রদ্ধা ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। আর তোমার অভিপ্রায়ে পরিবর্তন আসে। কি পরিবর্তন আসে ? 'মিথ্যে বলা ভালো' - এই অভিপ্রায় থাকে না। অভিপ্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো আর কোন পুরুষার্থ এ জগতে নেই। কথাটা খুব সূক্ষ্ম, গভীরভাবে বিচার করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : না , সমস্ত কথাই কিন্তু লজিক্যাল ।

দাদাশ্রী : যদি মলত্যাগ করতে যাওয়াও পরসত্ত্বার হাতে , তো তোমার হাতে কিছু করা কি করে থাকবে ? এমন কোন মানুষ জন্মায় নি যার হাতে কিছু করার সত্ত্বা আছে । তোমার শুধু জানার আর নিশ্চয় করার , শুধু এইটুকুই তোমার করার । এই কথা বুঝলে কাজ হয়ে যাবে । এখন বুঝতে পারে এত সহজ নয় । তুমি বুঝছো কি ? কিছু করার চেয়ে জানা ভালো তো ? করা কি তাড়াতাড়ি হয় ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি যা বললেন তা বুঝেছি। কথা তো ঠিক কিন্তু এটা বোঝার পরেও করার তো থাকেই ! যেমন করার কোন সত্ত্বা নেই তেমনি জানারও কোন সত্ত্বা নেই , নয় কি ?

দাদাশ্রী : না , জানার সত্ত্বা আছে , করার সত্ত্বা নেই । এ খুব সূক্ষ্ম কথা , এতটুকুই যদি বোঝে তো অনেক হল ।

একটা ছেলে চোর হয়ে গেছে , চুরি করছে । সুযোগ পেলে লোকেদের পয়সা চুরি করে । ঘরে কোন অতিথি এলে তাকেও রেহাই দেয় না ।

এখন এই ছেলেটিকে কি শেখাই আমি ? এই জন্মে তুমি দাদা ভগবানের কাছে চুরি না করার শক্তি চাও ।

এতে এর কি লাভ হবে ? কেউ বলবে , 'এতে কি শেখালেন ? এতো শুধু শক্তি-ই চাইছে আর চুরিও করছে ।' আরে, করুক না চুরি কিন্তু শক্তি তো চাইছে কি না ? হ্যাঁ, শক্তি তো চাইছে । এই ক্ষেত্রে এই ওষুধ কি কাজ করছে তা আমি জানি । ওষুধ কি কাজ করছে তার খবর তুমি কি করে পাবে ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক-ই , ওষুধ কি কাজ করছে তা জানা নেই । আর সেই জন্যে (শক্তি) চাওয়াতে লাভ হয় কিনা তা বুঝতে পারি না ।

দাদাশ্রী : তাহলে এর ভাবার্থ কি হলো ? এক তো এই ছেলেটি শক্তি চাইছে যে আমাকে চুরি না করার শক্তি দাও । সেইজন্যে এর চুরি করার অভিপ্রায় বদল করে দিচ্ছে যে চুরি করা খারাপ আর চুরি না করা ভালো । আর শক্তি চাওয়ার ফলে চুরি করব না এই অভিপ্রায় দৃঢ় হচ্ছে । সবথেকে বড়ো কথা এটাই যে এই অভিপ্রায় বদলেছে ।

আর যখন থেকে অভিপ্রায় বদলে গেছে তখন থেকে এ আর দোষী নয় ।

আর দ্বিতীয় কি হলো ? ভগবানের কাছে শক্তি চাইছে - সেইজন্য এর পরম বিনয় উৎপন্ন হল । হে ভগবান , শক্তি দাও । সেইজন্যে তৎক্ষনাৎ শক্তি দেন - না দিয়ে উপায়ই নেই ! সবাইকে দেন । চাওয়ার লোক চাই । সেইজন্য বলছি যে চাইতে থাকো । তোমরা কিছু তো চাও না । কোন দিন চাও না ।

শক্তি চাওয়ার কথাটা তুমি বুঝতে পারলে কি ?

দাদার কাছে ক্ষমা চাইবে , আর সাথে সাথে যে বস্তুর জন্য ক্ষমা চাইছে তার জন্যেও শক্তি চেয়ে নেবে । দাদা আমাকে শক্তি দাও । শক্তি চেয়ে নেবে । তোমার নিজের (শক্তি) ব্যবহার করবে না । তাহলে তোমার শক্তি শেষ হয়ে যাবে । আর যদি চেয়ে ব্যবহার করো তো শেষ হবে না বরং বাড়বে । তোমার দোকানে কত জিনিস আছে ?

প্রত্যেক প্রসঙ্গে দাদা , আমাকে শক্তি দাও বলবে । প্রত্যেক প্রসঙ্গে শক্তি চেয়েই নেবে । প্রতিক্রমণ করতে ভুলে গেলে পদ্ধতিপূর্বক প্রতিক্রমণ করার শক্তি চাইবে - আমাকে শক্তি দাও। সমস্ত শক্তি চেয়ে নেবে। আমার কাছে তো এত শক্তি আছে যে তুমি চেয়ে শেষ করতে পারবে না ।

৬) থাকে ফুল , যায় কাঁটা ....

প্রকৃতি ক্রমণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু অতিক্রমণ থেকে বিস্তার লাভ করেছে ;

ডাল-পালা সবকিছু ! আর প্রতিক্রমণ দ্বারা যা বিস্তৃত হয়েছিল তা সংকুচিত হয় , সেইজন্য এর ভান আসে ।

অর্থাৎ আমার বলার এটাই যে , এখন যদি কোথাও দর্শন করতে যাও আর সেখানে গিয়ে তোমার মনে হয় যে তুমি জ্ঞানী মনে করে এলে আর এতো প্রতারক বেরোল ! এখন তুমি যে সেখানে গেছ তা তোমার প্রারব্ধ। কিন্তু মনে যে খারাপ বিচার এলো যে আরে, এরকম প্রপঞ্চকের কাছে কেন এলাম ? এই নেগেটিভ পুরুষার্থ যা তোমার মধ্যে হলো, তার ফল তোমাকে ভুগতে হবে। একে প্রপঞ্চক বলার ফল তোমাকে ভুগতে হবে, পাপ ভোগ করতে হবে। এই বিচার আসা স্বাভাবিক কিন্তু তৎক্ষনাৎ তোমাকে কি করতে হবে ? আরে , কি জন্য আমি এরকম দোষ করছি ? সাথে সাথেই সদর্থক বিচার করে তা মুছে ফেলবে ।

হ্যাঁ, মহাবীর ভগবানকে স্মরণ করে, অথবা আর কাউকে স্মরণ করে বা দাদা ভগবানকে স্মরণ করে প্রতিক্রমণ করে নেবে যে, আরে ! ও যেমন-ই হোক কিন্তু আমি কেন উল্টো কাজ করলাম ? ভালোকে ভালো বললে দোষ হয় না, কিন্তু ভালোকে খারাপ বললে দোষ হয় আর খারাপকে খারাপ বললেও খুব দোষ হয়, জবরদস্ত দোষ। কারণ ও তো স্বয়ং খারাপ নয়, ওর প্রারব্ধ ওকে খারাপ করেছে। ও খারাপ নয় । প্রারব্ধ মানে কি ? ওর সংযোগ ওকে খারাপ বানিয়েছে, এতে ওর কি দোষ?

এখান দিয়ে সমস্ত মেয়েরা যাচ্ছে আর তার মধ্যে কেউ তোমাকে বললো , ' ওই যে ওকে দেখছ , ও বেশ্যা ; এখানে এসেছে , কিভাবে ঢুকলো ?' এরকম কেউ বলাতে আমরা ও তাকে বেশ্যা বললে তার ভয়ঙ্কর দোষ আমাদের হবে । সে বলছে সংযোগবশতঃ আমার এই দশা হয়েছে, তুমি কেন নিজের মাথায় এতো দোষ নিচ্ছ ? তুমি কি জন্য দোষ করছ ? আমি তো আমার (কর্ম) ফল ভোগ করছি কিন্তু তুমি কেন দোষ করছো ? বেশ্যা কি এ নিজে হয়েছে ? সংযোগ বানিয়েছে । কোন জীবের-ই খারাপ হওয়ার ইচ্ছা থাকে না । সংযোগ-ই সবকিছু করায় আর পরে তার প্র্যাক্টিস হয়ে যায় । শুরুতে তো সংযোগ ওকে দিয়ে করায় ।

প্রশ্নকর্তা : যার জ্ঞান নেই, সে কি কোনো কোনো প্রকারের দোষ দেখতে পায় ?

দাদাশ্রী : ব্যস , এইটুকুই। সংক্ষেপে এটাই বলবে যে দোষের ক্ষমা চাইতে শেখো। যে দোষ তুমি দেখতে পাচ্ছ তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও আর সেই দোষটা ঠিক, এরকম কখনও বলবে না, তাহলে ডবল হয়ে যাবে। দোষ করার পরে ক্ষমা চেয়ে নাও।

প্রশ্নকর্তা : যে জ্ঞান নেয়নি সে যদি নিজের ভুল দেখতে পায় তো কিভাবে প্রতিক্রমণ করবে ?

দাদাশ্রী : জ্ঞান নেয়নি এরকম কিছু মানুষ আছে, একটু জাগৃত মানুষ, যারা প্রতিক্রমণ-কে বুঝতে পারে। এরা তা করে, আর অন্য কোন মানুষের কাজ এটা নয়। কিন্তু প্রতিক্রমণ শব্দের অর্থ এদেরকে আমরা অনুশোচনা করা বলবো ।

প্রতিক্রমণ করাতে এই হয় যে ‘আত্মা’-এর ‘রিলেটিভ’ (অনাত্মা) এর উপর নিজের চাপ দেয় । কারণ অতিক্রমণে কি হয় , ‘রিয়েল’ (আত্মা) -এর উপরে চাপ পরে । যে কর্ম অতিক্রমণ তাতে এখন যদি ইন্টারেস্ট থেকে যায় তো এর দাগ পড়ে যায়। সেইজন্য যতক্ষন খারাপকে খারাপ বলে স্বীকার না করছে ততক্ষন পর্য্যন্ত দোষ হয়। এই কারনে প্রতিক্রমণ করানোর প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নকর্তা : আমি অতিক্রমণ করে ফেলেছি তার আমি প্রতিক্রমণ করলাম, কিন্তু সে যদি আমাকে ক্ষমা না করে তো ?

দাদাশ্রী : অন্যেরটা দেখবে না । তোমাকে কেউ ক্ষমা করলো কি না করলো তা তোমার দেখার প্রয়োজন নেই। তোমার মধ্যে থেকে এই অতিক্রমণের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিৎ। তুমি অতিক্রমণের বিরোধ করছো এরকম হওয়া দরকার।

প্রশ্নকর্তা : আর যদি অন্যজন দুঃখ পেতেই থাকে তো ?

দাদাশ্রী : তোমার অন্যজনের কিছু-ই দেখার দরকার নেই । তুমি অতিক্রমণের

বিরোধ করছো এরকম নিশ্চয় করা দরকার । তোমার অতিক্রমণ করার ইচ্ছে নেই কিন্তু এখন হয়ে গেছে আর সেজন্যে অনুশোচনা হচ্ছে । তোমার এখন এরকম আবার করার ইচ্ছে নেই ।

প্রতিক্রমণ তো আমাদেরকে অভিপ্রায় নষ্ট করার জন্য করতে হয় । আমরা এর সাথে একমত নেই এটা বোঝানোর জন্য করা প্রয়োজন । আমি এইমতের বিরুদ্ধে এরকম দেখানোর জন্য প্রতিক্রমণ করতে হবে । কি বুঝলে ?

প্রশ্নকর্তা : যদি এটা নির্গমণ-ই (ডিসচার্জ) হয় তো প্রতিক্রমণ কি জন্যে ?

দাদাশ্রী : সমস্ত-ই নির্গমন । এইটুকু-ই শুধু নয়, সবই নির্গমণ। প্রতিক্রমণ তো যেটুকু অতিক্রমণ করা হয়েছে সেটুকুর-ই করার, অন্য কিছুর নয়। আর না করলে তোমার স্বভাব একটু-ও পাল্টাবে না এক-ই রকম থেকে যাবে ! বুঝতে পারলে, না কি বোঝো নি ?

বিরুদ্ধভাব প্রকাশ না করলে এই মত তোমার কাছে থেকে যাবে । ক্রোধ হয়ে যায় তো আমরা ক্রোধের পক্ষে নেই, এটুকুর জন্যেই প্রতিক্রমণ করতে হবে । তা না করলে ক্রোধের পক্ষেই আছি এটা পাকা হয়ে যায় । আর প্রতিক্রমণ করো তো আমরা ক্রোধের পক্ষে নেই এটা ব্যক্ত করা হল বলা হবে । অর্থাৎ আমরা এর থেকে আলাদা হয়ে গেলে, মুক্ত হয়ে গেলে । জবাবদিহি কমে গেল । আমরা-এর বিরুদ্ধে, এটা ব্যক্ত করার জন্য কোন উপায় থাকা প্রয়োজন নয় কি ? ক্রোধ আমরা রাখতে চাই কি একে বের করতে চাই ?

প্রশ্নকর্তা : এ তো বের করে দেওয়ার-ই ।

দাদাশ্রী : বের করে দেওয়ার হলে প্রতিক্রমণ করো। তাহলে তুমি ক্রোধের বিরুদ্ধে হলে আর যদি প্রতিক্রমণ না করো তো তোমার ক্রোধে সম্মতি আছে।

প্রতিক্রমণ কাকে বলে ? যাতে হাল্কা হয়। হাল্কা হওয়ার অনুভুতি হয়। আবার

এই দোষ করতে ওর খুব কষ্ট হয় । আর এটা তো দোষকে গুন করছে (বাড়াচ্ছে) !!

তুমি কোনো প্রতিক্রমণ , খাঁটি প্রতিক্রমণ দেখেছো কি , যাতে একটাও দোষ কম হয় এরকম ?

প্রশ্নকর্তা : না , এখানেই দেখতে পাচ্ছি ।'

দাদাশ্রী : জ্ঞান নেওয়ার পর তুমি অন্তরেই বুঝতে পারবে যে এই দোষ হয়ে গেল । তখন প্রতিক্রমণ হবে। তার আগে পর্য্যন্ত তো প্রতিক্রমণ হয়ই না। জ্ঞান লাভের পর এই জাগৃতি থাকে যে যেই অতিক্রমণ হল অমনি তুমি বুঝতে পারবে। যে ভুল হল সেই সাথে সাথে প্রতিক্রমণ কর। অতএব, সঠিক পদ্ধতি পূর্বক ওর নাম নিয়ে (যার সাথে অতিক্রমণ হয়েছে) প্রতিক্রমণ হতেই থাকে। আর প্রতিক্রমণ হওয়ার ফলে দোষ ধুয়ে যায়। ধুয়ে যায় বলে অন্যজনের মনে পরে আর দংশন থাকে না। নয়তো আবার যখন ওর সাথে দেখা হবে তখন দূরত্ব তৈরী হতে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : আমার পাপকর্ম কিভাবে ধোবো ?

দাদাশ্রী : পাপকর্মের যত দাগ পড়ছে তত প্রতিক্রমণ করবে। এ দাগ যদি গাঢ় হয় তো আবার ধোবে , বার বার ধোবে।

প্রশ্নকর্তা : দাগ চলে গেছে কি যায় নি তা কি করে বোঝা যাবে ?

দাদাশ্রী : এ তো অন্তর মন পরিষ্কার হলে বোঝা যায় । চেহারায় খুশী ছেয়ে যায় । তুমি জানতে পারবে না কি যে দাগ চলে গেছে ? কেন জানবে না ? অসুবিধা কি হচ্ছে ? আর যদি ধুয়ে না যায় তাহলেও তোমার কোনো চিন্তা নেই । তুমি প্রতিক্রমণ করো। তুমি সাবান লাগিয়ে ধোও না ! পাপ কে তুমি চিনতে পেরেছো? সঠিকভাবে পাপের পরিচয় পেয়েছো ?

প্রশ্নকর্তা : পাপ অর্থাৎ দাদার আজ্ঞা পালন না করা ?

দাদাশ্রী : না, তা নয় । একে পাপ বলে না। অন্যজনের দুঃখ হয় এটাই পাপ। জীবমাত্র তা সে মানুষ হোক বা পশু হোক কি গাছপালা হোক। অকারণে যদি গাছের একটা পাতাও ছেঁড়া হয় তো এরও দুঃখ হয় - একেই পাপ বলে।

আর আজ্ঞা পালন না করলে তোমার লোকসান হবে , তোমার নিজের লোকসান হবে । কারোর দুঃখ হলে তাকেই পাপকর্ম বলে। সেইজন্য কোনভাবে কারোর কিঞ্চিতমাত্র দুঃখ না হয় এরকম হতে হবে।

আমাদের প্রতিক্রমণ করা তা খুব ভাল কথা । আমাদের কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায় তো ? তোমার কাপড়ে কি জন্যে ময়লা থাকতে দেবে ? দাদা এরকম রাস্তা দেখিয়েছেন ; তো কি কারণে অপরিষ্কার রাখবে ?!

কেউ যদি আমার থেকে কিঞ্চিতমাত্র-ও দুঃখ পায় তো জানা উচিত যে আমারই ভুল । আমাদের অন্তরে যদি পরিণামে অশান্তি হয় তো বুঝবে ভুল আমাদেরই । অন্য যে ভুগছে তার ভুল তো প্রত্যক্ষ কিন্তু আমরা নিমিত্ত হয়েছি , একে ধমকালে , সেইজন্যে আমাদেরই ভুল । দাদার উপর কেন ভোগবটা (সুখ-দুঃখের প্রভাব) আসে না ? কেননা তাঁর আর একটাও ভুল থেকে যায়-নি। নিজের ভুল থেকে সামনের জনের উপর যদি প্রভাব পড়ে , যদি কিছু দেনা হয়ে যায় তো সাথে সাথেই মন থেকে ক্ষমা চেয়ে জমা করে নেবে । আমাদের ভুল হলে তা দেনা হয়ে যায় , কিন্তু সাথে সাথেই ক্যাশ - নগদ প্রতিক্রমণ করে নেবে । আর যদি অন্য কারোর জন্যে আমাদের ভুল হয়ে যায় তবু ও আলোচনা প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান করে নেবে । মন-বচন-কায়া দিয়ে প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী করে ক্ষমা প্রার্থণা করতে থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা : ক্রমিকের প্রতিক্রমণ করতাম তো মাথায় কিছু প্রবেশ করতো না । আর এখন এটা করছি তো একদম ফুলের মতো হাল্কা হয়ে যাচ্ছি ।

দাদাশ্রী : কিন্তু ও তো প্রতিক্রমণই নয় ! ও সমস্তই নিজের না বোঝার কারণে তৈরী করা প্রতিক্রমণ ! প্রতিক্রমণ অর্থাৎ দোষ কম হওয়া চাই, তাকেই প্রতিক্রমণ

বলে। আমরা তুমি উল্টোদিকে চলছিলাম, সেখান থেকে পিছনে ফিরলে, তার-ই নাম প্রতিক্রমণ। আর ও পিছনে ফিরছে না, যেখানকার সেখানেই আছে ! সেখান থেকেও আবার উল্টোদিকে যাচ্ছে !!! তাহলে একে প্রতিক্রমণ কি করে বলবে ?

যখন-ই গ্রন্থি পড়ার উপক্রম হয় তখন দাদা অবশ্য-ই মনে এসে যাবে আর গ্রন্থি পড়বে না । আমি তো এটাই বলছি যে কখনও গ্রন্থি পড়তে দেবেনা আর যদি কখন-ও পড়ে যায় তো প্রতিক্রমণ করবে। এই 'গ্রন্থি' শব্দ লোকে সাথে সাথেই বুঝতে পারে । না হলে, 'সত্য , দয়া , চুরি করো না,' এইসব শুনতে শুনতে তো লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

গ্রন্থি রেখে শুয়ে পড়বে না । মনে গ্রন্থি পড়ে থাকলে তা নিয়ে শুয়ে পড়বে না । এর সমাধান করতে হবে । শেষ পর্য্যন্ত যদি কোনো সমাধান দেখতে না পাও তো ভগবানের কাছে বার বার ক্ষমা চাইবে যে এর সাথে আমার গ্রন্থি পড়ে গেছে, তার জন্যে বার বার ক্ষমা চাইছি ; তাহলে সমাধান আসবে। ক্ষমাই সব থেকে বড় শাস্ত্র , নয়তো দোষ তো নিরন্তর হতেই থাকে ।

অন্যকে ধমক দেওয়ার সময় তোমার মনে হয় না কি যে কেউ যদি তোমাকে ধমক দেয় তো কিরকম লাগবে ? এটা খেয়ালে রেখে বকাবকি করো ।

এর নাম মানবী অহংকার। অন্যের কথা খেয়ালে রেখে প্রত্যেক কাজ করার নাম মানবী অহংকার। নিজেরটুকু খেয়ালে রেখে অন্যের সাথে ব্যবহার করবে আর বিরক্ত করবে তো তাকে কি বলে ?

প্রশ্নকর্তা : পাশবী অহংকার ।

দাদাশ্রী : কেউ যদি বলে যে তোমার ভুল তো তুমিও বলবে 'চন্দুভাই' (নিজের নাম) , তোমার ভুল হয়েছে বলেই না লোকে বলছে ? অকারণে কেউ কিছু বলে কি ? এমনি এমনি কেউ কিছু বলে না । কিছু ভুল নিশ্চয় হয়েছে । সেইজন্যে আমাদের এটা বলতে অসুবিধা কোথায় ? ভাই তোমার কোথাও ভুল হয়েছে বলেই বলছে ; তাই

ক্ষমা চেয়ে নাও । আর চন্দুভাই কাউকে দুঃখ দিয়েছে তো তুমি তাকে বলো যে প্রতিক্রমণ করে নাও । কারণ আমাদের তো মোক্ষে যেতে হবে । এখন যা খুশী তাই করবে তা তো চলবে না ।

অন্যের দোষ দেখার অধিকার-ই নেই। সেইজন্যে এই দোষের ক্ষমা চাইবে। প্রতিক্রমণ করে নেবে। পরদোষ দেখার হ্যাবিট তো আগে থেকেই ছিল, এতে নতুন কিছু নেই। এই হ্যাবিট একেবারে চলে যাবে না। এ'তো প্রতিক্রমণ দ্বারাই যাবে। যেখানেই দোষ দেখছো সেখানেই প্রতিক্রমণ করো। শ্যূট অন সাইট ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ যেরকম হওয়া উচিত সেইভাবে এখনো হচ্ছে না ।

দাদাশ্রী : এ তো যা করতে হবে, আগে তার নিশ্চয় করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : নিশ্চয় করলে, করবার অহংকার এসে যাবে না কি ? এটা একটু বোঝান ।

দাদাশ্রী : বলার জন্যে , শুধুমাত্র বলার জন্যেই এটা বলবে ।

প্রশ্নকর্তা : মহাত্মাদের (দাদার জ্ঞান যারা পেয়েছে) মধ্যে অনেকেই এমন ধরে নিয়েছে যে আমাদের কিছু করার নেই , নিশ্চয় করার-ও নেই ।

দাদাশ্রী : না , আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তো আমি এদের বলব যে নিশ্চয় অর্থাৎ এই যে ডিসাইডেড পূর্বক করবে । ডিসাইডেড মানে কি ? এটা নয় আর 'এই'-টা, ব্যাস। এরকম নয় আর এরকম হওয়া উচিৎ।

প্রশ্নকর্তা : ভিতরে কষায় হয়েছে, কিন্তু তখন 'শ্যুট অন সাইট' করে এর সমাধান করতে পারল না । দশ - বারো ঘন্টা পরে সন্ধ্যে বেলা মনে বিচার এলো যে এ তো সমস্ত ভুল হয়ে গেছে । তো এর সম্পূর্ন সমাধান হয়ে যায় কি ? দেরিতে হলেও হবে তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, বিলম্বেও হয়। এর প্রতিক্রমণ করতে হবে। ভুল হওয়ার পর প্রতিক্রমণ করবে যে আমার এই ভুল হয়ে গেছে , এখন আবার এই ভুল আর করব না। হে দাদা ভগবান ! আমার ভুল হয়ে গেছে। এই ভুল আর করব না ।

সাথে সাথেই না হয় তো দু-ঘন্টা পরে করো। আরে, রাতে শুতে যাওয়ার আগে মনে করে করে করো । রাতে কি মনে পড়ে না আজকে কার সাথে কি ঝঞ্ঝাট করেছ? রাতে এরকম করা যায় না কি ? আরে সপ্তাহে করো, প্রতি সপ্তাহে সব একসাথে করো। সারা সপ্তাহে যত অতিক্রমণ হয়েছে সে সমস্ত একসাথে করে হিসাব করো ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এ তো তৎক্ষনাৎ করা উচিৎ, নয় কি ?

দাদাশ্রী : সাথে সাথে হলে তো তার চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না। আমার এখানে তো সবাই অনেক কিছু ‘শ্যূট অন সাইট করে’। দেখার সাথে সাথেই ঠাঁই ঠাঁই।

প্রশ্নকর্তা : আমি যখন দাদার নাম নিই বা আরতি করি, তখন মন অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ফলে আরতিতে অন্য কিছু গাইতে থাকি। ফের পংক্তি অন্য কিছু গাওয়া হয়ে যায়। তন্ময়াকার হয়ে যাই , তখন যে বিচার আসে তাতে তন্ময়াকার হয়ে যাই। এরকম কিছুক্ষন থাকার পর আবার পরে এতেই চলে আসি ।

দাদাশ্রী : এরকম হলে সেই দিন প্রতিক্রমণ করবে । বিচার এলে তাতে অসুবিধা নেই ; বিচার এলে তুমি ‘চন্দুলাল’কে দেখতে পাও, যে ‘চন্দুলাল’-এর মনে বিচার এসেছে। এ সমস্ত দেখতে পাচ্ছ মানে তুমি আর এ - দু’জনে আলাদা ।কিন্তু সেই সময় একটু কাঁচা হয়ে যাচছ ।

প্রশ্নকর্তা : সেই সময় তো জাগৃতিই থাকে না ।

দাদাশ্রী : তো এর প্রতিক্রমণ করে নেবে যে জাগৃতি থাকলো না , তার জন্য প্রতিক্রমণ করছি । দাদা ভগবান ক্ষমা করে দাও ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করার তো অনেক দেরিতে খেয়াল আসে যে এই মানুষের প্রতিক্রমণ করতে হত ।

দাদাশ্রী : কিন্তু মনে তো পড়ে ? সৎসঙ্গে বেশি করে বসা দরকার। সবকিছু জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। বিজ্ঞান খুব সূক্ষ্ম। সব জেনে নেওয়া দরকার।

দোষ দেখা সহজ নয়। আমি তো একেবারে অনাবৃত করে দিয়েছি। কিন্তু এর যদি দৃষ্টি হয় যে আমাকে দেখতে হবে তো দেখতে পায়। অর্থাৎ একে খাবার থালায় হাত দিতে হবে তো ! খাবার নিজে থেকে আমার মুখে আসুক এরকম ইচ্ছা করলে কিছু হয় কি ? প্রচেষ্টা থাকা তো দরকার !

মানুষের দোষ হওয়া স্বাভাবিক। এর থেকে মুক্তির উপায় কি ? একমাত্র জ্ঞানী পুরুষ - ই তা দেখান , 'প্রতিক্রমণ'।

অন্তরে প্রতিক্রমণ আপনা থেকেই হতে থাকে। লোকেরা বলে স্বয়ংই প্রতিক্রমণ হয়ে যায় ? আমি বলি 'হ্যাঁ, কিরকম মেশিন বসিয়ে দিয়েছি ? সেখানে সমস্ত প্রতিক্রমণ শুরু হয়ে যায়।' তোমার অভিপ্রায় যদি খাঁটি হয় তাহলে সে পর্যন্ত সব কিছু তৈরী আছে।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী , এটা বাস্তবিক যে প্রতিক্রমণ সহজভাবে হতে থাকে। আর দ্বিতীয় এই বিজ্ঞান এমন যে দ্বেষ সহজে হয় না ।

এই ভাই বলছে যে আমার মত প্রতিক্রমণ হয় না , তাকে কি বলে ?

দাদাশ্রী : এ তো অন্তরে হতে থাকে কিন্তু খেয়াল হয় না। এখন একবার যদি বলো যে আমার হয় না তাহলে তা বন্ধ হয়ে যায়। ওই মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। যেরকম ভজনা , সেরকম ভক্তি । এ তো অন্তরে হতে-ই থাকে। কিছু সময় পরে হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমার থেকে কারোর দুঃখ হয় তা ভালো লাগে না ; ব্যস, এইটুকুই

থাকে । এর চেয়ে বেশী আর কিছু হয় না। প্রতিক্রমণ যেরকম , তা হয় না।

দাদাশ্রী : এমন মেশিন বসিয়েছি যে অন্তরে যেরকম বলবে সেরকম চলবে ! যেরকম ভজনা করবে সেরকম হয়ে যাবে। তুমি যদি বলো যে আমার এরকম হয় না তো তাই হবে। আর যদি বলো যে এত বেশি প্রতিক্রমণ হচ্ছে যে আমি তো ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। তাহলে ভিতরে ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ প্রতিক্রমণ যে করার সে করছে। তুমি তোমার দিক থেকে বলতে থাকো না। পাঁচশো-পাঁচশো প্রতিক্রমণ হয়ে চলেছে। তুমি বলতে থাকো যে 'আমার প্রতিক্রমণ চলছে'।

যতক্ষন পারবে, 'শ্যুট অন সাইট' চালু রাখবে । হয়ে গেল তো সাথে সাথেই প্রতিক্রমণ করবে। আর যদি না হয় তো সন্ধেবেলা একসাথে সব করবে। কিন্তু একসাথে করতে গেলে দু-চারটে বাদ পড়ে যায় । এদের কোথায় রাখবে ? আর কে রাখবে এদের ? আমাদের ব্যবসা তো 'শ্যুট অন সাইটের' !!

যখন দোষ দেখতে পাচ্ছো , তখন জানবে মোক্ষে যাওয়ার টিকিট এসে গেছে। নিজের দোষ কেউ দেখতে পায় না। বড়ো-বড়ো সাধু-আচার্য্যরাও নয় ! নিজের দোষ এমনি এমনি দেখা যায় না। মূলে তো এটাই সব থেকে বড় দুর্বলতা । আর এই বিজ্ঞান এমনই যে তোমাকে নিষ্পক্ষপাতী ভাবে জাজমেন্ট দেয়। নিজের সমস্ত দোষ অনাবৃত করে দেয়। হয়ে যাওয়ার পর দেখায় , কিন্তু অনাবৃত করে দিচ্ছে না কি ? এখন হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে ! সেটা আলাদা ব্যাপার ; গাড়ির স্পীড বেশি থাকে তো কাটা পড়ে না ? কিন্তু তখন বুঝতে পরো তো ?

৭) ব্যবসা হয় খাঁটি

প্রশ্নকর্তা : আপনি এইভাবে 'চন্দুভাই'- কে ছাড় দিয়ে দিলে এ যা ইচ্ছে তাই করবে তো ?

দাদাশ্রী : না , এইজন্যেই আমি ব্যবস্থিত বলেছি যে একচুল এদিক-ওদিক করার

অধিকার এই জীবনের জন্যে নেই । হ্যাঁ ,'ওয়ান লাইফ' এর জন্য !! যে লাইফে আমি ব্যবস্থিত দিয়েছি , এই ব্যবস্থিতে কোন অদল-বদল হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্যে-ই আমি তোমাকে ছাড় দিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ এ' আমি দেখেই বলছি আর সেইজন্য বকাবকিও করতে হয় না যে স্ত্রীকে নিয়ে কেন বেড়াতে গেছিলে ? আমাকে কোন রকম বকাবকিই করতে হয় না । অন্য জীবনের জন্য নয় , কিন্তু এই একটা জীবনের জন্যে, ইউ আর নট রেসপন্সিবল অ্যাট অল ! এত কিছু তো বলেছি ।

প্রশ্নকর্তা : সুদ নেবো , কি নেবো না ?

দাদাশ্রী : সুদ চন্দুলাল নেয় তো নেবে , কিন্তু একে বলবে যে পরে প্রতিক্রমণ করো। এই প্রতিক্রমণের জন্যেই অন্যের ওপর প্রভাব পড়ে আর সে পরে পয়সা ফেরৎ দিয়ে দেয় । তার মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । প্রতিক্রমণের এরকম ভালো প্রভাব হয়। অথচ লোকজন তো ঘরে গিয়ে যে ধার নিয়েছে তাকে গালাগালি করে আসে , তো তার প্রভাব পড়ে কি পড়ে না ? লোকে আরও বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে । সমস্ত জগৎ-ই প্রতিক্রিয়াশীল ।

প্রশ্নকর্তা : আমি যদি কোন ঋণী ব্যক্তির প্রতিক্রমন করি, তাহলে-ও সে চাইতেই থাকবে না কি ?

দাদাশ্রী : চাইতে আসা না আসার প্রশ্ন নয়। রাগ দ্বেষ যেন না হয়। ধার দেওয়া টাকা বাকী থেকেও যেতে পারে ।

একজন আমাকে বললো, 'আমি ধর্ম চাই না, জাগতিক সুখ চাই।' তাকে আমি বললাম, 'সৎ থাকো, নীতি-নিয়ম পালন করো ।' মন্দিরে যেতে বলছি না । যদি তুমি অন্যকে দান করো তা দেবধর্ম। কিন্তু অন্যের বস্তু বা নিজের অধিকারের নয় এমন বস্তু না নিলে তা মানবধর্ম। সততা সব থেকে বড় ধর্ম । 'ডিজঅনেষ্টি ইজ দা বেস্ট ফুলিশনেস !!!' অনেস্ট হতে পারছি না, তাহলে কি সমুদ্রে ডুবব ? আমার 'দাদাজী' শিখিয়েছেন, ডিজঅনেস্ট হলে তার প্রতিক্রমণ করো। তোমার সামনের জন্ম আলোকিত হয়ে যাবে । ডিজ্অনেস্টিকে , ডিজ্অনেস্টি বলে বোঝ আর তার পশ্চাতাপ করো ।

পশ্চাতাপ যে করে সে অনেস্ট এ কথা নিশ্চিত।

এখন যদি তোমার ভাগীদারের সাথে মতবিরোধ হয় তো তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারো যে 'প্রয়োজনের থেকে বেশী বলা হয়ে গেছে।' সাথে সাথে এর নাম নিয়ে প্রতিক্রমণ করবে। আমাদের প্রতিক্রমন ক্যাশ পেমেন্ট (নগদ) হওয়া দরকার। এই ব্যাঙ্ককেও ক্যাশ বলে আর পেমেন্টকেও ক্যাশ বলে।

অফিসে পারমিট নিতে গেলে, কিন্তু সাহেব না দিলে এরকম মনে হয় 'এই সাহেব বদমাইশ', এ এইরকম, এ ওইরকম।' এখন এর ফল কি আসবে তা জানে না। সেইজন্য এই ভাব বদলে ফেলবে। প্রতিক্রমণ করবে। একেই আমি জাগৃতি বলছি।

এই সংসারে অন্তরায় কি ভাবে পড়ছে তা তোমাকে বোঝাচ্ছি। তুমি যে অফিসে চাকরী করছো সেখানে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট (সহায়ক)-কে যদি বেয়াক্কেলে বলো তো তোমার আক্কেল-এর উপর অন্তরায় পড়লো ! বলো, এখন এই অন্তরায় থেকে সমস্ত জগৎ ফেঁসে গিয়ে এই মানবজন্ম ব্যর্থ নষ্ট করছে ! তোমার কোন 'রাইট' (অধিকার) নেই অন্য কাউকে বেয়াক্কেলে বলার। তুমি এরকম বললে তা অন্যজন-ও উল্টো বলবে তাতে ওর-ও অন্তরায় পড়ে। এখন জগতে এই অন্তরায় সৃষ্টি কিভাবে বন্ধ হবে ? তুমি যদি কাউকে অপদার্থ বলো তো তোমার যোগ্যতার উপর অন্তরায় পড়বে ! তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রমন করে নিলে অন্তরায় পড়ার আগেই তা ধুয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : চাকরীতে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমি খুব কঠোরভাবে লোকেদের অপমান করেছি, টিট্‌কিরি দিয়েছি।

দাদাশ্রী : এ সবকিছুর প্রতিক্রমণ করবে। এতে তোমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। তোমার নিজের জন্য নয়, সরকারের প্রতি সিন্‌সিয়ারিটির জন্য করেছো।

৮) 'এইভাবে' ভাঙ্গে ঋণানুবন্ধের শৃঙ্খলা !

প্রশ্নকর্তা : পূর্বজন্মের ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্তির জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : যার সাথে আমাদের পূর্বজন্মের ঋণানুবন্ধ আছে আর তাকে আমাদের পছন্দ নয় , তার সাথে থাকতে ভালো লাগে না , তবু-ও কর্তব্যের খাতিরে আমাদেরকে সাথে থাকতে হয় তো কি করবে ? এই যে বাইরের ব্যবহার ঠিকঠাক রাখবে । কিন্তু অন্তরে প্রতিক্রমণ করতে হবে কারণ পূর্বজন্মে আমরা যে অতিক্রমণ করেছিলাম এটা তারই পরিনাম । কজেজ কি করেছিলে ? বলে এর সাথে পূর্বজন্মে অতিক্রমণ করেছিলে । সেই অতিক্রমণের এই জন্মে ফল এসেছে। সেইজন্যে এর প্রতিক্রমণ করলে প্লাস-মাইনাস হয়ে যায় । অন্তরে তুমি এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও । বারবার এই বলে ক্ষমা চাও যে 'আমি যা যা দোষ করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি ।' যে কোন ভগবানকে সাক্ষী রেখে করবে , তাহলে সমস্ত দোষ নির্মূল হয়ে যাবে ।

সাথে থাকতে ভালো না লাগে তো কি হবে ? একে খুব দোষী দেখবে । কোন পুরুষের যদি তার স্ত্রীকে পছন্দ না হয় তো তার বহু দোষ দেখতে থাকে । সেইজন্য তিরস্কার হয় । তাই ভয় লাগে , যে মানুষের প্রতি তোমার তিরস্কার ভাব আছে তাকে তোমার ভয় লাগবে । একে দেখলেই ঘাবড়াবে । তখন বুঝবে যে এটা তিরস্কার । তিরস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বারবার ক্ষমা চাও ; দুদিনে এই তিরস্কার বন্ধ হয়ে যাবে । ও জানতে পারবে না কিন্তু তুমি মনে মনে বারবার ক্ষমা চেয়ে নাও ও নাম করে । যার প্রতি যে যে দোষ করেছি , হে ভগবান ! আমি ক্ষমা চাইছি । এ দোষের পরিণাম এসেছে । তুমি কোন মানুষের সাথে যা যা দোষ করেছো তার জন্যে ভগবানের কাছে মনে মনে বারবার ক্ষমা চাও , তাহলে সব ধুয়ে যাবে ।

এ তো নাটক । নাটকের স্ত্রী-পুত্রকে তুমি যদি চিরদিনের বলে মনে করো তা কি চলে ? হ্যাঁ , নাটকে যেমন বলে তেমনি বলতে কোন অসুবিধা নেই যে 'এ আমার বড় ছেলে , শতায়ু ।' কিন্তু সবটাই উপর উপর , নাটকীয়ভাবে । এদের সবাইকে সত্যিকারের বলে ধরে নিয়েছো তার-ও প্রতিক্রমণ করতে হবে । যদি সত্যি বলে মনে না করতে তাহলে প্রতিক্রমণ করতে হতো না । যখনই সত্য বলে মানতে শুরু করলে তখনই রাগ আর দ্বেষ শুরু হয়ে গেল । প্রতিক্রমণ থেকেই মোক্ষ আসে । এই

'দাদাজী' যা দেখাচ্ছে সেই আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান থেকেই মোক্ষ হবে ।

কারোর হাতে কষ্ট দেওয়ার-ও ক্ষমতা নেই আর কারোর হাতে সহ্য করারও ক্ষমতা নেই । এরা সব কাজকর্ম করে চলেছে তারা সবাই পুতুল মাত্র । আমরা যদি প্রতিক্রমণ করি তো এই পুতুলেরা সবাই নিজেরাই ঠিক হয়ে যাবে ।

যত পাগল মানুষই হোক না কেন সে আমার প্রতিক্রমণ দ্বারা সমঝদার হতে পারে ।

কোন ব্যাক্তির সাথে হয়তো তোমার হিসাব জমছে না ; যদি তুমি সমস্তদিন ধরে তার প্রতিক্রমণ করো দু-চারদিন পর্যন্ত তো পঞ্চমদিনে সে তোমাকে খুঁজতে এখানে চলে আসবে । তোমার অতিক্রমণ দোষ থেকেই সব কিছু আটকে আছে ।

প্রশ্নকর্তা : এতে কখনও কখনও আমার দুঃখ হয় যে আমি এত কিছু করছি , তাও এ আমার অপমান করছে ।

দাদাশ্রী : আমদেরকে ওর প্রতিক্রমণ করতে হবে । এ তো ব্যবহার । এতে সমস্ত ধরনের লোক আছে । তারা মোক্ষে যেতে দেবে না

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ আমাকে কেন করতে হবে ?

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ এই জন্যে করবে যে এ'তো আমার উদয়কর্ম ছিল আর তোমাকে এমন কর্ম বাঁধতে হল । এর প্রতিক্রমণ করছি আর এই ভুল আবার করবো না যাতে আমার নিমিত্তে কাউকে কর্ম বাঁধতে হয় !

জগৎ এমন নয় যে কাউকে মোক্ষে যেতে দেয় । সমস্ত দিক থেকে অঙ্কুশ লাগিয়ে টানবে । আমরা প্রতিক্রমণ করলে বাধাগুলো সরে যায় । সেইজন্যে ভগবান মহাবীর আলোচনা , প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান , এই তিন বস্তু একই শব্দে দিয়েছেন , অন্য কোন রাস্তাই নেই । এখন প্রতিক্রমণ নিজে কখন করতে পারে ? যখন নিজের

জাগৃতি হবে তখন। জ্ঞানীপুরুষের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করলে তখন জাগৃতি উৎপন্ন হয়।

আমরা তো প্রতিক্রমণ করে নেব যাতে আমরা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই।

প্রশ্নকর্তা : কোন লোকের উপর থেকে আমার বিশ্বাস চলে গেছে, সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। এই বিশ্বাস আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে কি করবো ?

দাদাশ্রী : এর জন্যে যে খারাপ বিচার করেছো তার পশ্চাতাপ করতে হবে। বিশ্বাস চলে যাওয়ার পর তুমি যা যা খারাপ বিচার করেছো তার পশ্চাতাপ করতে হবে। তাহলে অনুরাগ ফিরে আসবে। সেইজন্যে প্রতিক্রমণ করতে হবে।

৯) নির্লেপতা , অভাব থেকে ফাঁসী পর্য্যন্ত !

প্রশ্নকর্তা : কি করে বুঝবো যে সামনের ব্যক্তির মনে দুঃখ হয়েছে ?

দাদাশ্রী : এ'তো ওর মুখ দেখলে সাথে সাথেই বোঝা যায়। মুখের উপর থেকে হাসি মুছে যায়। মুখ বিকৃত হয়ে যায়। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় যে সামনের ব্যক্তির উপর প্রভাব পড়েছে। বোঝা যায় না কি ?

প্রশ্নকর্তা : যায়।

দাদাশ্রী : মানুষের এতটাই শক্তি আছে যে সামনের ব্যক্তির কি হলো তা বুঝতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু কেউ কেউ তো এত চালাক যে মুখের উপর কোন বহিঃপ্রকাশ হতে দেয় না।

দাদাশ্রী : তবুও কিন্তু আমরা জানতে পারি যে খুব কঠোর ভাবে বলা হয়েছে , সেইজন্যে একে আঘাত তো নিশ্চয়ই লাগবে। সেই কারণে এরকম ধরে নিয়ে প্রতিক্রমণ করে নেব। কঠোরভাবে বললে আমরা কি বুঝতে পারি না যে এর লেগেছে?

প্রশ্নকর্তা : বোঝা তো যায় ।

দাদাশ্রী : তো এটা করা তার জন্য নয়। তোমার অভিপ্রায় এটা নয়। নিজের অভিপ্রায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। প্রতিক্রমণ মানে কি ? এ তো আগের অভিপ্রায় থেকে মুক্ত করে আর সামনের ব্যক্তির উপরে যে প্রভাব পড়ার ছিল তা পড়ে না, একেবারেই পড়ে না । মনে মনে নিশ্চয় করো যে আমাকে সমভাবে পুরো করতে হবে, তাহলে ওই ব্যক্তির উপরে এর প্রভাব পড়ে আর ওর মন শুধরে যায়। আর তুমি যদি মনে মনে নিশ্চয় করো যে এই করবো, তাই করবো তাহলে ওর মনও এরকমভাবে রিঅ্যাক্ট করবে ।

প্রশ্নকর্তা : কোন মানুষের ভীষনভাবে তিরস্কার করার পর যদি আনুশোচনা হয় তো তাকে কি বলে ?

দাদাশ্রী : অনুশোচনা হলে তিরস্কার করার অভ্যাস চলে যায়। কিছুক্ষণ তিরস্কার করার পরে যদি অনুশোচনা না করে আর মনে করে যে খুব ভালো কাজ করলাম তো তা নরকে যাওয়ার লক্ষণ। ভুল করলে অনুশোচনা তো করতেই হবে ।

প্রশ্নকর্তা : সামনের ব্যক্তির মন ভেঙ্গে গেলে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি করবো ?

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ করবে। আর যদি দেখা হয়ে যায় তো তাকে বলবে , ‘ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে ; আমার কোন আক্কেল নেই।’ এরকম বললে এর ঘা শুকাবে।

প্রশ্নকর্তা : কি করব যাতে তিরস্কারের পরিণাম ভুগতে হয় না যেন ?

দাদাশ্রী : তিরস্কারের জন্য অন্য কোন উপায় নেই, প্রতিক্রমণ-ই বারবার করবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সামনের ব্যক্তির মন পিছনে ফিরছে, ততক্ষন পর্য্যন্ত করবে। আর

প্রত্যক্ষ দেখা হয়ে গেলে মধুরভাবে বলে ক্ষমা চেয়ে নেবে যে, 'ভাই, আমি খুব ভুল করে ফেলেছি। আমি তো মূর্খ, বেয়াক্কেলে লোক ।' তাহলে সামনের ব্যাক্তির ঘা শুকোতে থাকবে। আমরা যখন নিজেই নিজেকে বকুনি দিই তখন সামনের ব্যাক্তির ভাল লাগে সেই জন্যে এর ঘা শুকায় ।

পূর্বজন্মের তিরস্কারের পরিণাম আমি দেখতে পাই। সেইজন্যে আমি বলি কেউ যেন তিরস্কৃত না হয়। মজুররাও যেন তিরস্কৃত না হয়। আরে, শেষপর্য্যন্ত সাপ হয়েও বদলা নেবে। তিরস্কারের পাপ থেকে মুক্তি নেই। একমাত্র প্রতিক্রমণ-ই বাঁচাতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : কাউকে আমি দুঃখ দিয়েছি আর পরে প্রতিক্রমণ করে নিচ্ছি। কিন্তু এ খুব আঘাত পেয়েছে, খুব ঠেস পৌঁছেছে তো এর জন্য আমার কোন কর্মবন্ধন হবে না ?

দাদাশ্রী : তুমি এর নামে প্রতিক্রমণ করবে ; আর ঠিক যতটা বেশি দুঃখ এ পেয়েছে ততটাই প্রতিক্রমণ করতে হবে ।

একজন জজ আমাকে বললো যে 'সাহেব, তুমি তো আমাকে জ্ঞান দিলে, তাহলে এখন কোর্টে আমি মৃত্যুদন্ড দেব কি দেব না ?' তাতে আমি বললাম যে মৃত্যুদন্ড যদি না দাও তো কি করবে ? সে বলল তাতে (আইনের চোখে) আমার দোষ হবে। আমি বললাম তোমাকে আমি চন্দুলাল বানিয়েছি কি শুদ্ধাত্মা বানিয়েছি ? সে বললো শুদ্ধাত্মা বানিয়েছেন। তো চন্দুলাল যা করছে তুমি তার জবাবদার নও। জবাবদার হতে হলে তোমাকে চন্দুলাল হতে হবে। তুমি যদি নিজের খুশীতে ভাগীদার হতে চাও তো আমার কোনো আপত্তি নেই ।কিন্তু ভাগীদার হয়ো না । পরে আমি একে এই পদ্ধতি শেখালাম , কি তুমি বলবে যে, 'হে ভগবান, আমার ভাগ্যে এই কাজ কোথা থেকে এল ?' এর প্রতিক্রমণ করবে আর সরকারের আইন অনুযায়ী কাজ করে যাবে। বোঝা গেল ?

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলেই মুক্ত হয়ে যাব এরকম মনে করলে তো লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে সব কাজ করার লাইসেন্স পেয়ে যাবে !

দাদাশ্রী : না, এরকম ধরে নেবে না । বলার এই যে আমরা প্রতিক্রমণ করবো। প্রতিক্রমণ করলে আমরা মুক্ত । তোমার দায়িত্ব থেকে তুমি মুক্ত হলে। তার পরে যদি ওই ব্যক্তি চিন্তা করে করে মাথা ঠুকেও মরে , তো তোমার এর সাথে কিছু সম্পর্ক নেই ।

আমার থেকেও কোন মানুষ দুঃখ পেয়েছে, আমার ইচ্ছা নয় তবু-ও। এখন এরকম আমার দ্বারা হয়ও না কিন্তু কোন লোকের সাথে তবু কখনও হয়ে যায়। এখনও পর্য্যন্ত পনেরো-কুড়ি বছরে দু-তিনজন মানুষের সাথে হয়ত হয়েছে। তারা-ও নিমিত্ত বলেই না হয়েছে ? আমি পরে এর পুরো প্রতিক্রমণ করে এর চারপাশে বেড়া দিয়ে দিই , যাতে এ পড়ে না যায়। আমি একে যতটা উঁচুতে তুলেছি তার থেকে এ পড়ে না যায় তার জন্যে বেড়া। এর সমস্ত রক্ষাকবচ পরে দিয়ে দিই ।

আমি সৈদ্ধান্তিক যে ভাই এই গাছ লাগিয়েছি , লাগানোর পরে যদি তা রাস্তা বানাবার লাইনে চলে আসে তো রাস্তাই ঘুরিয়ে দিই , কিন্তু গাছের কোন ক্ষতি হতে দিই না । এ সমস্ত আমার সিদ্ধান্ত । কারোর পতন হতে দিই না ।

প্রশ্নকর্তা : কোন ব্যাক্তি ভুল করে যদি পরে আমার কাছে ক্ষমা চায় তো ক্ষমা করে দিই। না চাইলেও ক্ষমা করে দিই কিন্তু যদি সেই ব্যাক্তি বারবার ভুল করে তাহলে আমি কি করবো ?

দাদাশ্রী : প্রেমপূর্বক বোঝাবে , যেটুকু বুঝতে পারে সেটুকুই বোঝাবে । দ্বিতীয় কোন উপায় নেই আর সেরকম কোন ক্ষমতাও আমাদের হাতে নেই । ক্ষমা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এ জগতে । তা না করলে তো শেষ অবধি মার খেয়ে ক্ষমা করতে হবে , উপায়-ই নেই । তুমি বোঝাবে এ বারবার ভুল না করে ; এই ভাব-ও যদি বদলায় তো অনেক হয়ে গেল । ও ভাব বদলেছে যে এখন আর ভুল করব না ; তা সত্ত্বেও হয়ে যাচ্ছে , সেটা অন্য ব্যাপার ।

ছেলেকে সব্জী আনতে পাঠিয়েছেন আর সেখান থেকে সে পয়সা সরিয়েছে, তো তা জেনে লাভ কি ? সে তো যেমন আছে তেমনই চালিয়ে নিতে হবে। ওকে কি

ফেলে দেবে ? ফেলে দিয়ে অন্য কাউকে আনবে ? অন্য কাউকে পাবে কি ? কেউ বেচবে না ।

১০) সংঘর্ষের মুখোমুখি . . .

প্রশ্নকর্তা : কোন কোন কর্মে অনেক বেশী কথা কাটাকাটি হয়, লম্বা কর্মবন্ধন হয় , সে জন্য দু-চারবার প্রতিক্রমণ করলে হবে, কি অনেক বেশী করতে হবে ? নয়তো একবার করলে তাতেই কি সব হয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : যতটা হয় ততটা করবে। আর পরে সামূহিক করে নেবে। একেবারে একসাথে অনেক প্রতিক্রমণ করতে হলে সামূহিক প্রতিক্রমণ করবে। বলবে, 'হে দাদা ভগবান ! এই সমস্ত কিছুর একসাথে প্রতিক্রমণ করছি।' তাতে হয়ে যাবে ।

যে কারোর সাথে সংঘর্ষে জড়ায় না , তার তিন জন্মে মোক্ষলাভ হবে এই গ্যারান্টী আমি দিচ্ছি। সংঘর্ষ হলে প্রতিক্রমণ করে নিতে হবে। সংঘর্ষ হয় পুদ্গল-এর (মন-বচন-কায়ার) আর পুদ্গলের সাথে পুদ্গলের সংঘাত প্রতিক্রমণ দ্বারা নাশ হয় ।

কেউ যদি ভাগ করে তো তুমি গুন করবে, তাহলে কোনো রাশি অবশিষ্ট থাকবে না। সামনের ব্যক্তির প্রতি মনে যদি এই ভাবনা আসে যে , 'এ আমাকে এই বলেছে , তাই বলেছে,' সেটাও দোষ। পথে চলতে গিয়ে যদি দেওয়ালে ধাক্কা লাগে তো তার সাথে কেন ঝগড়া কর না ? গাছকে জড় (নিশ্চেতন) কেন বলা হয় ? যারা আঘাত দেয় তারা সবাই সবুজ গাছ-ই !

প্রশ্নকর্তা : স্থূল সংঘর্ষের উদাহরণ দিয়েছেন , এবার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর আর

সূক্ষ্মতমের উদাহরণ দিন। সূক্ষ্ম সংঘর্ষ কেমন হয় ?

দাদাশ্রী : তোমার বাবার সাথে যা কিছু হয় , তা সবই সূক্ষ্ম সংঘর্ষ ।

প্রশ্নকর্তা : মানে কাকে বলে ?

দাদাশ্রী : সেখানে মারপিট করো কি ?

প্রশ্নকর্তা : না ।

দাদাশ্রী : সেটাই সূক্ষ্ম সংঘর্ষ ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে সূক্ষ্ম অর্থাৎ মানসিক ? বানী দিয়ে যা হয় সেটাও সূক্ষ্ম-তে যায় ?

দাদাশ্রী : সেটা স্থুল। যার খবর অন্য ব্যক্তি পায় না, যা চোখে দেখা যায় না, সে সমস্ত সূক্ষ্মতে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : এই সূক্ষ্ম সংঘাত কি করে বন্ধ করব ?

দাদাশ্রী : প্রথমে স্থুল, তারপরে সূক্ষ্ম তারপরে সূক্ষ্মতর আর শেষে সূক্ষ্মতম সংঘার্ত বন্ধ করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : সূক্ষ্মতর সংঘাত কাকে বলে ?

দাদাশ্রী : তুমি কাউকে মারছো আর সে জ্ঞানে থেকে দেখছে যে আমি শুদ্ধাত্মা, আর ব্যবস্থিত মারছে। এ সমস্ত দ্যাখে কিন্তু মন সাথে সাথে একটু দোষ-ও দ্যাখে , তো সেটা সূক্ষ্মতর সংঘাত ।

প্রশ্নকর্তা : ঠিক বুঝতে পারলাম না, আবার বলুন।

দাদাশ্রী : তুমি যে লোকের দোষ দেখছো , এটাই সূক্ষ্মতর সংঘর্ষ ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ অন্যের দোষ দেখা, এটাই সূক্ষ্মতর সংঘর্ষ ?

দাদাশ্রী : তা নয় , নিজে নিশ্চয় করেছো যে অন্যের মধ্যে যা দোষ আছে তা খেয়াল করতে নেই ; তবুও অন্যের দোষ দেখতে পেলে তা সূক্ষ্মতর সংঘর্ষ। এই দোষ তোমার চোখে পড়া দরকার, কারণ ও হলো শুদ্ধাত্মা, তাতে ওর দোষ দেখছো ?

প্রশ্নকর্তা : তো যে মানসিক সংঘর্ষ বললেন সেটা ?

দাদাশ্রী : সেগুলো তো সমস্ত সূক্ষ্মতে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

দাদাশ্রী : এ তো মনের উপরের স্তরের কথা ।

প্রশ্নকর্তা : মানসিক সংঘর্ষ আর যে দোষ . . .

দাদাশ্রী : সেটা মানসিক নয় ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ এই সূক্ষ্মতর সংঘর্ষ যখন হয় তখন তার সাথে সূক্ষ্ম সংঘর্ষও হয়, না কি ?

দাদাশ্রী : এ আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই । সূক্ষ্ম আলাদা থাকে আর সূক্ষ্মতর আলাদা থাকে । সূক্ষ্মতর মানে তো শেষ কথা ।

প্রশ্নকর্তা : একবার সৎসঙ্গেই এরকম কথা বলেছিলেন যে চন্দুভাই-এর সাথে তন্ময়াকার হওয়াকেই সূক্ষ্মতম সংঘাত বলে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ , সূক্ষ্মতম সংঘাত ! একে বন্ধ করবে । ভুল করে তন্ময়াকার হয়ে যাওয়ার পরে খেয়াল হয় কি যে এই ভুল হয়ে গেছে ?

প্রশ্নকর্তা : এখন কেবল শুদ্ধাত্মানুভব ছাড়া এই জগতের আর কোন বিনাশী বস্তুর প্রয়োজন আমার নেই । তা সত্ত্বেও চন্দুভাই-এর তন্ময়াকার অবস্থা বারবার হয় । তাহলে এটা কি সূক্ষ্মতর সংঘার্ত ?

দাদাশ্রী : একে তো সূক্ষ্মতম বলা হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই সংঘর্ষ বন্ধ করার উপায় শুধু প্রতিক্রমণ , না অন্য কিছু আছে ?

দাদাশ্রী : দ্বিতীয় কোন অস্ত্রই নেই ।

প্রশ্নকর্তা ; কিন্তু দাদা , আমাকে প্রতিক্রমণ করতে হয় , একে আমার অহংকার বলবে না কি ?

দাদাশ্রী : না, প্রতিক্রমণ আমাদের করার নয় । সে চন্দুভাই-এর করার। শুদ্ধাত্মা তো শুধু জানে, শুদ্ধাত্মা তো দোষ করে না। সেইজন্যে তাকে করতে হবে না। কেবলমাত্র যে দোষ করেছে সেই চন্দুভাই প্রতিক্রমণ করবে। আর অতিক্রমণ থেকেই তো সংসার সৃষ্টি হয়েছে। অতিক্রমণ কে করেছে ? অহংকার আর বুদ্ধি দুজনে একসাথে মিলে করেছে ।

১১) পুরুষার্থ , প্রাকৃতিক দুর্গুন - এর সামনে . . .

রাগ ছাড়া তো কারোর জীবন কাটেই নি । যতদিন জ্ঞান পায় নি ততদিন রাগ আর দ্বেষ এই দুই করতেই থাকে । তৃতীয় কোন বস্তুই হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দাদা , দ্বেষ তো রাগ থেকেই জন্মায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এ তার ফল, কিন্তু এর পরিণাম । সন্তান অর্থাৎ এর পরিণাম ।

রাগ বেশী হলে যার ওপর রাগ করছো তা একসেস্ বেড়ে যায় , সেইজন্য পরে তার উপরে দ্বেষ হয় । কোন কিছু সীমার বাইরে গেলে আমাদের অপছন্দ হয়, আর অপছন্দের নামই দ্বেষ । বুঝতে পারলে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ , বুঝেছি ।

দাদাশ্রী : এ আমাদের বোঝা উচিৎ যে সমস্ত কিছু আমাদেরই রি-অ্যাকশন ! আমি কাউকে সম্মান দিয়ে ডাকলে আর আমার এরকম মনে হল যে ও মুখ ফুলিয়ে আছে ; তখন আমি বুঝব যে এটা রি-অ্যাকশন । তাহলে কি করবে ? প্রতিক্রমণ করবে । জগতে দ্বিতীয় কোন উপায় নেই । সেখানে জগতের লোকেরা কি করে ? ওর উপরে ফের মুখ ফোলায় ! অর্থাৎ যেমন ছিল তেমনটাই আবার খাড়া করে । আমরা শুদ্ধাত্মা হয়ে গেলাম, সেইজন্যে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, নিজের ভুল একসেপ্ট (স্বীকার) করেও কিন্তু ছেড়ে দেওয়া উচিৎ । আমি তো জ্ঞানীপুরুষ হয়েও সমস্ত ভুল অ্যাকসেপ্ট করে কেস ছেড়ে দিই ।

প্রশ্নকর্তা : ঈর্ষা যে হয় , তা যাতে না হয় তার জন্যে কি করবো ?

দাদাশ্রী : তার দুটো উপায় আছে । এক হল ঈর্ষা হয়ে যাওয়ার পরে পশ্চাতাপ আর দ্বিতীয় ঈর্ষা হয়ে যাচ্ছে , তুমি তা করছো না । গতজন্মে ঈর্ষার পরমানু ভরেছো তাকে যদি অ্যাকসেপ্ট না করো , এতে তন্ময়াকার না হও , তো ঈর্ষা দূর হবে । ঈর্ষা হয়ে গেলে পরে অনুশোচনা করে নিলে উত্তম ।

প্রশ্নকর্তা : সামনের ব্যক্তির উপর শঙ্কা করতে চাই না, তবুও শঙ্কা হয়ে গেলে তা কি করে দূর করবো ?

দাদাশ্রী : ওর শুদ্ধাত্মাকে মনে করে ক্ষমা চাইবে , এর প্রতিক্রমণ করবে । এ তো আগে ভুল করেছিলে সেইজন্যে শঙ্কা হচ্ছে ।

জঙ্গলে গেলে তখন লৌকিক জ্ঞানের আধারে মনে বিচার আসে যে , লুটেরা

আসে তো ? অথবা বাঘ এলে কি হবে ? এরকম বিচার এলে সেই মুহুর্তেই প্রতিক্রমণ করে নেবে । শঙ্কা হলো অর্থাৎ গন্ডগোল হল , শঙ্কা আসতেই দেবে না । কোন মানুষের প্রতি কোনরকম শঙ্কা আসলেই প্রতিক্রমণ করবে । শঙ্কা-ই দুঃখদায়ী ।

শঙ্কা হলে প্রতিক্রমণ করিয়ে নেবে । আর আমি এই ব্রহ্মান্ডের মালিক আমার কেন শঙ্কা হবে ? মানুষ হয়েছো তাই শঙ্কা তো হবে । কিন্তু ভুল হলো সেইজন্যে নগদ প্রতিক্রমণ করে নেবে ।

যার প্রতি শঙ্কা হয়েছে তার প্রতিক্রমণ করে নেবে । নয়তো শঙ্কা তোমাকে খেয়ে ফেলবে ।

কারোর প্রতি যদি উল্টো-পাল্টা বিচার এতটুকুও আসে তো সাথে সাথে ধুয়ে নেবে । এই বিচার যদি কিছুক্ষণ-এর জন্যে থেকে যায় তো সেই ব্যক্তির কাছে পৌছে যায় আর অঙ্কুরিত হয় । চার ঘন্টা, বারো ঘন্টা বা দুদিনের মধ্যে প্রভাব পড়ে । তাই স্পন্দনের প্রবাহ তার দিকে না যায় তা দেখতে হবে ।

যদি কোন কাজের জন্য অনুশোচনা করো তাহলে সেই কাজের ফল বারো-আনা নষ্ট হয়েই যায় । পরে যেমন পুড়ে যাওয়া দড়ি হয় না, তার মতো ফল দেয় । সেই পুড়ে যাওয়া দড়িতে সামনের জন্মে হাত ছোয়ালেই তা ঝরে পড়ে । কোন ক্রিয়া-ই এমনি-এমনি ব্যর্থ তো হয়-ই না। প্রতিক্রমণ করলে এই দড়ি পুড়ে যায় । কিন্তু তার ডিজাইন যেমনকার তেমন থাকবে । তাহলে সামনের জন্মে কি করতে হবে ? শুধুমাত্র ঝাড়লেই ঝরে যাবে ।

১২) নেশা ছুটে, জ্ঞানীর পদ্ধতিতে . . .

প্রশ্নকর্তা : আমার সিগারেট খাওয়ার খারাপ অভ্যেস হয়ে গেছে ।

দাদাশ্রী : এর জন্যে মনের মধ্যে এই ভাব রাখো যে, ‘এটা ভুল, খারাপ কাজ।’ আর কেউ যদি বলে যে, ‘সিগারেট কেন খাচ্ছো ?’ তো এর পক্ষ নেবে না ; এটা খারাপ এমন-ই বলবে। ভাই, আমার এটা দুর্বলতা, এরকম বলবে। তাহলেই কোন দিন ছাড়তে পারবে , নয়তো এ ছাড়বে না।

আমিও প্রতিক্রমণ করি । অভিপ্রায় থেকে মুক্ত হওয়া চাই । অভিপ্রায় থেকে গেলে অসুবিধা আছে ।

প্রতিক্রমণ করলে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম বস্তু পেয়ে গেল। অর্থাৎ এটা টেকনিক্যাল। সায়েন্টিফিক্যালি এর দরকার নেই। কিন্তু টেকনিক্যালি দরকার আছে।

প্রশ্নকর্তা : সায়েন্টিফিক্যালি কি ভাবে ?

দাদাশ্রী : সায়েন্টিফিক্যালি এটা ডিসচার্জ, তাহলে এর দরকার-ই বা কি? কারণ তুমি আলাদা আর ও আলাদা । কিন্তু লোকেদের এতো বেশি শক্তি নেই ! প্রতিক্রমণ না করলে আগের অভ্যাস থেকে যায়। আর তুমি প্রতিক্রমণ করো অর্থাৎ অভিপ্রায় থেকে আলাদা হলে , এ কথা খাঁটি তো ?

যতটা অভিপ্রায় থাকে ততটাই মন থেকে যায়; কারণ মন অভিপ্রায় থেকেই তৈরী হয় ।

আমি বলছি যে এখন নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছো তাতে আমার আপত্তি নেই । কিন্তু যে নেশা হয়ে গেছে , তার জন্য ভগবানের কাছে প্রতিক্রমণ করো যে, ‘হে ভগবান ! মদ খাওয়া অনুচিৎ কাজ তবুও খাচ্ছি । তার জন্য ক্ষমা চাইছি । আর যাতে না খেতে হয় তার জন্য শক্তি দাও।’ এতটুকু-ই করো বাপধন । অথচ লোকেরা তো আপত্তি জানায় যে কেন তুমি মদ খাও ? আরে, তুমি একে আরো বেশি খারাপ করছো; এর অহিত করছো । আমি বলছি যে তুমি যত ভয়ঙ্কর কু-কর্ম করে-ই আসো না কেন , এই পদ্ধতিতে প্রতিক্রমণ করো ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি সকালে চা খেতে খেতে বললেন যে আমি প্রত্যাখান করার পরে চা খাই ।

দাদাশ্রী : ওহো ! হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা : এর-ই কথা বলছি ।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ 'চা' তো আমি খাই না । তা সত্ত্বেও খাওয়ার সংযোগ এসে যাচ্ছে আর অনিবার্যরূপে হয়ে যাচ্ছে , তখন কি করতে হবে ? যদি প্রত্যাখান না করে খেয়ে নিই তো এ লেগে থাকবে। এইজন্যে তেল লাগিয়ে রঙ্গীন জল ঢালবে ; হ্যাঁ তেল লাগিয়ে। প্রত্যাখানরূপী তেল লাগিয়ে আমি সবুজ রঙের জল ঢালি কিন্তু অন্তরে কিছু লেগে যায় না । সেইজন্যে প্রত্যাখান করে তারপরে আমি চা খাই !

এটুকু-ই বুঝে নেওয়ার যে সমস্ত কিছু প্রত্যাখান করে করো। প্রতিক্রমণ তো যখন অতিক্রমণ হয় তখন করবে। চা খাওয়াকে অতিক্রমণ বলে না। চা অনিবার্য খেতে হয়। এ অতিক্রমণ নয়। প্রত্যাখান না করো তো , তেল না লাগাও তো কিছুটা লেগে থাকে। এখন তেল লাগিয়ে সবকিছু করো না !

আমার অশাতা (কষ্ট) কম হয়। আমার দ্যাখো , মাসের পর মাস এমন এলো যে দাদার অ্যাক্সিডেন্টের সময় এসে গেল। তারপরে তো এমন হলো যে প্রদীপ নিভে যায় এরকম অবস্থা।

প্রশ্নকর্তা : এরকম কিছু হওয়ার নয় দাদা !

দাদাশ্রী : না, এমন নয়। 'হীরাবা'(দাদাজীর ধর্মপত্নী) চলে গেল তো 'এ'(এ.এম.প্যাটেল) কি যাবে না ? এ কোন ধরনের বেদনীয় কর্ম এলো ?

প্রশ্নকর্তা : অশাতা বেদনীয় ।

দাদাশ্রী : লোকেরা ভাবে যে আমার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না, তীর্থঙ্করদের-ও স্পর্শ করে না। আমার হীরাবা চলে যাওয়ার-ও দুঃখ নেই। আমার তো কোন অনুভূতিই হয় না। লোকের এরকম মনে হয় যে আমার বেদনীয় কর্ম এসেছে, অশাতা বেদনীয় এসেছে। কিন্তু আমাকে তো এক মিনিট, এক সেকেন্ড ও অশাতা স্পর্শ করেনি বিগত কুড়ি বছরে ! এই বিজ্ঞানই আমি তোমাকে দিয়েছি। এতে যদি তুমি কাঁচা থাকো তো লোকসান তোমার । বোধ থাকলে কাঁচা থাকবে না কি কখনও ?

প্রশ্নকর্তা : 'দাদা ভগবান' কে বেদনীয় কর্ম স্পর্শ করে না, অম্বালালভাইকে তো স্পর্শ করে ?

দাদাশ্রী : না, কাউকেই স্পর্শ করে না। এই বিজ্ঞান এরকমই । স্পর্শ করলে তো পাগলই হয়ে যেত না ? এ তো না বোঝার কারণে দুঃখ হয়। বোধ থাকলে এই ফাইলকেও স্পর্শ করে না। কাউকেই করে না। দুঃখ যা তা না বোঝার কারণে। এই জ্ঞান যদি ঠিকমতো বুঝে নেওয়া যায় তো দুঃখ হয়ই বা কি করে ? অশাতাও হয় না, আর শাতাও (সুখ) হয় না ।

১৩) মুক্তি , আর্ত-রৌদ্রধ্যান থেকে

প্রশ্নকর্তা : বলা হয় যে আর্তধ্যান আর রৌদ্রধ্যান নিরন্তর হয়েই চলেছে। তো আর্তধ্যান কাকে বলে আর রৌদ্রধ্যান কাকে বলে এটা একটু স্পষ্টভাবে বোঝান ।

দাদাশ্রী : আর্তধ্যান যা, তা শুধু নিজের-ই। কাউকে এর মধ্যে আনে না ; কারোর ওপর গুলি চালায় না। এইভাবে সামলে চলে আর স্বয়ং নিজের মধ্যে দুঃখ ডেকে নেয়। কারোর ওপর গুলি চালালে তা রৌদ্রধ্যান।

আর্তধ্যান তো তাকে বলে যখন 'স্বয়ং'-এর জ্ঞান নেই আর 'আমি চন্দুলাল' এরকম হয়ে যায় , আর আমার এমনি হচ্ছে অথবা এরকম হলে কি হবে ? মেয়েদের বিয়ে কি তুমি দাও ? চব্বিশ বছরের হলে তখন বিয়ে দেবে। এ তো পাঁচ বছরের হলে

তখন থেকেই চিন্তা করতে থাকে। একে আর্তধ্যান করা বলে। বুঝতে পারলে ?

নিজের জন্যে উল্টো বিচার করা, উল্টো কাজ করা, নিজের গাড়ি চলবে কি চলবে না, যদি অসুস্থ হই আর মরে যাই তো কি হবে ? এ সমস্ত কিছুকে আর্তধ্যান বলা হয়।

রৌদ্রধ্যান তো তুমি অন্যের সম্পর্কে কল্পনা করো যে এ আমার লোকসান করছে ; এ সবকিছুকে রৌদ্রধ্যান বলে ।

আর অন্যের কারণে বিচার কর, অন্যের কিছু না কিছু ক্ষতি হোক এরকম বিচার কর তো তাকে রৌদ্রধ্যান বলে । মনে বিচার আসে যে কাপড় টেনে টেনে মাপ করে দেই । তো টেনে নিয়ে দেবে এরকম বললে সেই সময় থেকেই গ্রাহকের হাতে কাপড় কম যাবে । এরকম কল্পনা করলে আর এর থেকে বেশি করে পয়সা নিয়ে নিতে হবে এরকম কল্পনা করলে তাকে রৌদ্রধ্যান বলে। অন্যের লোকসান করার খেয়ালকেই রৌদ্রধ্যান বলে ।

হয়তো ভয়ঙ্কর রৌদ্রধ্যান করেছো কিন্তু প্রতিক্রমণ করলে তা আর্তধ্যানে পরিণত হয়ে যায়। দুজনে একই ধরনের রৌদ্রধ্যান করলো। দুজনেই বললো যে অমুক জনকে মেরে ফেলবো। এরকম দুজনেই মারবার ভাব করলো। একে রৌদ্রধ্যান বলে। কিন্তু একজনের ঘরে গিয়ে অনুশোচনা হয় যে আমি এরকম ভাব কেন করলাম ? সেক্ষেত্রে এটা আর্তধ্যানে গেল আর অন্যজনের রৌদ্রধ্যান-ই থেকে গেল।

সেইজন্য অনুশোচনা করলে রৌদ্রধ্যান-ও আর্তধ্যানে পরিণত হয়ে যায় । অনুশোচনা করলে নরকগতি বন্ধ হয়ে তির্য্যগগতি প্রাপ্ত হয়, আর খুব বেশি অনুশোচনা করে তো ধর্মধ্যান হয় । এক বার অনুশোচনা করলে আর্তধ্যান হয় আর বার বার পশ্চাতাপ করতেই থাকে তো ধর্মধ্যান হয়ে যায় । অর্থাৎ ক্রিয়া একই কিন্তু ধ্যানের পরিবর্তন হতে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : আমি ‘স্বয়ং’ কে আলাদা রেখে প্রতিক্রমণ করাই , তো একে কি

বলে ?

দাদাশ্রী : দ্যাখো , আমরা তুমি শুদ্ধাত্মা হয়ে গেলাম কিন্তু এই পুদগলকেও মুক্ত করতে হবে তো ? অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত একে দিয়ে প্রতিক্রমণ না করাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পুদ্গলকে ধর্মধ্যানে রাখবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তি পাবে না। পুদ্গলের শুক্লধ্যান হয় না বলে তাকে ধর্মধ্যানে রাখো। সেজন্য প্রতিক্রমণ করাতে-ই থাকবে। যতক্ষণ আর্তধ্যান হচ্ছে ততক্ষণ প্রতিক্রমণ করাবে।

আর্তধ্যান যে হয় তা পূর্বজন্মের অজ্ঞানতার কারণে । অর্থাৎ হয়ে যায়। তো তুমি একে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে।

প্রশ্নকর্তা : যদি অন্যের দোষ দেখি তাতে আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ । অন্যের দোষ দেখার কর্ম সাথে নিয়ে এসেছো, তাই দ্যাখো। কিন্তু তবুও 'এ' স্বয়ং দোষী নয় । একে প্রতিক্রমণ করতে হবে যে এরকম কেন হচ্ছে ? এরকম না হওয়াই উচিৎ । ব্যস এইটুকু-ই শুধু । এ যেমন জিনিষ ভরে এনেছে সেরকমই সব বেরোবে। একে আমি আমার সরল ভাষাতে 'ভরে আনা মাল' বলি।

ধরো, রাতে সাত-আটজন এসে 'চন্দুভাই আছ কি' ? বলে ডাকাডাকি করছে ; তখন রাত সাড়ে-এগারোটা বেজে গেছে তো তুমি কি বলবে ? তোমার গ্রাম থেকে এসেছে , এদের মধ্যে দু-একজন তোমার পরিচিত আর বাকিরা তাদের পরিচিত। এরকম দশ-বারোজন মানুষের দল এসে ডাকাডাকি করছে সাড়ে-এগারোটার সময় তো তুমি তাদের কি বলবে ? দরজা খুলবে কি খুলবে না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ , খুলবো ।

দাদাশ্রী : ফের এদের কি বলবে ? ফিরে যাও এরকম বলবে ?

প্রশ্নকর্তা : না , না , ফিরে যাও কি করে বলব ?

দাদাশ্রী : তো কি বলবে ?

প্রশ্নকর্তা : ভিতরে ডাকবো , বলবো 'ভিতরে এসো'।

দাদাশ্রী : 'আসুন, আসুন, বসুন' ! আমাদের তো সংস্কার আছে না ? সেইজন্যে আসুন, বসুন বলো, সবাইকে সোফার উপর বসাও। ছেলে সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে তো তাকে তুলে অন্যত্র নিয়ে যাও। সোফাতে বসাও কিন্তু এরকম মনে হয় যে 'এখন এরা কোথা থেকে এল' ?

এখন এ আর্তধ্যান নয়, রৌদ্রধ্যান হয়ে গেল । সামনের ব্যক্তির প্রতি খারাপ ভাব করছো। আর্তধ্যানে তো নিজে স্বয়ং-ই কষ্ট ভোগ করে। আর এ'তো পরের ঝঞ্ঝাট নিজের উপর নিয়ে পরকে ব্লেম (দোষারোপ) করছো যে 'এখন কোথা থেকে' ?

তবুও তুমি কি বলবে ? আমাদের সংস্কার তো তোমাকে ছাড়বে না ! আস্তে আস্তে বলো, 'একটু... , একটু... , একটু... ,' কিন্তু কি ? তখন বলো যে, 'একটু চা ...,' কিন্তু তাদের এমন মানসিকতা যে পরিষ্কার বলে দিল, 'চন্দুভাই, চা এখন থাক ; এখন যদি খিচুড়ী বানিয়ে দাও তো অনেক হল।' তখন তোমার স্ত্রীর কি অবস্থা হবে ! রান্নাঘরে কি হবে ?

এখন ভগবানের আজ্ঞা কি ? যাকে মোক্ষে যেতে হবে তাকে কি করতে হবে ? এখন কোথা থেকে এলো এরকম ভাব মানুষের হয়েই যায় , এখন তো এই কলিকালের প্রভাব এমন, বাতাবরণ এমন সেইজন্য এরকম হয়ে যায়। উদার মনের মানুষ হলেও হয় ।

এখন তুমি অন্তরে কেন এরকম চিত্রন করছো ? বাইরে ভালো করছো আর অন্তরে উল্টো চিত্র আঁকছো অর্থাৎ এই যে তুমি একে ভালভাবে আপ্যায়ন করছো তা পূর্বজন্মের ফল ভোগ করছো আর সামনের জন্মের জন্য নতুন কর্ম বাঁধছো। অন্তরে এখন কোথা থেকে এল, এই চিন্তা করে উল্টো কর্ম বাঁধছো।

সেইজন্যে পরে ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলবে যে, 'হে ভগবান, আমার ভুল হয়ে গেছে, এই বাতাবরণের প্রভাবে বলে ফেলেছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা এরকম নয়। এরা ভালো থাকুন।' এমনি করে যদি তুমি মুছে ফ্যালো তো তাকে তোমার পুরষার্থ বলে ।

এরকম হয় তো ঠিকই । এ'তো সংযমী লোকেদেরও হয়। এই কাল-ই এমন বিচিত্র। কিন্তু তুমি যদি পরিষ্কার করে ফ্যালো তো সেরকম ফল পাবে ।

প্রশ্নকর্তা : সাধারণতঃ এক ঘন্টাতেই পাঁচ-পঁচিশটা অতিক্রমণ তো হয়ে যায় ।

দাদাশ্রী : এগুলো একসাথে করে করবে। সামূহিকও করা যায়। এই সমস্ত প্রতিক্রমণ সামূহিক করছি , এরকম বলবে।

প্রশ্নকর্তা : সে কেমনভাবে করবো ? কি বলবো ?

দাদাশ্রী : এইসব অনেক অতিক্রমণ হয়ে গেছে সেইজন্য সবকিছুর সম্মিলিত (সামূহিক) প্রতিক্রমণ করছি । দোষের উল্লেখ করে বলবে এই সমস্ত দোষের সম্মিলিত প্রতিক্রমণ করছি । এরকম বললে সমাধান হয়ে যাবে । আর তা সত্ত্বেও যদি কিছু বাকি থেকে যায় তো তাও ধুয়ে দেবে। পরে ধোবে। কিন্তু এটা নিয়েই সময় নষ্ট করবে না। বসে থাকলে অন্য সব পুরোপুরি থেকে যাবে। ঘাবড়ানোর দরকার নেই।

১৪) . . . বের করে কষায়-এর কুঠরি থেকে

প্রশ্নকর্তা : কারোর ওপর খুব ক্রোধ হয়ে গেল , বকাবকি করার পরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এইভাবে বলার জন্য ভিতরে খুব জ্বলন হয় , তো এক্ষেত্রে এক-এর বেশি প্রতিক্রমণ করতে হবে কি ?

দাদাশ্রী : দু-তিনবার হৃদয় থেকে করলে আর একদম সঠিক রীতিতে করলে হয়ে যাবে। 'হে দাদা ভগবান ! ভীষণ ঝামেলা হয়ে গেছে ; অত্যন্ত ক্রোধ হয়ে গেছে।

সামনের ব্যক্তি কতটা দুঃখ পেয়েছে ? আপনাকে সাক্ষী রেখে তার কাছে ক্ষমা চাইছি, জবরদস্ত ক্ষমা চাইছি।'

প্রশ্নকর্তা : কারোর সাথে খুব কথা কাটাকাটি হলে তা মনে লম্বা ভেদ ফেলে দেয়। আর কারোর জন্য দু-একবার তো অন্য কারোর জন্য তিন-চারবার প্রতিক্রমণ - এরকম বেশি বার করতে হবে, কি একবার করলে সব হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : যেটুকু হবে, সেটুকুই করবে। তার পরে শেষকালে সম্মিলিত প্রতিক্রমণ করে নেবে। আর একসাথে অনেক প্রতিক্রমণ একত্র হয়ে গেলে সামূহিক প্রতিক্রমণ করবে যে এতসব কর্মের প্রতিক্রমণ আমার দ্বারা হচ্ছে না। এ সমস্ত কিছুর সম্মিলিত প্রতিক্রমণ করছি। দাদা ভগবানকে বলে দিলে তা পৌঁছে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : আমি সামনের ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ করছি আর তৎক্ষনাৎ প্রতিক্রমণ করে নিচ্ছি, কিন্তু সামনের ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধের প্রভাব সাথে সাথেই মুছে যাবে কি ?

দাদাশ্রী : মুছে যায় কি না যায় তা আমাদের দেখার নয় । আমরা শুধু নিজের কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার থাকবো । তোমার অন্তরে পছন্দ নয়, তবুও তো হয়ে যাচ্ছে ?!

প্রশ্নকর্তা : ক্রোধ হয়ে যাচ্ছে ।

দাদাশ্রী : সেইজন্যে আমরা এটা দেখবে না , প্রতিক্রমণ করবো । আমরা বলবো যে, 'চন্দুভাই প্রতিক্রমণ করো'। যেমন কাপড় নষ্ট করেছে তেমন ধোবে । খুব ঝামেলার মধ্যে যাবে না ; নয়তো আবার আমাদের-ই নষ্ট হয় যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : যখন নিন্দা করি তখন তো এর জাগৃতি থাকে না। নিন্দা হয়ে যায় অথবা ক্রোধ আসে, সেই সময় নিন্দা হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : একেই কষায় বলে, কষায় অর্থাৎ অন্যের বশীভূত হয়ে যাওয়া । সেই

সময় এ বলে, কিন্তু স্বয়ং জানে যে এটা খারাপ হচ্ছে। অনেক সময়ে বুঝতে পারে আবার অনেক সময় কিছুই বুঝতে পারে না। এমনি এমনিই চলে যায়। কিছু সময় পরে বুঝতে পারে । মানে যখন ঘটনা ঘটছে সেই সময় ‘স্বয়ং’ জানতো ।

প্রশ্নকর্তা : আমার অফিসে তিন-চারজন সেক্রেটারি আছে। তাদেরকে কিভাবে কি করতে হবে তা দ’ুবার, চারবার, পাঁচবার বলার পরেও তারা এক-ই ভুল করে রাখে। তখন ক্রোধ হয় তো সে সময় কি করবো ?

দাদাশ্রী : তুমি তো শুদ্ধাত্মা হয়ে গেছ , এখন তোমার কোথায় ক্রোধ হচ্ছে ? ক্রোধ তো চন্দুলালের হচ্ছে। চন্দুলালকে তুমি পরে বলবে, এখন দাদাকে পেয়েছো ক্রোধ একটু কম করো না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই সেক্রেটারিরা একটুও শুধরায় না। তাহলে কি করবো ? কিছু তো বলতে হয়, না হলে এরা তো একই ভুল করতেই থাকবে। এরা ঠিকমতো কাজ করে না।

দাদাশ্রী : তো আমরা ‘চন্দুভাই’-কে বলব এদেরকে ধমকাও । তুমি এ’কে বলবে যে সমতায় থেকে ধমকাও । নাটকীয়ভাবে বলবে যে এরকম করলে তোমাদের সার্ভিস থাকবে কি করে ? এরকম সব বলবে ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সেই সময় এদের দুঃখ হয় , আর আপনি বলেছেন যে অন্যকে দুঃখ দেবে না ।

দাদাশ্রী : দুঃখ হবে না । যদি তুমি নাটকীয়ভাবে বলো তো এরা দুঃখ পাবে না, শুধু এদের মনে জাগৃতি আসে, মানসিকতা বদলায় । এ দুঃখ দেয় না । দুঃখ কখন লাগবে ? আমাদের হেতু যদি হয় তো দুঃখ উৎপন্ন হয় । আমাদের হেতু যদি দুঃখ দেওয়ার হয় আর এরকম হয় যে এদের সোজা করব তাহলে এদের দুঃখ হয়।

ক্রোধের জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকো তো তাহলে ক্রোধ পরিষ্কার হয়ে চলে যাবে। এই

পরমানু পরিষ্কার হয়ে চলে যায়। এটুকুই তোমার কর্তব্য।

প্রশ্নকর্তা : ক্রোধ করার পরে প্রতিক্রমণ করি তো তাকে কি পুরুষার্থ বলে না পরাক্রম বলে ?

দাদাশ্রী : একে পুরুষার্থ বলে, পরাক্রম বলে না।

প্রশ্নকর্তা : তো পরাক্রম কাকে বলে ?

দাদাশ্রী : পরাক্রম তো পুরুষার্থ-র উপরের ব্যাপার। আর এ' তো পরাক্রম নয়। এ তো জ্বলন হচ্ছে , তাতে ওষুধ লাগালে। এর মধ্যে পরাক্রম কোথায় ? সে সবাইকে জানে আর এই যে জানে তাকেও জানে তার নাম পরাক্রম । আর প্রতিক্রমণ করে তার নাম পুরুষার্থ । প্রতিক্রমণ করতে করতে শেষে সমস্ত শব্দের জঞ্জাল কমতে থাকে, অন্য সব কিছু কম হতে থাকে আপনা থেকেই। নিয়মপূর্বক-ই কম হতে থাকে। সমস্ত কিছু প্রাকৃতিক রূপে বন্ধ হয়ে যায় । প্রথমে অহংকার যায় পরে অন্য সব কিছু যায় । নিজের নিজের ঘরে চলে যায় সবাই। আর অন্তরে শীতলতা আসে । এখন অন্তরে শীতলতা আছে কি ?

প্রতিক্রমণ দিয়ে সমস্ত কর্ম মুছে যায় । কর্তার অনুপস্থিতির কারণে সব মুছে যায়। কর্তার অনুপস্থিতিতে এই ফল তুমি ভোগ করছো । কর্তার অনুপস্থিতিতে ভোক্তা হচ্ছো সেইজন্য মুছে যায় আর জগতের লোকেরা কর্তার উুপস্থিতিতে ভোক্তা হয় সেইজন্য প্রতিক্রমণ করলে একটু কম হয়, কিন্তু পুরোপুরি মিটে যায় না । ফল না দিয়ে যায় না আর তোমার তো এই কর্ম মুছেই যায় ।

কারো দোষ যদি দেখতে না পাও তো জানবে যে এ সর্ববিরতি পদ এসেছে, সংসারে থাকা সত্ত্বেও ! এই অক্রম-বিজ্ঞানের সর্ববিরতি পদ অন্য ধরনের। সংসারে থেকে, গন্ধ দ্রব্য মেখে, মাথায় তেল লাগিয়ে, কানে আতর লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তবুও এ কারোর দোষ দেখে না ।

বীতদ্বেষ (দ্বেষরহিত) হলে তাকে একাবতারী বলা হয়। এই বীতদ্বেষে

কাঁচা থাকলে দু-চার জন্ম হয়।

১৫) ভাব অহিংসার রাস্তায় . . .

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষে যাওয়ার আগে কোনো অন্য ধরনের জীবের সাথে লেন-দেন হয়ে থাকলে, আমি যদি বার-বার এর প্রতিক্রমণ করতে থাকি তো এ মুক্তি দেবে কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এ কিভাবে বলবো ?

দাদাশ্রী : আমার দ্বারা যে যে জীবের কোনরকম দুঃখ হয়েছে, তারা সবাই আমাকে ক্ষমা করে দাও ।

প্রশ্নকর্তা : জীবমাত্র ?

দাদাশ্রী : জীবমাত্রের প্রতি ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ এতে বায়ুকায় , তেজোকায় সমস্ত জীব এসে যায় ।

দাদাশ্রী : এই সমস্ত বলছো সেইজন্যে এতে সমস্তই এসে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : কোন জীবের যদি অজান্তে হিংসা হয়ে যায় তো কি করবো ?

দাদাশ্রী : অজান্তে হিংসা হয়েছে কিন্তু বুঝতে পারলে আমাদেরকে তৎক্ষনাৎ অনুশোচনা করতে হবে যে এরকম যেন না হয়। এরকম আর না হয় তার জাগৃতি রাখবো । আমরা উদ্দেশ্য এরকম রাখবো । ভগবান বলে গেছেন, কাউকে হত্যা করবো না এরকম দৃঢ় ভাব আঁকড়ে রাখবে। কোন জীবকে সহজে দুঃখ দেব না, এরকম ভাবনা রোজ পাঁচবার করবে। মন-বচন-কায়া থেকে কোন জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয়,

সকালে এরকম পাঁচবার বলে তারপরে সংসারের কাজ শুরু করবে। তাহলে জবাবদারী কম হয়ে যাবে। কারণ শুধু ভাবনা করার-ই অধিকার আছে, অন্য কিছু অধিকার নেই।

প্রশ্নকর্তা : ভুল থেকে হয়ে গেছে কিন্তু তা হলেও তো পাপ হবে ?

দাদাশ্রী : ভুল করে জ্বলন্ত কয়লায় হাত দিলে কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : পুড়ে যাবে ।

দাদাশ্রী : এই ছোটো বাচ্চাকে কি পোড়াবে ?

প্রশ্নকর্তা : পোড়াবে ।

দাদাশ্রী : একেও পোড়াবে ? অর্থাৎ কিছুই ছাড়বে না। না জেনে করো কি জেনে করো কিছুই ছাড়বে না।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান নেওয়ার পরে কোন মহাত্মাকে যদি রাতে মশা কামড়ায় আর উঠে মশা মারে তো তাকে কি বলবে ?

দাদাশ্রী : এ ভাব খারাপ করেছে বলবে। একে জ্ঞানের জাগৃতি বলবে না ।

প্রশ্নকর্তা : একে কি হিংসকভাব বলবে ?

দাদাশ্রী : হিংসকভাব তো কিন্তু যেটা হওয়ার ছিল সেটা হয়ে গেল বলবে । পরে যদি প্রতিক্রমণ করে তো ধুয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : পরে এরকম দ্বিতীয় দিনও আবার করে তো ?

দাদাশ্রী : আরে, একশোবার করলেও প্রতিক্রমণ দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায় ।

মেরে ফেলবো এরকম বিচারই করবে না। কোন বস্তু যদি পছন্দ না হয় তো বাইরে রেখে আসবে। তীর্থঙ্কর-রা 'মার' শব্দের ব্যবহার বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'মার' শব্দ উচ্চারণ-ই করবে না, বলেছিলেন। 'মার' কথাটা বিপজ্জনক শব্দ। এত বেশী হিংসক যে সমস্ত পরমানু হিংসক হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : ভাবহিংসা আর দ্রব্যহিংসার ফল কি এক-ই প্রকারের হয় ?

দাদাশ্রী : ভাবহিংসায় অন্যের উপর ফটো (ছবি) পড়ে না। আর সিনেমার মত এই যে সিনেমা চলছে ,তা আমরা দেখছি - এ সমস্তই দ্রব্যহিংসা। ভাবহিংসা তো সূক্ষ্ম হয় ; আর দ্রব্যহিংসা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। মন-বচন-কায়া দিয়ে জগতে যা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তা সবই দ্রব্যহিংসা। তুমি বলো যে জীবদের বাঁচানো উচিৎ ; পরে তারা বাঁচে কি না বাঁচে তার দায় তোমার নয়। তুমি বলো যে এই জীবদের বাঁচানো উচিৎ। এটুকুই তোমার করার ; পরে যদি হিংসা হয়ে যায় তো তার জবাবদারী তোমার নয়। হিংসা হয়ে গেলে এর জন্য অনুশোচনা , এর প্রতিক্রমণ করবে , তাহলে সমস্ত জবাবদারী শেষ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার বইতে পড়েছি যে 'মন-বচন-কায়া থেকে কোনো জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয়।' কিন্তু আমি তো কৃষক , তামাকের ফসল পাকার সময়ে আমাকে প্রত্যেকটি গাছের ডগা অর্থাৎ এর গলা কেটে ফেলতে হয়। তাতে এদের দুঃখ তো হয় ? এর পাপ তো হয়-ই ? এরকম লাখো গাছের গলা পিষে দিয়েছি। এই পাপের নিবারণ কি ভাবে করবো ?

দাদাশ্রী : এ'তো মনের মধ্যে এরকম ভাব হওয়া উচিৎ যে, হায়, এমন কাজ আমার ভাগ্যে কোথা থেকে এলো ? ব্যস্ , এটুকুই। গাছের ডগা কাটবে কিন্তু এরকম কাজ কি করে ভাগ্যে এলো - এই অনুশোচনা যেন মনে আসে। এ করা উচিৎ নয় , এরকম মনে হলেই যথেষ্ট ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই পাপ তো হতেই থাকবে ?

দাদাশ্রী : এ’ তো হবে। সে দেখতে হবে না ; এটা তোমাকে দেখতে হবে না। পাপ হচ্ছে তা দেখবে না। এটা না হলেই ভালো এরকম প্রতিজ্ঞা তোমাকে করতে হবে, নিশ্চয় করতে হবে । এরকম ব্যবসায় কেন পেলে ? অন্য ভাল কিছু পেলে তো তুমি এ কাজ করতে না । আগে তো অনুশোচনা হতো না। যতদিন পর্য্যন্ত এ জানতে না ততদিন তো অনুশোচনা হয় নি। খুশী হয়েই গাছ তুলে ফেলতে। বুঝতে পারছ তো ? আমার কথা শুনে চলো , তোমার সমস্ত জবাবদারী আমার। গাছ তুলে ফেলো তাতে আপত্তি নেই । অনুশোচনা হওয়া চাই যে এ কাজ আমার ভাগে কেন এলো ?

কৃষিকাজে পোকামাকড় যে মারা হয় তার দোষ তো লাগে ? সেইজন্য কৃষকদের প্রতিদিন পাঁচ-দশ মিনিট ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে, এই দোষ হয়ে গেছে, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি । কৃষক হলে তাকে বলি, তুমি যে কাজ করছো তাতে জীবহত্যা হচ্ছে । এইভাবে তার প্রতিক্রমণ করো। তুমি যে দোষ করছ তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি এইরকম ভাবে এর প্রতিক্রমণ করো ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি ওই বাক্যটা যে বলেছিলেন, যে মন-বচন-কায়া দিয়ে কোনো জীবমাত্রের যেন দুঃখ না হয় ; এইটুকু যদি সকালে বলি তো হবে না কি হবে না ?

দাদাশ্রী : এ পাঁচবার বলবে । কিন্তু এ এমনভাবে বলতে হবে যে টাকা গোনার সময়ে যেরকম স্থিতি থাকে, সেরকমভাবে বলবে । টাকা গোনার সময়ে যেরকম চিত্ত হয়, যেরকম অন্তঃকরণ হয়, বলার সময় সেরকম রাখা দরকার ।

১৬) কঠিন শত্রুতার শোধ . . .

প্রশ্নকর্তা : আমি যদি প্রতিক্রমণ না করি, তাহলে কখনও তো সামনের ব্যক্তির কাছে শোধ করতে যেতে হবে ?

দাদাশ্রী : না, তাকে শোধ করতে হবে না। তুমি বাঁধা হয়ে থাকলে। সামনের ব্যক্তির সাথে তোমার কোনো লেনা-দেনা নেই ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমাকে শোধ করতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : তুমিই বাঁধা হয়ে আছ, সেইজন্য তোমাকে প্রতিক্রমণ করতে হবে । প্রতিক্রমণ থেকেই শেষ হয় । সেইজন্য তো তোমাকে এই অস্ত্র দিয়েছি, প্রতিক্রমণ !

প্রশ্নকর্তা : আমি প্রতিক্রমণ করছি আর শত্রুতাও ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু সামনের ব্যক্তি শত্রুতা রাখে তো ?

দাদাশ্রী : ভগবান মহাবীরের প্রতি কত লোকের তো অনুরাগও ছিল আবার দ্বেষও ছিল, তাতে মহাবীরের কি ? বীতরাগকে কিছুই স্পর্শ করে না । বীতরাগ অর্থাৎ শরীরে তেল না লাগিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাকী সবাই তো তেল লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত ধূলো তেল যারা লাগিয়েছে তাদের গায়ে লেগে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে শত্রুতা তৈরী হয়েছে, রাগ-দ্বেষ হয়েছে, এখন এতে আমি নিজে প্রতিক্রমণ করে ছাড়া পাব কিন্তু অন্য ব্যক্তি তো শত্রুতা ছাড়েনি, এ কি আবার সামনের জন্মে এসে রাগ-দ্বেষের হিসাব পুরো করবে ? কারণ এ'তো এই শত্রুতা চালুই রেখেছে !

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণে এই শত্রুতা কম হয়ে যাবে । একবারে পেঁয়াজের এক পরত যাবে , দ্বিতীয়বারে দ্বিতীয় পরত , এমনিভাবে যত পরত হয় এর ততটা যায় । বুঝতে পারলে ?

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করার সময়ে যদি অতিক্রমন হয়ে যায় তো সেই সময়ে কি করবো ?

দাদাশ্রী : কিছুক্ষণ পরে করবে । তুমি পট্‌কা নেভাতে গেলে তখন যদি একটা পট্‌কা আবার ফাটে তাহলে ফিরে আসবে । কিছুক্ষণ পরে গিয়ে নেভাবে । এতো পটকা ফাটতেই থাকবে । এরই নাম সংসার ।

কেউ বাঁকা চলে, অপমান করে, তবুও আমি রক্ষণ দিই । এক ভাই আমার বিরোধী হয়ে গিয়েছিল । আমি সবাই-কে বলেছিলাম যে এক অক্ষর-ও উল্টো বিচার করবে না। আর উল্টো বিচার এলে প্রতিক্রমণ করো । এ মানুষ ভালো কিন্তু এই লোকেরা কার অধীন ? এরা কষায়ের অধীন । আত্মার অধীন এরা নয় । আত্মার অধীন যদি থাকতো তো এরকম মুখের উপর কথা বলতো না । অর্থাৎ কষায়-এর অধীনে থাকা মানুষ যে কোন রকম দোষই করুক না কেন তা ক্ষমার যোগ্য । এ বেচারা তো নিজের অধীন নয় ! এ যদি কষায় করে তো সেই সময় তোমার দড়ি ঢিলে ছেড়ে রাখবে । নয়তো সেই সময়ে তো সব কিছুই উল্টো করে রাখে । কষায়ের অধীন অর্থাৎ উদয়কর্মের অধীন । যে রকম উদয় হয়, সেরকম ঘোরে ।

১৭) সমাধান , 'মূল' কারণ অভিপ্রায়-এর . . .

সামনের ব্যাক্তি যত ভাল ভাব বা খারাপ ভাব নিয়ে তোমার কাছে আসুক না কেন, এর সাথে কেমন ব্যবহার রাখবে তা তোমার দেখার । সামনের ব্যক্তির প্রকৃতি যদি বাঁকা হয় তো এই বাঁকা প্রকৃতির সাথে ঝামেলায় যাবে না । প্রকৃতিকেই দ্যাখো যে এর প্রকৃতি চুরি করার । তুমি দশ বছর ধরে একে চুরি করতে দেখছো আর এ যদি এসে তোমার পায়ে পড়ে তো তুমি এর উপর বিশ্বাস রাখবে কি ? চুরি করেছে তা তুমি ক্ষমা করে দেবে এই বলে যে তুই যা , এখন তোকে ছেড়ে দিলাম ; আমার মনে তোর প্রতি কোনো কিছু নেই, কিন্তু এর উপর বিশ্বাস রাখবে না আর এর সঙ্গ-ও রাখবে না। আর যদি সঙ্গ রাখো কিন্তু একে বিশ্বাস না করো তো সেটাও দোষ । সব থেকে ভালো হল এর সঙ্গ না রাখা, আর যদি রাখো তো এর জন্য পূর্বাগ্রহ রাখবে না । যা ঘটবে তাই ঠিক, মনে এরকম রাখবে ।

প্রশ্নকর্তা : তবুও যদি উল্টো অভিপ্রায় হয়ে যায় তো কি করবো ?

দাদাশ্রী : হয়ে গেলে ক্ষমা চাইবে। যার প্রতি উল্টো অভিপ্রায় হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তির কাছেই ক্ষমা চেয়ে নেবে ।

প্রশ্নকর্তা : ভালো অভিপ্রায় দেবো কি দেবো না ?

দাদাশ্রী : কোনরকম অভিপ্রায়ই দেবে না আর যদি দেওয়া হয়ে যায় তো পরে মুছে ফেলবে । তোমার কাছে মুছে ফেলার উপায় আছে । আলোচনা - প্রতিক্রমণ - প্রত্যাখানের 'অমোঘ অস্ত্র' ।

প্রশ্নকর্তা : গাঢ় অভিপ্রায় কি করে মুছবো ?

দাদাশ্রী : যখন থেকে ঠিক করছো যে মুছতে হবে, তখন থেকেই মোছা শুরু হয়ে যাবে। খুবই গাঢ় হলে তাকে রোজ দু-ঘন্টা করে খুঁড়তে থাকলে তা একসময় নির্মূল হবে। আত্মা প্রাপ্ত করার পরে পুরুষার্থ ধর্ম প্রাপ্ত করেছে বলা হয় । আর পুরুষার্থ ধর্ম পরাক্রম পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারে যা যে কোন ধরনের অট্‌কন্ (যা বদ্ধনরূপ হয়ে যায়, আগে বাড়তে দেয় না) - কে উপড়ে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু একবার জানতে হবে যে এই কারণে এর উৎপত্তি হয়েছে। পরে এর প্রতিক্রমণ করবে ।

অভিপ্রায় না তৈরী হয় এইটুকুই একটু খেয়াল রাখতে হবে । অভিপ্রায়কেই সব থেকে বেশী সামলে রাখতে হবে। অন্য কোন কিছুতেই কোন অসুবিধা নেই । কাউকে দেখার আগেই অভিপ্রায় তৈরী হয়ে যায় ; সংসার জাগৃতি এত বেশী যে অভিপ্রায় তৈরী হয়েই যায়। সেইজন্য অভিপ্রায় তৈরী হলেই তা সাথে-সাথেই মুছে ফেলবে । এর জন্য খুব সতর্ক থাকা দরকার । অর্থাৎ অভিপ্রায় তৈরী তো হয়েই যায়, কিন্তু তৈরী হলেই তুমি সেটা সাথে সাথে মুছে ফেলবে । অভিপ্রায় থেকেই প্রকৃতি তৈরী হয় আর প্রজ্ঞাশক্তি অভিপ্রায় মুছে দেয় । প্রকৃতি অভিপ্রায় তৈরী করবে ; কিছু সময় পর্যন্ত তৈরী করতেই থাকবে কিন্তু আমরা ছাড়াতে থাকবো । অভিপ্রায় হওয়ার কারণেই তো এই সমস্ত ঝঞ্ঝাট তৈরী হয়েছে ।

প্রশ্নকর্তা : অভিপ্রায় বাঁধা হয়ে গেলে তা ছাড়বো কেমন করে ?

দাদাশ্রী : অভিপ্রায় ত্যাগ করার জন্য তোমাকে এই করতে হবে যে, 'এই ভাইয়ের জন্য মনে এরকম অভিপ্রায় হয়ে গেছে, এটা ভুল । আমি কেন এরকম

বাঁধলাম?’ এরকম যদি বলো তো অভিপ্রায় ছেড়ে যাবে । আমরাই খুলে বলবো যে এই অভিপ্রায়টা ভুল ; এই লোকের জন্যে এরকম অভিপ্রায় দিতে হয় কি ? এ তুমি কি করছো ? যেহেতু এই অভিপ্রায়কে ভুল বললো সেইজন্য এ ছেড়ে যাবে ।

প্রতিক্রমণ না করলে তোমার অভিপ্রায় থেকে যাবে, সেইজন্য তুমি বন্ধনে বাঁধা পড়বে। যে দোষ হয়েছে তাতে তোমার অভিপ্রায় রইলো । যদি প্রতিক্রমণ করো তো সেই অভিপ্রায় নষ্ট হয়ে যাবে। অভিপ্রায় থেকেই মন তৈরী হয়েছে । দ্যাখো, কোন মানুষের প্রতি সাধারণভাবে আমার কোন অভিপ্রায় নেই । কারণ একবার দেখে নেওয়ার পরে আমি দ্বিতীয়বার অভিপ্রায় বদলাই না । কোন মানুষ সংযোগবশতঃ চুরি করে আর আমি নিজে তা দেখেছি তবু আমি তাকে চোর বলি না । কারণ তা সংযোগবশতঃ হয়েছে । আর জগতের লোকেরা কি বলছে ? যে ধরা পড়ে তাকেই চোর বলে । সংযোগনুসারে হয়েছে কি চিরকালের-ই চোর তা জগতের লোক দেখতে যায় না । আমি তো চিরদিনের চোরকেই চোর বলে জানি । আর যে সংযোগবশতঃ চোর হয়েছে তাকে আমি চোর বলি না । অর্থাৎ একবার অভিপ্রায় বেঁধে নেওয়ার পর আর বদলাই না । আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষের জন্যে বদলাই নি ।

তুমি শুদ্ধ হয়েছো আর চন্দুভাই-কে শুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য । এই পুদ্গল বলছে যে ভাই, আমি শুদ্ধ-ই ছিলাম । তুমি আমাকে খারাপ করেছো খারাপ ভাব করে । আর এত খারাপ হল নয়তো আমার মধ্যে পূঁজ-রক্ত, হাড় কিছুই ছিল না । আমি শুদ্ধ-ই ছিলাম। অর্থাৎ তোমাকে যদি মোক্ষে যেতে হয় তো তুমি একা শুদ্ধ হয়ে গেলেই হবে না । আমাকেও শুদ্ধ করলে তবে তোমার মুক্তি হবে ।

১৮) বিষয় জিতলে সে রাজার-ও রাজা !

প্রশ্নকর্তা : একবার বিষয়ের বীজ পড়ে গেলে সেটা তো রূপকে আসবে ?

দাদাশ্রী : বীজ পড়েই যায়। এতো রূপকে আসবে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিকড় জমে না যাচ্ছে ততক্ষণ কম-বেশী করা যায় । অর্থাৎ মরার আগে শুদ্ধ হতে পারে ।

সেইজন্য আমি বিষয়ের দোষে দোষী লোকেদের বলে থাকি যে বিষয়ের দোষ হয়েছে বা অন্য কোন দোষ হয়েছে তো রবিবার উপোস করে সারাদিন এর উপর বিচার করো । আর বিচার করে করে বারবার ধুয়ে ফেলো । এরকম আজ্ঞাপূর্বক যদি করে তাহলে কম হয়ে যায় ।

এখন কেবল দৃষ্টি সামলে নেবে । আগেকার মানুষ তো খুব কঠোর হতো, চোখ উপড়ে নিতো । তুমি চোখ উপড়াবে না, সে তো মূর্খতা ; তুমি দৃষ্টি সরিয়ে নেবে । তবু-ও দেখে ফেললে প্রতিক্রমণ করে নেবে । এক মিনিটের জন্যেও প্রতিক্রমণ ভুলবে না । খাওয়া-দাওয়াতে উল্টো হয়ে গেলেও তা চলবে । কিন্তু সংসারের সব থেকে বড় রোগ এটাই । এর-ই জন্যে সংসার দাড়িয়ে আছে । এর মূলের ওপরেই সংসার দাঁড়িয়ে আছে। মূল এটাই ।

নিজের অধিকারের-টা খেলে আবার মানুষ হয়ে আসবে আর অন্যেরটা খেলে জানোয়ার গতি প্রাপ্ত করবে ।

প্রশ্নকর্তা : আমি অনধিকারের তো খেয়েছি ।

দাদাশ্রী : তাহলে এখন প্রতিক্রমণ করো, এখনো ভগবান বাঁচাবেন । এখন দেরাসর (মন্দির) গিয়ে পশ্চাতাপ করো । অনধিকারের খেয়ে থাকলে এখন পশ্চাতাপ করো । এখন জীবিত আছ । এই দেহে যতক্ষণ আছ , ততক্ষণ পশ্চাতাপ করো ।

প্রশ্নকর্তা : ভয় লাগছে, এখনই আপনি বলেছেন শতকরা সত্তরভাগ লোক আবার চতুষ্পদ দেহে ফিরে যাবে । তাহলে এখনও আমার সময় আছে কি ?

দাদাশ্রী : না, না, সময় নেই ; সেইজন্যে এখন একটু সাবধানে চলো . . .

প্রশ্নকর্তা : মহাত্মাদের (যারা দাদার জ্ঞান পেয়েছে) কথা বলছি ।

দাদাশ্রী : মহাত্মারা যারা আমার আজ্ঞা পালন করে চলে, এই দুনিয়াতে এমন

কেউ নেই যে তাদের নাম নিতে পারে ।

সেইজন্যে লোকেদের বলছি যে এখন সাবধান করছি, সাবধান হও । এখন যদি ক্ষমা চেয়ে নাও তো ক্ষমা চাওয়ার রাস্তা আছে ।

তুমি কোন আত্মীয়কে এত বড় চিঠি লিখেছো আর তাতে গালি দিয়েছ, খুব গালি-গালাজ করেছো, পুরো কাগজই গালিতে ভরে দিয়েছো, আর তারপরে নিচে লিখেছো যে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছে তাই তোমাকে এরকম বলা হয়ে গেল । সেইজন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও । এতে সমস্ত গালি মুছে যায় কি যায় না ? ও তো সব গালিগালাজ পড়েছে, নিজে স্বীকার-ও করে, আর পরে ক্ষমাও করে দেয় । অর্থাৎ এই জগত এরকমই। সেইজন্য আমি তো বলছি যে ক্ষমা চেয়ে নাও, তোমার ইষ্টদেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও ; আর না চাইছো তো আমার কাছে চেয়ে নাও । আমি তোমাকে ক্ষমা পাইয়ে দেবো । কিন্তু খুব বিচিত্র সময় আসছে আর এতে চন্দুভাই-ও যা খুশী তাই করছে । অর্থহীন । জবাবদারীতে ভরা জীবন । সেজন্যে শতকরা সত্তরভাগ তো খুব ভয়ে-ভয়ে বলছি । এখনও যদি সাবধান হতে হয় তো সাবধান হয়ে যাও । তোমাকে এটা শেষ ভরসা দিচ্ছি। ভয়ঙ্কর দুঃখ ! এখন প্রতিক্রমণরূপী অস্ত্র দিয়েছি । প্রতিক্রমণ করলে এখনও বাঁচার কিছু আশা আছে ; আমার আজ্ঞাপূর্বক যদি করো তো খুব তাড়াতাড়ি কল্যাণ হয়ে যাবে । পাপ ভুগতে হবে কিন্তু এত বেশী নয় ।

হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে যদি কেউ বলে যে, চন্দুভাই-এর কোন আক্কেল নেই। আর তোমার আশীর্বাদ দেওয়ার মন হয় যে, 'ওহোহো, আমি তো জানতাম-ই যে চন্দুভাই-এর আক্কেল নেই, কিন্তু এ তো সে ও জানে !' তখন আলাদা থাকা যায়!

এই চন্দুভাইকে আমি রোজ ডাকি যে, 'এসো চন্দুভাই এসো !' আর পরে একদিন ডাকি না, এর কারণ কি ? এ মনে ভাবে যে আজকে আমাকে সামনে ডাকলেন না । আমি একে ওপরে তুলি আর নিচে ফেলি, ওপরে তুলি আর নিচে ফেলি । এরকম করতে করতে জ্ঞান পায় । জ্ঞান পাওয়ার জন্যেই আমার এই সমস্ত ক্রিয়া। আমার প্রত্যেকটি ক্রিয়াই জ্ঞান পাওয়ানোর জন্যে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা-আলাদা হয় । এর প্রকৃতি থেকে বেরোতে তো হবে ! প্রকৃতিকে ফেলে

দিতেই হবে । পরের জিনিস কতদিন নিজের কাছে থাকবে ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক কথা, প্রকৃতি থেকে না বেরোলে মুক্তি নেই ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমার তো কুদ্‌রত-ই নষ্ট করেছে, জ্ঞান-ই শেষ করে দিয়েছে । আর তোমার আমি নষ্ট করবো, তবে-ই না ; নিমিত্ত তো !!

১৯) মিথ্যার আদিকে . . .

প্রশ্নকর্তা : আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলেও কি কর্ম বেঁধেছি বলা হবে ?

দাদাশ্রী : একদম ! কিন্তু মিথ্যা বলার থেকে মিথ্যা বলার ভাব করছো, তাকেই ভারী কর্ম বলবে। মিথ্যা বলা তো কর্মফল । মিথ্যা বলার ভাব, মিথ্যা বলার তোমার নিশ্চয়, তাই কর্ম বন্ধন করে। বুঝতে পারলে ? এই বাক্য কি তোমাকে কিছু হেল্প করছে ? কি হেল্প করছে ?

প্রশ্নকর্তা : মিথ্যা বলা আট্‌কাতে হবে ।

দাদাশ্রী : না, মিথ্যা বলার অভিপ্রায় ত্যাগ করতে হবে। আর মিথ্যা বলে ফেললে পশ্চাতাপ করতে হবে যে, ‘কি করব ?! এরকম মিথ্যা বলা উচিৎ নয়।’ কিন্তু মিথ্যা বলা বন্ধ হবে না ; ওই অভিপ্রায় বন্ধ হবে । এখন আজ থেকে মিথ্যা বলব না, মিথ্যা বলা মহাপাপ, মহা দুঃখদায়ী, আর মিথ্যা বলাই বন্ধন - এরকম অভিপ্রায় যদি তুমি করতে পার, তো তোমার মিথ্যা বলার পাপ বন্ধ হয়ে যাবে ।

রিলেটিভ ধর্ম এরকম হওয়া উচিৎ যে মিথ্যা বলা হয়ে গেলে বলো কিন্তু তার প্রতিক্রমণ করো ।

২০) জাগৃতি , বানী নির্গত হয় তখন . . .

মনের জন্য কোন অসুবিধা নেই, বানীর অসুবিধা আছে। কারণ মন তো গোপন থাকে আর বানী সামনের ব্যক্তির হৃদয়ে আঘাত করে। সেজন্য এই বানী দ্বারা যে যে মানুষের দুঃখ হয়েছে তাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইছি এরকম প্রতিক্রমণ করা যায়।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণে বানীর এই সমস্ত দোষ মাফ হয়ে যাবে তো ?

দাদাশ্রী : দোষের অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু তা পুড়ে যাওয়া দড়ির মতো হয়ে থাকবে। অর্থাৎ প্রতিক্রমণ করলে সামনের জন্মে তা এমনি হাত লাগালে সমস্ত ঝরে যাবে । এর থেকে সমস্ত রস চলে যাবে ।

কর্তার আধার হলেই কর্ম বাঁধে । এখন তুমি কর্তা নও, সেইজন্য পূর্বের কর্ম ফল দিয়ে চলে যাবে । নতুন কর্ম বাঁধবে না ।

প্রশ্নকর্তা : মানুষ বিরক্ত হয়ে বললে তা কি অতিক্রমণ হয় না ?

দাদাশ্রী : অতিক্রমণ-ই তো বলে !

প্রশ্নকর্তা : কেউ দুঃখ পাবে এরকম বানী বলা হয়ে গেলে আর তার যদি প্রতিক্রমণ না করি তো কি হবে ?

দাদাশ্রী : এরকম বানী বেরিয়ে গেলে তাতে সামনের ব্যক্তি আঘাত পায় । অর্থাৎ তার দুঃখ হয়, তা কি তোমার ভাল লাগবে ?

প্রশ্নকর্তা : এর থেকে বন্ধন হবে ?

দাদাশ্রী : একে নিয়মের বিরুদ্ধে বলে কি না ? নিয়মের বিরুদ্ধে তো ? নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিৎ নয় তো ? আমার আজ্ঞা পালন করলে তাকে ধর্ম বলে। আর

প্রতিক্রমণ করলে তাতে তোমার লোকসান কোথায় ? ক্ষমা চেয়ে নাও ; আবার আর করব না - এই ভাবও রাখবে। ব্যস্ , এইটুকুই। সংক্ষেপে করে দেবে। এতে ভগবান কি করবেন ? এতে ন্যায় কোথায় দেখতে যাবে ? ব্যবহারকে ব্যবহার বলে বুঝলে তো ন্যায় বুঝে যাওয়া ! পড়শী কেন খারাপ বলে গেল ? কেননা তোমার ব্যবহার এরকম ছিল, সেইজন্যে । আর তোমার দ্বারা যদি মন্দ কথা বলা হয় তো তা সামনের ব্যক্তির ব্যবহারের অধীন হয়েছে । কিন্তু তোমাকে তো মোক্ষে যেতে হবে । সেইজন্য তার প্রতিক্রমণ করে নেবে।

প্রশ্নকর্তা : সামনের ব্যক্তি খারাপ বললে তার সমাধান আপনার জ্ঞান থেকে আসে , কিন্তু মুখ্য প্রশ্ন এই যে আমি যখন কঠোর শব্দ বলি তখন 'বানী পর এবং পরাধীন' এই বাক্যের আধার নিলে আমি খারাপের লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছি না কি ?

দাদাশ্রী : এই বাক্যের আধার তো নেবেই না। সেই সময়ের জন্য তো তোমাকে প্রতিক্রমণের আধার দিয়েছি। অন্য কেউ মনে দুঃখ পায় এরকম বললে প্রতিক্রমণ করে নেবে।

আর অন্যজন যা খুসী বলুক, তখন বাণী পর আর পরাধীন স্বীকার করে নিলে তোমার অন্য জনের থেকে দুঃখ পাওয়ার কিছু রইলো না ।

প্রশ্নকর্তা : পরমার্থের জন্য একটু মিথ্যা বললে কি দোষ হয় ?

দাদাশ্রী : পরমার্থ অর্থাৎ আত্মার জন্য যা কিছু করা হয় তাতে দোষ হয় না। আর দেহের জন্য যা কিছু করা হয় , খারাপ করলে তার দোষ হয় আর ভাল করলে তা গুন হয়। আত্মার জন্য যা কিছু-ই করা হোক না কেন, তাতে কোন আপত্তি নেই। হ্যাঁ, আত্মহেতু যা যা কিছু কাজ করা হয় , তাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু অন্যজনের তোমার কারণে দুঃখ হলে তার দোষ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণের কোন প্রভাব না হলে তার কারণ কি ? আমি সম্পূর্ন ভাব দিয়ে করিনি অথবা সামনের ব্যক্তির আবরণ আছে ?

দাদাশ্রী : সামনের ব্যক্তির কিছু তোমার দেখার দরকার নেই ; ও তো মূর্খ-ই । তোমার নিমিত্তে ওর কোন দুঃখ যেন না হয় , ব্যস্ !

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ কোনভাবে যদি ওর দুঃখ হয় তো তার সমাধান করার জন্য আমাকে প্রচেষ্টা করতে হবে ।

দাদাশ্রী : ওর যদি দুঃখ হয় তো তার সমাধান অবশ্যই করতে হবে । এ তোমার রেসপন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) । হ্যাঁ, দুঃখ না হয় এর জন্যেই তো আমাদের লাইফ।

প্রশ্নকর্তা : ধরুন যদি এ সত্ত্বেও সামনের ব্যক্তির সমাধান হলো না, তো এতো আমার জবাবদারী কতটা ?

দাদাশ্রী : যদি সম্ভব হয় তো প্রত্যক্ষ গিয়ে নরম চোখ রেখে ব্যবহার করবে । তবুও যদি সে ক্ষমাভিক্ষাকারীকে চাঁটি মারে তো বুঝবে যে এ নিম্নশ্রেনীর। তা সত্ত্বেও বের তো হতে হবে। ক্ষমাভিক্ষাকারীকে উপর থেকে চাঁটি মারে তো জানবে যে এর সাথে ভুল তো হয়ে গেছে, কিন্তু এই মানুষ নিম্নশ্রেণীর। সেইজন্য মাথা নোয়ানো বন্ধ করে দেবে ।

প্রশ্নকর্তা : হেতু ভাল হলে প্রতিক্রমণ কেন করতে হবে ?

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ তো করতে হবে ; ওর দুঃখ হয় আর ব্যবহারেও লোকে বলে যে, 'দেখো, এই মহিলা কেমন করে স্বামীকে ধমকাচ্ছে।' তাহলে তার প্রতিক্রমণ করতে হবে। চোখে যা দেখা যায় তার প্রতিক্রমণ করতে হবে। অন্তরে হেতু তোমার সোনার হতে পারে, কিন্তু তা কোন কাজে লাগবে ? এই হেতু চলবে না। হেতু একদম সোনার হলেও আমাকে প্রতিক্রমণ করতে হয়। ভুল হলেই প্রতিক্রমণ করতে হবে। সমস্ত মহাত্মার এই ইচ্ছা আছে। এখন জগৎকল্যাণ করার ভাবনা আছে। হেতু ভাল, তবুও চলবে না। প্রতিক্রমণ তো আগেই করতে হবে। কাপড়ে দাগ হলে ধুয়ে রাখো

তো ? এটা এরকম-ই কাপড়ের উপর লেগে থাকা দাগ।

প্রশ্নকর্তা : বাবহারে কেউ খারাপ করলে তাকে খোঁচা দিতে হয় ; এতে তার দুঃখ হয়, তো কি করে এর সমাধান করবো।

দাদাশ্রী : ব্যবহারে খোঁচা দিতে হয়, কিন্তু তা অহংকারযুক্ত হয় বলে এর প্রতিক্রমণ করবে।

প্রশ্নকর্তা : খোঁচা না দিলে এ মাথায় চড়বে না কি ?

দাদাশ্রী : খোঁচা তো দিতে হবে কিন্তু তা কিভাবে বলবে সেটা জানা চাই । কি ভাবে বলতে হবে তা জানা নেই, ব্যবহার-ও জানা নেই, সেইজন্য অহংকারযুক্ত খোঁচা হয়ে যায়।

সেইজন্য পরে এর প্রতিক্রমণ করবে। তুমি সামনের ব্যক্তিকে খোঁচা দিলে তার খারাপ তো লাগবে কিন্তু বারংবার এর প্রতিক্রমণ করলে ছ-মাস, বারমাসে এরকম বানী বলা হবে যে সামনের ব্যক্তির মিষ্টি লাগবে।

এখন আমি যদি কারোর ঠাট্টা - তামাশা করি তো আমাকে এর প্রতিক্রমণ করতে হয়। আমারও এমনি এমনি এরকম করা চলে না।

প্রশ্নকর্তা : এ'তো ঠাট্টা ! এরকম তো হয়-ই !

দাদাশ্রী ঃ না, আমাকে কিন্তু এরও প্রতিক্রমণ করতে হয়। তুমি না করো তো চলবে ; কিন্তু আমাকে তো করতে হবে। নয়তো আমার এই জ্ঞান, এই যে টেপরেকর্ড বলছে (দাদার যে বানী নির্গত হচ্ছে) তা অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

সত্যি আমি সবরকমের ঠাট্টা-তামাশা করেছি। সবসময় সবরকমের ঠাট্টা কে করে? খুব টাইট ব্রেন (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) হলে করতে পারে। আমি তো মজা করার জন্য

সবার ঠাট্টা-তামাশা করতাম। ভাল ভাল লোকেদের, বড় বড় উকিলদের, ডাক্তারদের ঠাট্টা করতাম। এখন এই অহংকার তো ভুল-ই ! এ আমার বুদ্ধির দুরুপযোগ করেছি তো ! ঠাট্টা-তামাশা করা বুদ্ধির চিহ্ন।

প্রশ্নকর্তা : ঠাট্টা-তামাশা করলে লোকসান কি কি হতে পারে ? কি ধরনের লোকসান হয় ?

দাদাশ্রী : যদি কাউকে ঘুসি মারো তো তাতে যে লোকসান হয়, তার থেকে এই ঠাট্টা-তামাশা করাতে অনেকগুন বেশী লোকসান হয়। ওর বুদ্ধি এত বিকশিত নয়, সেইজন্যে তুমি একে তোমার লাইট দিয়ে নিজের কব্জাতে নিয়েছো ।

প্রশ্নকর্তা : যে নতুন টেপ করতে চায় না, তার জন্য রাস্তা কি ?

দাদাশ্রী : কোনরকম স্পন্দন উৎপন্ন করবে না । সমস্ত কিছু-ই শুধু দেখবে। কিন্তু এরকম তো হয় না ! এ-তো মেশিন আর পরাধীন-ও। সেই জন্য আমি অন্য রাস্তা দেখিয়েছি যে টেপ হয়ে গেলে সাথে সাথেই মুছে ফেলো, তাহলেও চলবে। এই প্রতিক্রমণ তা মুছে ফেলার উপায় । এর দ্বারা এক-আধ জন্মে অদল-বদল হয়ে সমস্ত রকমের বলা-ই বন্ধ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধাত্মার লক্ষ্য হওয়ার পর থেকে নিরন্তর প্রতিক্রমণ চালুই আছে।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ তোমার জবাবদারী আর রইলো না। যা বলছো তার প্রতিক্রমণ হয়ে যায়, সেইজন্যে জবাবদারী তো আর রইলো না। কঠোর বলবে কিন্তু রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে বলবে। কঠোর বলা হয়ে গেলে সাথে সাথেই প্রতিক্রমণ বিধি করে নেবে।

মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম, চন্দুলাল তথা চন্দুলালের নাম-এর সর্ব মায়া থেকে পৃথক এমন শুদ্ধাত্মা - কে স্মরণ করে বলবে যে, 'হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আমি উঁচু গলায় কথা বলেছি তা ভুল হয়ে গেছে ; সেইজন্য ক্ষমা চাইছি। এখন এই ভুল আর করব না এই প্রতিজ্ঞা করছি । এই ভুল না করার শক্তি

দিন।’ শুদ্ধাত্মাকে স্মরণ করে অথবা ‘দাদা’-কে স্মরণ করে বললে যে এই ভুল হয়ে গেছে অর্থাৎ এ আলোচনা। এই ভুলকে ধুয়ে ফেলাই প্রতিক্রমণ আর এই ভুল আবার না করার প্রতিজ্ঞা - তা প্রত্যাখান ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করার ফলে এই জন্মেই আমার বানী কি খুব সুন্দর হয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : তার পরে অন্য ধরনের হবে। আমার বানী তো সবথেকে উচ্চ পর্যায়ের নির্গত হয় ; এর কারণ প্রতিক্রমণ-ই আর তা নির্বিবাদী হয় তার কারণও প্রতিক্রমণ-ই। নয়তো বিবাদীত-ই হয়। সমস্ত-ই বিবাদীত বানী-ই হয়। ব্যবহারশুদ্ধি ছাড়া স্যাদ্‌বাদ্ (নির্বিরোধী) বানী নির্গত হয় না। ব্যবহারশুদ্ধি প্রথমে হওয়া প্রয়োজন ।

২১) প্রকৃতিদোষ নষ্ট হয় এইভাবে . . .

এই সৎসঙ্গের পয়জন পান করা ভাল। কিন্তু বাইরের অমৃত পান করা খারাপ। কেন না এই পয়জন প্রতিক্রমণ যুক্ত। আমি সমস্ত বিষের পেয়ালা পান করে মহাদেব হয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তা : আপনার কাছে আসার খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু আসতে পারি না ।

দাদাশ্রী : তোমার হাতে কি ক্ষমতা আছে ? তবুও আসার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু আসতে পারছ না, তার জন্যে মনে খেদ থাকা উচিৎ। তুমি এ’কে বলবে যে ‘চন্দুভাই, প্রতিক্রমণ করো তো তাড়াতাড়ি সমাধান আসবে। আসতে পারছো না সেইজন্য প্রতিক্রমণ করো। প্রত্যাখান করো। কোনরকম ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে। এখন আবার এরকম ভুল আর করব না।’

আর এখন যে ভাব হচ্ছে তা কিসের জন্য বেশী করে হচ্ছে ? আর কাজ হচ্ছে না। ভাব হওয়ার কারণ এই যে কামিং ইভেন্টস কাস্ট দেয়ার শ্যাডোজ বিফোর (ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ঘটনা পূর্বে-ই তার ছায়া ফেলে)। এই সব কিছু ভবিষ্যতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : এই যে চিন্তা হয়ে যায় , তার প্রতিক্রমণ কিভাবে করবো ?

দাদাশ্রী : 'আমার অহংকারের জন্যে এই চিন্তা হচ্ছে। আমি কি এর কর্তা না কি ? তাই দাদা ভগবান ক্ষমা করো।' এরকম কিছু তো করতে হবে - নয় কি ? এছাড়া কিছু হবে কি ?

প্রশ্নকর্তা : আমরা যে 'খুব ঠান্ডা পড়েছে, খুব ঠান্ডা পড়েছে' বলি সে তো প্রকৃতির বিরুদ্ধে বলা হয় ; তো তার প্রতিক্রমণ কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : না, প্রতিক্রমণ তো যেখানে রাগ-দ্বেষ হয়, 'ফাইল' হয় সেখানে করার। কঢ়ী (একপ্রকার ব্যঞ্জন) - তে নুন বেশি হলে তার প্রতিক্রমণ করতে হবে না। কিন্তু যে বেশী নুন দিয়েছে তার প্রতিক্রমণ করতে হবে। প্রতিক্রমণে সামনের ব্যক্তির পরিনতি বদলে যায় ।

মূত্রত্যাগ করতে গিয়ে সেখানে একটা পিঁপড়ে বয়ে গেলেও আমি তার প্রতিক্রমণ করি। উপযোগ ভুলি না। বয়ে গেলে তা 'ডিশ্চাজ' রূপে হয়েছে। কিন্তু সেই সময় অতিক্রমণ দোষ কেন হলো ? জাগৃতি কেন কম হলো ? তার দোষ হয়।

পড়ার সময়ে পুস্তককে নমস্কার করে বলবে যে, 'দাদা ভগবান, আমাকে পড়ার শক্তি দিন।' আর যদি কখনও ভুলে যাও তো উপায় করবে। দুবার নমস্কার করবে আর বলবে যে, 'দাদা ভগবান, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুলে গেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এরকম ভুল আর করব না।'

সময়ে বিধি করতে ভুলে গিয়েছো আর পরে মনে পড়েছে তো প্রতিক্রমণ করে তারপরে করবে।

ডিশ্চার্জ-এ যে অতিক্রমণ হয়েছে তার জন্য তুমি প্রতিক্রমণ করছো। সামনের ব্যক্তির দুঃখ হয়েছে এরকম ডিশ্চার্জ-এর প্রতিক্রমণ করবে। এখানে মহাত্মাদের কি দাদার কিছু ভালো করো তো তার প্রতিক্রমণের দরকার নেই। কিন্তু বাইরের ভালো করলে তার প্রতিক্রমণ করতে হবে ; কারণ উপযোগ থাকে নি , তার প্রতিক্রমণ

করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলে তা সামনের ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে ?

দাদাশ্রী : সামনের ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়। নরম হতে থাকে ; সে বুঝতে পারুক বা নাই পারুক। তার তোমার প্রতি ভাব নরম হতে থাকে। আমার প্রতিক্রমণের তো অনেক প্রভাব। যদি একঘন্টা সঠিকভাবে প্রতিক্রমণ করো তো সামনের ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আসে। তুমি যার প্রতিক্রমণ করছো সে নিজের দোষ তো দেখতে পায় না, কিন্তু তোমার প্রতি তার সম্মান থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলে নতুন 'চার্জ' হবে না তো ?

দাদাশ্রী : আত্মা কর্তা হলে কর্ম বাঁধে। প্রতিক্রমণ আত্মা করে না। চন্দুভাই করে আর তুমি তার জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকো।

নিজস্বরূপ প্রাপ্তি হওয়ার পরে যথার্থ প্রতিক্রমণ হয়। প্রতিক্রমণ করার কাউকে চাই আর করানোর-ও কাউকে চাই।

আমার প্রতিক্রমণ মানে কি ? চরখা খোলার সময়ে যত টুকরো বেরোয় তা জুড়ে সাফ করে রাখা, তাই আমার প্রতিক্রমণ।

প্রশ্নকর্তা : ঘুম থেকে জাগতেই প্রতিক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : এ 'প্রতিক্রমণ আত্মা' হলো। শুদ্ধাত্মা তো আছেই কিন্তু এই প্রতিষ্ঠিত আত্মা তা প্রতিক্রমণ আত্মা হয়ে গেছে। লোকেদের কষায়ী আত্মা হয়। প্রতিক্রমণ করতে পারে এরকম একজনও কেউ নেই এই ওয়ার্লডে।

যেমন যেমন প্রতিক্রমণ নগদ হতে থাকে তেমন তেমন শুদ্ধ হতে থাকে। অতিক্রমণের সামনে যদি নগদ প্রতিক্রমণ করো তাহলে মন-বানী শুদ্ধ হতে থাকবে।

প্রতিক্রমণ অর্থাৎ বীজকে সেঁকে নিয়ে বোনা ।

আলোচনা - প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখান অর্থাৎ প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ বের করা। যতটা দোষ দেখবে, ততটা কমবে ; ততটুকুর-ই প্রতিক্রমণ করবে।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ যে হয় না তা কি প্রকৃতিদোষ না অন্তরায় কর্ম ?

দাদাশ্রী : এ হল প্রকৃতি-দোষ। আর এই প্রকৃতিদোষ সর্বত্র হয় না। কোন জায়গায় দোষ থাকে আর কোন জায়গায় থাকে না। প্রকৃতিদোষের জন্যে যদি প্রতিক্রমণ না হয় তো তাতে অসুবিধা নেই। তোমার তো এইটুকুই দেখার যে তোমার ভাব কি ? অন্য আর কিছু তোমার দেখার প্রয়োজন নেই। তোমার ইচ্ছা প্রতিক্রমণ করার তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, পুরোপুরি।

দাদাশ্রী : তা সত্ত্বেও যদি প্রতিক্রমণ না হয় তো সেটা প্রকৃতিদোষ। এতে তোমার জবাবদারী নেই। কোন সময়ে প্রকৃতি বলে, আবার কোন সময়ে বলেও না এ তো বাদ্যযন্ত্রের মতো ; বাজলো তো বাজলো, নয়তো না-ও বাজতে পারে। একে অন্তরায় বলে না।

প্রশ্নকর্তা : 'সমভাবে সমাপ্ত' করার দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া হয়ে যায় ; এটা কেন হয় ?

দাদাশ্রী : কত জায়গায় এরকম হয় ? একশো জায়গায় ?

প্রশ্নকর্তা : এক জায়গাতেই হয় ।

দাদাশ্রী : তাহলে এ নিকাচিত কর্ম (কঠিন হিসাব) । এ নিকাচিত কর্ম কি দিয়ে ধোবে ? আলোচনা, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখান দিয়ে । এতে কর্ম হাল্কা হয়ে যায়। তারপরে জ্ঞাত-দ্রষ্টা থাকা যায়। এর জন্যেই নিরন্তর প্রতিক্রমণ করতে হয়। যতটা ফোর্স দিয়ে

নিকাচিত হয়েছে, ঠিক ততটাই ফোর্সের প্রতিক্রমণ দিয়ে ধোয়া যাবে।

প্রশ্নকর্তা : আমি ভবিষ্যতে এরকম করবই না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি। এ রকম ভুল আর করবই না। এরকম হান্ডেড পারসেন্ট ভাবের সাথে প্রতিজ্ঞা করি। তা সত্ত্বেও এরকম ভুল আবার হয় কি না ? একি সত্যিই আমার হাতে আছে ?

দাদাশ্রী : এ তো পরে আবার হয়। ধর, তুমি একটা বল এনে আমার হাতে দিলে আর এখান থেকে সেটা ফেললাম। আমি তো একটাই কাজ করলাম। একবার-ই বল ফেললাম। তারপরে আমি বললাম যে এখন আর আমার ইচ্ছা নেই ; তুই থেমে যা। তো এ থামবে কি ?

প্রশ্নকর্তা : না , থামবে না ।

দাদাশ্রী : তাহলে কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : এ’ তো তিন - চার - পাঁচ বার লাফাবে ।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ আমার হাত থেকে নেচারের হাতে গেলো। পরে নেচার যখন একে শান্ত করবে, তখন হবে। সবকিছুই এইরকম। এই সমস্ত নিজের-ই ভুল, নেচারের হাতে চলে গেছে !!

প্রশ্নকর্তা : নেচারের হাতে গেলে প্রতিক্রমণ করে কি লাভ হবে ?

দাদাশ্রী : অনেক ফল দেয় । প্রতিক্রমণে সামনের ব্যক্তির উপর অনেক প্রভাব পড়ে। যদি কখনও একঘন্টা একজন ব্যক্তির জন্য প্রতিক্রমণ করো তো তার অন্তরে এক নতুন ধরনের, খুব জবরদস্ত বদল হয়। প্রতিক্রমণ যে করবে সে এই জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া চাই। যে শুদ্ধ হয়েছে, ‘আমি শুদ্ধাত্মা’ এই ভান যার হয়েছে তার প্রতিক্রমণ-এর অনেক প্রভাব হয়। প্রতিক্রমণ তো আমার খুব বড় অস্ত্র !

যারা ‘জ্ঞান’ নেয়নি তাদের প্রকৃতিতে তো সমস্ত দিন উল্টো-ই চলতে থাকে।

আর এখন তো সোজা চলে। তুমি সামনের ব্যক্তিকে কিছু উল্টোপাল্টা বলে দিলেও ভিতরে বলবে যে, 'না, না, এরকম করা ঠিক নয়।' শুনিয়ে দেবার বিচার এসেছে তাই প্রতিক্রমণ করো। আর জ্ঞান নেওয়ার আগে তো শুনিয়েও দিতো আর উপর থেকে বলতো, 'আরও বেশী করে শোনাবার ছিলো'।

মানুষের স্বভাব কিরকম যে, প্রকৃতি যেরকম সেরকম হয়ে যায়। যখন প্রকৃতি শোধরায় না তখন বলবে, 'ছেড়ে দাও'। আরে, বাইরে না শুধরায় তো কিছু অসুবিধা নেই, কিন্তু ভিতরে তো শুধরাও ! তাহলে তোমার 'রেসপন্সিবিলিটি' নেই ! এটা এতটাই সায়েন্স !!! বাইরে যা খুশি হোক না কেন তার কোন 'রেসপন্সিবিলিটি'-ই নেই। এ-টুকুই যদি কেউ বোঝে তো সমাধান আসে ।

২২) সমাপ্তি , আঠালো ফাইলদের !

অনেকে আমাকে বলে যে , 'দাদা, সমভাবে শেষ করতে যাই কিন্তু হয় না !' তাতে আমি বলি যে, আরে ভাই, এ শেষ করার নয়। তোমাকে সমভাবে শেষ করার ভাব-ই রাখতে হবে। সমভাবে শেষ হল, কি হল না, তা তোমার অধীন নয় । তুমি আমার আজ্ঞাতে থাকো না ! এতেই তোমার অনেক কাজ হয়ে যাবে। আর যদি না হয় তো তা নেচারের অধীন।

অপরের দোষ দেখা বন্ধ হলে সংসার ছেড়ে যায় । তোমাকে গালি দেয়, লোকসান করে, মারে তাহলেও যদি নির্দোষ দেখো তখন সংসার থেকে মুক্ত হবে ; নয়তো সংসার ছুটবে না ।

সমস্ত লোকের দোষ দেখা এখন বন্ধ হয়ে গেছে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ দাদা, কখনও যদি দোষ দেখি তো প্রতিক্রমণ করে নিই ।

দাদাশ্রী : রাস্তা এটাই যে, দাদার আজ্ঞাতে থাকব এমন প্রতিজ্ঞা করে দ্বিতীয় দিন থেকেই শুরু করবে। আর যেটুকু আজ্ঞাতে থাকতে পারছ না তার প্রতিক্রমণ করবে।

ঘরের প্রত্যেকটি মানুষকে সন্তোষ দেবে, সমভাবে সমাধান করবে। তবুও যদি ঘরের সবাই লাফালাফি করে তো তুমি শুধু দেখতে থাকবে। তোমার পূর্বের হিসাব আছে বলেই লাফালাফি করছে । এখন তো আজকেই প্রতিজ্ঞা করেছো । তাই ঘরের সবাইকে প্রেম দিয়ে জেতো, পরে তো নিজেই বুঝতে পারবে যে এখন সব ঠিক হয়ে গেছে । তবু-ও যদি ঘরের লোকেরা অভিপ্রায় দেয় তো সেটা মানার যোগ্য । ঘরের মানুষ তো শেষ অবধি তোমার পক্ষেই থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা : আমি যে প্রতিক্রমণ করি সেই প্রতিক্রমণের পরিণাম এই মূল সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে কি যে আমি সামনের ব্যক্তির শুদ্ধাত্মাকে দেখি, তো এর প্রতি যে ভাব, মন্দ ভাব তা কম হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : তোমার মন্দভাব চলে যাবে । তোমার নিজের জন্যেই এই সব কিছু । সামনের ব্যক্তির সাথে কোন লেনা - দেনা নেই । তাকে শুদ্ধাত্মা দেখার এইটুকুই হেতু যে তুমি শুদ্ধাত্মাদশাতে, জাগৃত দশাতে আছো ।

প্রশ্নকর্তা : তো ওর যে আমার প্রতি বিরূপ-ভাব আছে তা কম হবে কি ?

দাদাশ্রী : না, কম হবে না । তুমি প্রতিক্রমণ করলে হবে । শুদ্ধাত্মা দেখলে হবে না, কিন্তু প্রতিক্রমণ করো তো হবে ।

প্রশ্নকর্তা : আমি যে প্রতিক্রমণ করি তার প্রভাব সেই আত্মার উপর পড়ে কি পড়ে না ?

দাদাশ্রী : পড়ে, আত্মার উপর পড়ে। দেখলেও লাভ হয়, কিন্তু সাথে সাথে হয় না। পরে আস্তে, আস্তে হয় ! কারণ শুদ্ধাত্মাভাবে কাউকে দ্যাখোনি তো ! ভালো মানুষ, কি খারাপ মানুষ এইভাবেই দেখেছো । শুদ্ধাত্মাভাবে কাউকে তো দ্যাখোনি ।

যদি বাঘের প্রতিক্রমণ করো তো বাঘ-ও তোমার কথা অনুসারে কাজ করবে । বাঘে-মানুষে কোন তফাৎ নেই । তফাৎ তোমার স্পন্দনের, যার প্রভাব ওর উপর

পড়ে । যতক্ষণ তোমার মনে হয় বাঘ হিংস্র, ততক্ষণ এ হিংস্রই থাকে । আর বাঘ শুদ্ধাত্মা এরকম মনে করলে, এ তো শুদ্ধাত্মা-ই আর অহিংসক থাকে । সবকিছুই সম্ভব হতে পারে ।

একবার আমগাছে বানর এসে আম নষ্ট করলে তার পরিণাম এতদূর পর্য্যন্ত খারাপ হয় যে এই আমগাছ কেটে ফেললেই ভালো মনে করে ; এমনকি তা করেও। এখন ভগবানের সাক্ষীতে যে বানী নির্গত হয়, তা কখনও ব্যর্থ হয় কি ? পরিণাম যদি খারাপ না হয় তো কিছুই হয় না । সমস্ত কিছু শান্ত হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। এই সমস্ত কিছুই নিজেরই পরিণাম। তুমি আজ থেকে কাউকে স্পন্দন পাঠানো, কারোর জন্য কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করা বন্ধ করে দাও। বিচার এলে প্রতিক্রমণ করে ধুয়ে ফেলবে। অর্থাৎ সমস্ত দিন কারোর প্রতি স্পন্দন ছাড়াই গেলো। এইভাবে যদি দিন কাটে তো অনেক হলো ; এটাই পুরুষার্থ ।

এই জ্ঞান পাওয়ার পরে নতুন পর্যায় অশুদ্ধ হয় না। পুরোন পর্যায়কে শুদ্ধ করবে আর সমতা রাখবে। সমতা অর্থাৎ বীতরাগতা। নতুন পর্যায় খারাপ হয় না, নতুন পর্যায় শুদ্ধ-ই থাকে। পুরোন পর্যায় যা অশুদ্ধ রয়েছে তার শুদ্ধিকরণ করবে। আমার আজ্ঞায় থাকলে তার শুদ্ধিকরণ হবে আর সমতায় থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা : দাদা, জ্ঞান নেওয়ার আগে এই জন্মের যে পর্যায় বাঁধা হয়ে গেছে, তার পরিণাম কিভাবে আসবে ?

দাদাশ্রী : এখন যতক্ষন পর্য্যন্ত জীবিত আছো ততক্ষণ পর্য্যন্ত পশ্চাতাপ করে ধুয়ে ফেলবে। এর সম্পূর্ন অন্ত আসে না কিন্তু কিছুটা হয়। ঢিলে তো হয়েই যায়। ঢিলে হয়ে যায় অর্থাৎ সামনের জন্মে হাত লাগালে-ই সাথে সাথে গাঁঠ খুলে যাবে !

প্রশ্নকর্তা : আপনার জ্ঞান পাওয়ার আগে নরকের বন্ধ (নরকগতি) পড়ে গেলে কি নরকে যেতে হবে ?

দাদাশ্রী : এই জ্ঞান-ই এরকম যে সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করে দেয়। নরকগতি

হলেও যতক্ষণ জীবিত আছো ততক্ষণ প্রতিক্রমণ করলে তা ধুয়ে যায়। চিঠি পোষ্ট করার আগে যদি তুমি লেখো যে উপরের বাক্য লেখার সময়ে মনে অশান্তি ছিল তো সমস্ত মুছে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রায়শ্চিত্ত করলে বন্ধ মুক্ত হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, মুক্ত হয়। কিছু ধরনের বন্ধ আছে যা সেই কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করলে শক্ত গাঁঠ থেকে ঢিলে হয়ে যায়। আমার প্রতিক্রমণে অনেক শক্তি আছে। দাদাকে হাজির রেখে করো তো কাজ হয়ে যাবে।

কর্মের ধাক্কাতে জন্ম হওয়ার হলে হবে ; হয়তো এক-দুই জন্ম। কিন্তু পরে তো সীমন্ধর স্বামীর কাছেই যেতে হবে। এই এখানকার ধাক্কা আগেকার বেঁধে নেওয়া হিসাব অনুযায়ী কিছু যদি গাঢ়-ও হয়ে গিয়ে থাকে তো সে সব পুরো হয়ে যাবে। এর থেকে ছুটি নেই ! এ তো রঘু স্বর্নকারের কাঁটা, ন্যায়, প্রচন্ড ন্যায়, শুদ্ধ ন্যায়, পিওর ন্যায় ! এতে কোন চালাকি চলে না ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলে কর্মের ধাক্কা কম হয় ?

দাদাশ্রী : কম হয় , আর তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : যার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সেই ব্যক্তির যদি দেহ বিলয় হয়ে থাকে তো কিভাবে করবো ?

দাদাশ্রী : দেহবিলয় হয়ে গেলেও তার ফটো যদি থাকে অথবা তার মুখ মনে থাকে তো করা যায়। মুখ মনে নেই কিন্তু নাম জানা আছে তো নাম দিয়েও করা যায়। তাহলেও এর কাছে পৌঁছে যাবে সব কিছু ।

২৩) মন উথাল - পাথাল করে , তখন . . .

মহাত্মাদের ভাব-অভাব হয় কিন্তু তা নিকালী কর্ম (যে কর্ম শেষ হচ্ছে), ভাবকর্ম নয়। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ-রাগ-দ্বেষ আর ভাবাভাব এসব-ই নিকালী কর্ম। এদের সমভাবে পুরো করতে হবে । এই কর্ম প্রতিক্রমণের সাথে হলে পুরো হয়। এমনি এমনি পুরো হয় না।

প্রশ্নকর্তা : কখনও কেউ আমাকে অপমান করলে মনে প্রতিকার চলতে থাকে কিন্তু বানীর প্রতিকার কদাপি হয় না ।

দাদাশ্রী : সেই সময়ে কি ঘটলো তাতে আমার আপত্তি নেই। আরে দেহ দিয়েও প্রতিকার হয়ে যায় ; তবু-ও যতটুকু শক্তি আছে সেই অনুসারে ব্যবহার হয়। যার সম্পূর্ণ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে তার মন দ্বারা প্রতিকার-ও বন্ধ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও আমি কি বলছি ? মন দ্বারা প্রতিকার চলতে থাকে, বাণী দ্বারা প্রতিকার হয়ে যায় ; আরে দেহ দ্বারাও প্রতিকার হয়ে যায় তো এই তিন প্রকারের নির্বলতা উৎপন্ন হলে সেখানে তিন প্রকারের প্রতিক্রমণ করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : বিচারের প্রতিক্রমণ করতে হয় ?

দাদাশ্রী : বিচারকে দেখবে ; এর প্রতিক্রমণ হয় না। কারোর প্রতি যদি খুব খারাপ বিচার আসে তো তার জন্য প্রতিক্রমণ করতে হবে। কিন্তু কারোর ক্ষতিকারক কিছু হলে তবেই করবে। এমনি-এমনি আসে, যা খুশি আসে, গরু মোষ এইসব ধরনের বিচার আসে, তা আমার জ্ঞান দ্বারাই চলে যাবে। জ্ঞান-এর উপস্থিতিতে দেখলে সব চলে যায়। এদের শুধু দেখতে থাকবে। এর প্রতিক্রমণ হয় না। প্রতিক্রমণ তো তোমার তীর কাউকে আঘাত করলো, তখনি করতে হবে ।

এখানে তুমি সৎসঙ্গে এসেছো আর কিছু মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তো তোমার মনে হল যে এরা কেন দাঁড়িয়ে আছে ? এতে মনের ভাব খারাপ হল, তো সেই ভুলের জন্য তৎক্ষনাৎ তার প্রতিক্রমণ করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ কর্মের ফলের করতে হবে, কি সূক্ষ্ম-এর করতে হবে ?

দাদাশ্রী : সূক্ষ্ম-এর করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : বিচারের , কি ভাবের ?

দাদাশ্রী : ভাবের, বিচারের পিছনে ভাব থাকে-ই। অতিক্রমণ হলে প্রতিক্রমণ তো করতেই হবে। অতিক্রমণ তো মনে খারাপ বিচার এলো, এই বোনের জন্যে খারাপ বিচার এলো, সেক্ষেত্রে বিচার ভালো হওয়া উচিৎ এরকম বলে এর মোড় ঘুরিয়ে দেবে। মনে হলো যে এ অযোগ্য, তো এই বিচার কেন এল ? তোমার এর যোগ্যতা-অযোগ্যতা দেখার অধিকার নেই। আর সাধারণভাবে বলতে হলে বলবে যে, 'সবাই ভালো।' ভালো বললে তোমার কর্মের দোষ হয় না, কিন্তু যদি অকাজের বলো তো তাকে অতিক্রমণ বলে। সেইজন্য এর প্রতিক্রমণ অবশ্যই করতে হবে। যা অপছন্দ তা পরিষ্কার মনে সহ্য করলে বীতরাগ হওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা : পরিষ্কার মন মানে কি ?

দাদাশ্রী : পরিষ্কার মন মানে কারোর জন্যে খারাপ বিচার না আসা। মানে নিমিত্তকে কামড়ায় না। কখনও যদি কারোর জন্য মন্দ বিচার আসে তো তৎক্ষনাৎ প্রতিক্রমণ করে আর তাকে ধুয়ে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : মন শুদ্ধ হয়ে যায় - এ শেষ স্টেজের কথা নয় কি ? আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিক্রমণ করতে হবে, নয় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিকই । কিন্তু কিছু বিষয়ে মন শুদ্ধ হয়েছে আবার কিছু বিষয়ে হয় নি - এ সমস্ত-ই স্টেপিং। যেখানে শুদ্ধ হয় নি, সেখানে প্রতিক্রমণ করতে হবে ।

তোমাকে শুদ্ধাত্মার খাতা-বই পরিষ্কার রাখতে হবে। রাতে চন্দুভাইকে বলবে যে

যার যার দোষ দেখেছো তার সাথের খাতা-বই পরিষ্কার করে রাখো। মনের ভাব খারাপ হয়ে গেলে প্রতিক্রমণ সব কিছু শুদ্ধ করে দেয়। দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। ইনকামট্যাক্সওয়ালারা দোষী না দেখায় - এরকম করে রাতে শুয়ে পড়বে। চন্দুভাই-কে বলবে ; সমস্ত জগৎ-কে নির্দোষ দেখে, তার পরে চন্দুভাইকে শুতে বলবে ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ সমক্ষেই করা উচিৎ নয় কি ?

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ আড়ালে করলেও অসুবিধা নেই ।

প্রশ্নকর্তা : আমি যদি আপনার অবহেলা করে থাকি, বেদনা দিয়ে থাকি তো আমাকে সমক্ষে এসে প্রতিক্রমণ করতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : যদি প্রত্যক্ষ হয় তো ভাল, নয়তো আড়ালে করলেও একইরকম ফল পাবে ।

আমি কি বলেছি ? তোমার দাদার জন্যে মন্দ বিচার আসছে সেইজন্যে তুমি এর প্রতিক্রমণ করতে থাকো। কারণ এই বেচারার কি দোষ ? বিরাধক স্বভাব ; আজকাল সমস্ত লোকেরই স্বভাব বিরাধক হয়। দুষ্মকালে বিরাধক লোকই হয়। আরাধক লোকেরা সবাই চলে গেছে আর এরাই থেকে গেছে। এরমধ্যে শুধরে যায় এরকম বহু লোক আছে। খুব উচ্চস্তরের আত্মা আছে এখন এদের মধ্যে ।

আমার সম্পর্কে মন্দ বিচার আসে তো প্রতিক্রমণ করে নেবে। মন তো 'জ্ঞানী -পুরুষ'-এরও খারাপ বিচার করে। মন কি না করে ? দগ্ধ মন সামনের ব্যক্তিকেও পোড়ায়। দগ্ধ মন তো মহাবীরকেও পুড়িয়েছে ।

প্রশ্নকর্তা : 'যিনি চলে গেছেন তিনি কারোর কিছু ভাল করতে পারেন না।' তো মহাবীরের নিন্দা তাঁর কাছে পৌঁছায় ?

দাদাশ্রী : না, ইনি স্বীকার করেন না। সেইজন্যে 'রিটার্ন উইথ থ্যাঙ্কস্' ডবল হয়ে

ফিরে আসে। সেইজন্যে নিজে নিজের জন্যেই বারবার ক্ষমা চাইবে। তোমার যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শব্দ আর মনে না আসবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষমা চাইতেই থাকবে। মহাবীরের নিন্দা করলে বারবার ক্ষমা চাইবে। ব্যস্, তাহলে সাথে সাথেই মুছে যাবে। ওনার কাছে পৌঁছায় ঠিকই কিন্তু উনি স্বীকার করেন না। তীর মারলে পৌঁছায় ঠিকই কিন্তু স্বীকার করেন না ।

২৪) আজীবন স্রোতে ভেসে চলাকে তীরে আনে জ্ঞান . . .

প্রশ্নকর্তা : পূর্বের দোষ স্মৃতি থেকে দেখা যায় কি ?

দাদাশ্রী : পূর্বের দোষ উপযোগ দ্বারাই ঠিকঠিক দেখা যায়। মনে করে দেখা যায় না। মনে করার জন্যে তো মাথা চুলকাতে হয়, আবরণ এসে যায় সেইজন্যে মনে করতে হয়। এই চন্দুভাই-এর সাথে ঝামেলা হয়েছে ; এই চন্দুভাই-এর প্রতিক্রমণ করো তো চন্দুভাই হাজির হয়েই যায় (চিত্ত-তে) ; শুধু এইরকম উপযোগ-ই রাখতে হবে। আমাদের মার্গে মনে করার কিছু তো নেই-ই। মনে করাটা তো মেমরি (স্মৃতি)-র অধীন। যা কিছু মনে পড়ে তা প্রতিক্রমণ করার জন্যে আসে, শুদ্ধ করার জন্যে ।

‘এই জগতের কোন বিনাশী বস্তুর আমার প্রয়োজন নেই’ , তুমি এরকম প্রতিজ্ঞা করেছো না .? তবুও কেন মনে আসছে ? সেইজন্য প্রতিক্রমন করো। প্রতিক্রমণ করার পরে আবার মনে আসলে বুঝতে যে এর এখনও নালিশ আছে ! তাহলে আবার এর প্রতিক্রমণ করবে।

রাগ-দ্বেষ - এর কারণে মনে পড়ে। যদি মনে না পড়তো তো বেঁধে নেওয়া গ্রন্থি-কে ভুলে যেতে। তোমার কেন কোন ফরেনার্স-এর (বিদেশীর) কথা মনে পড়ে না অথচ মৃত ব্যক্তিকে মনে পড়ে ? এখানে হিসাব বাঁধা আছে আর তা রাগ-দ্বেষের কারণে হয়েছে। এর প্রতিক্রমণ করলে আসক্তি মুছে যায়। ইচ্ছা উৎপন্ন হয় কারণ এর প্রত্যাখান করা হয় নি সেইজন্যে। স্মৃতিতে থাকে কারণ এর প্রতিক্রমণ করা হয় নি ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ মালিকীভাবের হয় ?

দাদাশ্রী : মালিকীভাবের প্রত্যাখান হয় আর প্রতিক্রমণ দোষের হয় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করা সত্ত্বেও বারবার এই দোষ মনে পড়ে, তো এর অর্থ কি এই যে এর থেকে এখনও মুক্ত হই নি ?

দাদাশ্রী : এই পেঁয়াজের এক পরত বের করা হয় তো নীচের পরত উপরে আসে। এইরকম এই দোষের অনেক, অনেক পরত আছে। সেইজন্য একবার প্রতিক্রমণ করো তো একটা পরত যায়। এরকম করতে করতে একশো প্রতিক্রমণ করো তবেই এ শেষ হয়। কিছু দোষের তো পাঁচবার প্রতিক্রমণ করলেই চলে যায়, কিছুর দশবার আবার কিছুর একশোবার করতে হয়। যত পরত হবে তত প্রতিক্রমণ হবে। যতটা বেশি চলবে দোষ ততটাই বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : মনে পড়লে তার প্রতিক্রমণ করবে আর ইচ্ছা হলে তার প্রত্যাখান করবে, এটা বোঝান ।

দাদাশ্রী : মনে পড়লে জানবে যে এখানে (দোষ) অত্যন্ত গাঢ় হয়ে আছে, আর বারবার এর প্রতিক্রমণ করলে সব চলে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : তো যতবার মনে পড়বে , ততবার করবো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ততবার করবে। তুমি করার ভাব রাখবে। মনে পড়ার জন্যে তো সময় দরকার ! তো সে সময় পেলে, রাতে কিছু মনে পড়ে না কি ?

প্রশ্নকর্তা : এ তো যদি কোন সংযোগ হয় তাহলে হবে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ , সংযোগের কারণে ।

প্রশ্নকর্তা : আর ইচ্ছা হয় তো ?

দাদাশ্রী : ইচ্ছা হওয়া অর্থাৎ স্থূল প্রবৃত্তি হওয়া। আগে তুমি যে ভাব করেছিলে সেই ভাব এখন আবার ফিরে এসেছে ; তো সেখানে প্রত্যাখান করবে ।

প্রশ্নকর্তা : সেই সময় আপনি বলেছিলেন যে প্রত্যেকবার এরকম বলবে এখন এই বস্তু আর চাই না ।

দাদাশ্রী : এই বস্তু আমার নয়, সমর্পন করে দিচ্ছি। অজ্ঞানদশায় আমি এই সব কিছু চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর এরা আমার নয়, তাই সমর্পণ করে দিচ্ছি। মন-বচন-কায়া দিয়ে সমর্পন করে দিচ্ছি। এখন আমার আর কিছু চাই না। এই সুখ আমি অজ্ঞানদশায় চেয়েছিলাম কিন্তু আজ এই সুখ আর আমার চাই না। সেইজন্য সমর্পন করে দিচ্ছি ।

শ্যুট অন সাইট প্রতিক্রমণ-ই এই অক্রমবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ; এর বেসমেন্ট-এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ভুল কারোর হয়ই না। তোমার নিমিত্তে সামনের ব্যক্তির যা কিছু লোকসান হয় তো ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে মুক্ত এরকম তার শুদ্ধাত্মাকে স্মরণ করে প্রতিক্রমণ করবে ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু প্রত্যেকবার-ই সমস্তটা বলতে হবে ?

দাদাশ্রী : না , সেরকম কিছু নয়। সংক্ষেপে সেরে দেবে। সামনের ব্যক্তির শুদ্ধাত্মাকে উপস্থিত মনে করে তাকে ফোন করবে যে এই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো। আর দ্বিতীয়তঃ ঘরের ব্যক্তিদেরও রোজ প্রতিক্রমণ করা উচিৎ। তোমার মা-বাবা-ভাই-বোন সবার। আত্মীয়দের প্রত্যেকদিন প্রতিক্রমণ করতে হবে কারণ এদের সাথে হিসাব খুব গাঢ় হয় ।

অর্থাৎ প্রতিক্রমণ করো ; এক ঘন্টা যদি আত্মীয়দের জন্যে প্রতিক্রমণ করো, তোমার আত্মীয়দের মনে করে, সমস্ত কাছের এবং দূরের, তোমার ভাইদের, তাদের স্ত্রীদের, তোমার কাকাদের, তাদের ছেলেদের, এদের সবার, এক ফেমিলি-র দুই-তিন-চার

পুরুষ পর্যন্ত - এদের সবাইকে মনে করে প্রত্যেকের একঘন্টা করে যদি প্রতিক্রমণ করো তো অন্তরে ভয়ংকর পাপ ও ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর তোমার তরফ থেকে এইসব লোকেদের মন পরিষ্কার হয়ে যায়। সেইজন্য তোমার সমস্ত কাছের লোকেদের সবাইকে মনে করে করে করবে। আর রাতে যদি ঘুম না আসে তো সেইসময় এটা সেট করে দিলে চলতে থাকবে। এরকম করো কি ? এভাবে যদি এটা সেট করো তো এই ফিল্ম শুরু হলে সেই সময় খুব আনন্দ হয়। আনন্দ আর ধরবে না।

কারণ যে সময়ে প্রতিক্রমণ করা হয় সে সময়ে আত্মার শুদ্ধ উপযোগ থাকে। অর্থাৎ মধ্যে কারোর দখল থাকে না ।

প্রতিক্রমণ কে করছে ? চন্দুভাই করে। কার জন্যে করে ? তো বলে আত্মীয়দের মনে করে করে। আত্মা দ্রষ্টা, এ শুধু দেখতেই থাকে। অন্য কোন দখল হয়ই না ; সেইজন্য খুব শুদ্ধ উপযোগ থাকে ।

এই প্রতিক্রমণ একবার করিয়েছিলাম, আমার উপস্থিতিতে করিয়েছিলাম আর আমি নিজে করিয়েছিলাম। অনেক বছর আগের কথা বলছি, আর সেটা বিষয় সম্বন্ধে করিয়েছিলাম। তো এ করতে করতে খুব গভীরে নামতেই থাকলো, নামতেই থাকলো, নামতেই থাকলো, ঘরে গিয়েও তা বন্ধ হল না। শোয়ার সময়েও বন্ধ হলো না, খাওয়ার সময়েও বন্ধ হল না। পরে আমাকে স্বয়ং তা বন্ধ করতে হলো। স্টপ করতে হল !!! এদের তো খাওয়ার সময়েও বন্ধ হয় নি, শোওয়ার সময়েও বন্ধ হয় নি, সবাই ফেঁসে গেছিলো। নয় কি ? আপনা থেকেই প্রতিক্রমণ নিরন্তর রাতদিন চলতেই থাকে। ‘বন্ধ করো, দু-ঘন্টা হয়ে গেছে।’ এরকম বললেও প্রতিক্রমণ আপনা থেকে চলতেই থাকে। বন্ধ করতে বললেও বন্ধ হয় না। মেশিনারী সমস্ত চালু হয়ে গেছে সেইজন্য ভিতরে চলতেই থাকে ।

‘চন্দুভাই’-কে ‘তোমার’ এটুকু বলতে হবে যে প্রতিক্রমণ করতে থাকো। তোমার ঘরের সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে কখনো না কখনো যে দুঃখ হয়েছে, তোমাকে তা প্রতিক্রমণ করতে হবে। সংখ্য কি অসংখ্য জন্মে রাগ-দ্বেষ-বিষয়-কষায় দিয়ে যে দোষ করেছি তার ক্ষমা চাইছি। এরকম রোজ ঘরের মানুষদের মধ্যে থেকে এক একজনকে

নিয়ে করবে। পরে আশেপাশের, পাড়া-প্রতিবেশীদের সবার জন্য উপযোগ রেখে প্রতিক্রমণ করতে হবে। তুমি করলে তারপরে এই বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে। এমনি এমনি হাল্কা হবে না। আমি সমস্ত জগতের এইভাবে নিবারণ করেছি সেইজন্যে এর থেকে মুক্ত হয়েছি। যতক্ষণ পর্যান্ত তোমার মন আমার দোষ দেখায় ততক্ষণ পর্যান্ত আমাকে শান্তিতে বসতে দেবে না ! সেইজন্যে আমি যখন এইভাবে প্রতিক্রমণ করি তখন তা মুছে যায় ।

প্রতিক্রমণ তো তুমি খুব করবে। তোমার সার্কেলে যে পঞ্চাশ-একশো মানুষ আছে যাদের তুমি কষ্ট দিয়েছো, তাদের সবাইকে খুঁজে খুঁজে যখন অবসর পাবে তখন এক-একঘন্টা করে প্রত্যেকের প্রতিক্রমণ করো। যতজনকে পিষেছো, তা পরে ধুতে হবে না কি ? তার পরে জ্ঞান প্রকট হবে ।

পরে এই জন্মে, গতজন্মে, গতসংখ্য-অসংখ্য জন্মে, গত অনন্ত জন্মে দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে, যে কোন ধর্মের সাধু-সন্ত, আচার্য্যদের যে যে অপমান করেছি, বিরাধনা করেছি, অথবা দিইয়েছি বা করিয়েছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিঞ্চিৎমাত্র অপরাধ না হয় এরকম শক্তি দাও। এভাবে সমস্ত ধর্মের জন্য করবে।

অজ্ঞানদশাতে আমার খুব অহংকার ছিল, ‘এ এরকম’ - ‘সে সেরকম’, তিরষ্কার, তিরষ্কার, তিরষ্কার আর তিরষ্কার-ই শুধু ; আবার কারোর প্রশংসাও করতাম। একদিকে এর প্রশংসা করি তো অন্যজনের তিরষ্কার করি। পরে ১৯৫৮-এ জ্ঞান হওয়ার পরে এ. এম. প্যাটেলকে বলে দিয়েছিলাম এই যে তিরষ্কার করেছো এখন তা সমস্ত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলো। তো মানুষ খুঁজে খুঁজে সব ধুতে থাকলাম। এদিকের পড়শী, ওদিকের পড়শী, এদিকের আত্মীয়-স্বজন, মামা-কাকা সবার-ই তিরষ্কার হয়েছিল! তো সবকিছু ধুয়ে রাখলাম ।

প্রশ্নকর্তা : মনে মনে-ই প্রতিক্রমণ করেছিলেন, সামনে গিয়ে তো নয় ?

দাদাশ্রী : আমি অম্বালাল প্যটেলকে বললাম, এ তুমি যে উল্টো করেছো তা আমি সব দেখেছি। এখন এই সব উল্টো কাজ ধুয়ে নাও। তাতে এ কি করতে

চাইলো? কিভাবে ধোবে? তখন আমি একে বোঝালাম যে ওকে মনে করো। চন্দুভাইকে গালি দিয়েছো আর সমস্ত জীবন ধমকেছো, তিরষ্কার করেছো তা সমস্ত কিছুর পুরো বর্ণনা করো আর বলো, 'হে চন্দুভাই, মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম, দ্রব্যকর্ম, নোকর্ম থেকে ভিন্ন প্রকট শুদ্ধাত্মা ভগবান ! এই চন্দুভাই -এর কাছে বারবার ক্ষমা চাইছি আর এই ক্ষমা দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে চাইছি। আর এরকম দোষ করব না।' সেইজন্যে তুমিও এইরকম করো। পরে তুমি সামনের ব্যক্তির চেহারায় পরিবর্তন দেখে নিও। ওর মুখের ভাবে পরিবর্তন দেখতে পাবে। তুমি এখানে প্রতিক্রমণ করো আর সেখানে পরিবর্তন আসে ।

আমি তো কত ধুয়েছি, তাই বই-খাতার হিসাব - নিকাশ শেষ হয়েছে। কত কাল ধরে ধুয়ে ধুয়ে আসছি, তাতেই হিসাবমুক্ত হয়েছি। তোমাকে তো আমি রাস্তা দেখিয়েছি তাই তাড়াতাড়ি শেষ হবে। আমি তো কতকাল ধরে নিজেই ধুয়ে এসেছি ।

তুমি প্রতিক্রমণ করে নেবে তাহলে তুমি জবাবদারী থেকে মুক্ত হবে। শুরু শুরুতে তো আমাকে সমস্ত লোকেরাই অ্যাটাক করতো। কিন্তু পরে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেল। আমি যদি সামনের ব্যাক্তিকে আক্রমণ করতাম তাহলে সে ক্লান্ত হতো না। এই জগৎ কাউকে মোক্ষে যেতে দেয় এমন নয়। এত বেশী বুদ্ধিশালী জগৎ ! এর থেকে যদি সতর্ক হয়ে চলে, গুটিয়ে নিয়ে চলে তবেই মোক্ষে যায় ।

এই প্রতিক্রমণ করে তো দেখো ; পরে তোমার ঘরের সমস্ত লোকের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যাবে। জাদুর মত চেঞ্জ হয়ে যাবে ; জাদুর প্রভাব !

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সামনের ব্যক্তির দোষ নিজের মনের মধ্যে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তিতে বসতে দেয় না। প্রতিক্রমণ করো তো এ মুছে যাবে। রাগ-দ্বেষওয়ালা প্রত্যেক আঠালো ফাইলকে (গাঢ় ঋণানুবন্ধের ব্যক্তি অথবা সংযোগ) উপযোগ রেখে, প্রতিক্রমণ করে পরিষ্কার করবে। রাগ-এর ফাইল হলে তো প্রতিক্রমণ বিশেষ করতে হবে ।

তুমি তোষক-এর উপর শুয়েছো তো যেখানে কাঁকর খোঁচা দিচ্ছে তা তুলে ফেলো কি ফেলো না ? এই প্রতিক্রমণ তো যেখানে যেখানে খোঁচাচ্ছে সেখানে সেখানে

করতে হবে। তোমাকে যেখানে খোঁচাচ্ছে সেখান থেকে তুমি তুলে ফেলো আর ওকে যেখানে খোঁচাচ্ছে সেখান থেকে ও তুলে ফেলবে ! প্রতিক্রমণ প্রত্যেক মানুষের আলাদা হয়। কারোর জন্যে প্রতিক্রমণ করতে হলে সমস্ত দিন এর নামে প্রতিক্রমণ করতে হবে, তাহলেই নিজে মুক্ত হবে। যদি দুজনেই দুজনের ভাগ করে প্রতিক্রমণ করো তো তাড়াতাড়ি মুক্ত হবে। পাঁচহাজার বার প্রতিক্রমণ তুমি করো আর অন্য জনও পাঁচহাজার বার করে তো তাড়াতাড়ি কিনারা মিলবে। কিন্তু যদি অন্যজন প্রতিক্রমণ না করে আর তোমাকে মুক্তি পেতে হয়, তো তোমাকেই দশহাজার বার প্রতিক্রমণ করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : যখন এরকম কিছু থেকে যায় তখন খুব চিন্তা হতে থাকে যে কিছু থেকে গেলো ।

দাদাশ্রী : এইরকম ক্লেশ রাখবে না। পরে একদিন বসে সবকিছু সামূহিক ভাবে প্রতিক্রমণ করে নেবে। পরিচিত যে যে আছে, যার সাথে অনেক অতিক্রমণ হয়েছে তার নাম করে একঘন্টা প্রতিক্রমণ করলে তো অনেক কিছু উড়ে যায়। এরকম বোঝা রাখার দরকার নেই ।

এরকম অপূর্ব কথা আগে কখনও শোন নি, পড়ো নি, জানো নি; এরকম কথা জানার জন্যেই এই পরিশ্রম ।

আমি এখানে যে প্রতিক্রমণের জন্যে বসাই তো তাতে কি হয় ? অন্তরে দু'ঘন্টা প্রতিক্রমণ করাই ; বালক অবস্থা থেকে এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত দোষ হয়েছে তা মনে করে করে প্রতিক্রমণ করো সামনের ব্যক্তির শুদ্ধাত্মাকে স্মরণ করে, এরকম বলি। এখন বালক অবস্থায় যে সময় থেকে বোধশক্তি বিকশিত হয়েছে তখন থেকে শুরু করে এখন পর্য্যন্ত প্রতিক্রমণ করে। এরকম প্রতিক্রমণ করলে তাতে তার সমস্ত দোষের বড় বড় অংশ এসে যায়। এরপরে যখন প্রতিক্রমণ করে তাতে আবার ছোটো ছোটো দোষ এসে যায়। পরে আবার প্রতিক্রমণ করে তো এতেও ছোট দোষ এসে যায়। এইভাবে এইসব দোষের সমস্ত অংশই পুরোপুরি শেষ করে দেয় ।

দু-ঘন্টার প্রতিক্রমণে সমগ্রজীবনের পূর্বের চাপা থাকা দোষ ধুয়ে নেবে এবং

কখনও আর এরকম দোষ করব না এই প্রতিজ্ঞা করবে তাহলে প্রত্যাখান ও হয়ে যাবে।

তুমি এই প্রতিক্রমণ করতে বসো তো একদিকে অমৃতের বিন্দু পড়তে থাকে আর হাল্কা হয়ে গেছো এমন মনে হয়। তখন জানে ভাই প্রতিক্রমণ কি ? তাতে হাল্কা হয়ে গেছো এরকম মনে হয় ? তোমার কি অনেক প্রতিক্রমণ শুরু হয়ে গেছে ? জোরদার চলছে ? সমস্ত দোষ খুঁজে খুঁজে প্রতিক্রমণ করে নেবে। খুঁজতে শুরু করলে সব কিছু মনে পড়তে থাকবে। রাস্তা দেখতে পাবে। আট বছর আগে কাউকে লাথি মেরেছো তো তাও দেখাবে। রাস্তা দেখাবে আর লাথিও দেখাবে। কিভাবে এ সমস্ত মনে আসে ? এমনি মনে করার চেষ্টা করলে কিছুই মনে পড়ে না অথচ প্রতিক্রমণ করতে গেলে সাথে সাথে-ই লিংক ক্রমঅনুসারে মনে পড়ে যায়। এক-আধবার সমস্ত জীবনের করেছো কি তুমি ?

প্রশ্নকর্তা : করেছি ।

দাদাশ্রী : যখন মূল দোষ বুঝতে পারবে তখন খুব আনন্দ হবে। প্রতিক্রমণে সবসময় আনন্দ যদি না হয় তো প্রতিক্রমণ করতে জানে না। অতিক্রমণ করে যদি দুঃখ না হয় তো সেই মানুষ, মানুষই নয়।

প্রশ্নকর্তা : মূল দোষ কি দাদা ?

দাদাশ্রী : আগে তো দোষ দেখতেই পেতে না। এখন যে দ্যাখো তা স্থূল। এরপরে তো আগের দোষ দেখবে ।

প্রশ্নকর্তা : সূক্ষ্ম , সুক্ষ্মতর . . .

দাদাশ্রী : দোষ দেখতেই থাকবে ।

সমস্ত জীবনের প্রতিক্রমণ তুমি যখন করছো তখন তুমি না তো মোক্ষে থাকো,

না সংসারে থাকো। সাধারণভাবে প্রতিক্রমণ করার সময়ে তুমি পূর্বকৃত সমস্ত দোষের বর্ণনা করছো। মন-বুদ্ধি-চিত্ত আর অহংকার সবারই ফোন তখন বন্ধ থাকে। অন্তঃকরণ-ও বন্ধ থাকে। সেই সময় শুধু প্রজ্ঞা একাই কাজ করে। এতে আত্মাও কিছু করে না। দোষ হওয়ার পরে তা ঢেকে যায়। পরে দ্বিতীয় লেয়ার আসে। এইভাবে লেয়ারের উপর লেয়ার আসে। পরে মৃত্যুর সময়ে শেষ একঘন্টায় সবকিছুর হিসাব - নিকাশ আসে ।

অতীতের সমস্ত দোষ যে বর্তমানে দেখা যায় তা 'জ্ঞান-প্রকাশ' ; এ মেমারি (স্মৃতি) নয় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলে আত্মার উপর কোন এফেক্ট হয় ?

দাদাশ্রী : আত্মাকে তো কোন রকমের এফেক্ট স্পর্শ করে না। যদি এফেক্ট হয় তো তাকে সংজ্ঞী বলবে। আত্মা যে আছে তা হান্‌ড্রেড পারসেন্ট ডিসাইডেড। যেখানে মেমারি পৌঁছায় না সেখানে আত্মার প্রভাব থেকে হয়। আত্মা অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ; এর প্রজ্ঞাশক্তি পাতাল ফুঁড়ে দেখাচ্ছে। এই প্রতিক্রমণে তো নিজে বুঝতে পারো যে হাল্কা হয়ে গেছো আর শত্রুতা নষ্ট হয়ে গেছে। নিশ্চিতভাবেই নষ্ট হয়ে যায়। আর প্রতিক্রমণ করার জন্য যদি সেই ব্যক্তিকে সামনে না পাও তো তাতেও কিছু অসুবিধা নেই। এতে প্রত্যক্ষ উপস্থিত থেকে সই করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন কোর্টে উপস্থিত থেকে সই করতে হবে, এখানে সেরকম প্রয়োজন নেই। কারণ এই দোষ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে হয় নি। লোকেদের অনুপস্থিতিতে এই দোষ হয়েছে। অথবা লোকেদের উপস্থিতিতে হয়েছে কিন্তু এদের উপস্থিতিতে সই করা হয় নি। সই তো অন্তরে হয়েছে ; রাগ-দ্বেষের সই হয়েছে ।

কোন দিন একান্তে বসে আছো আর প্রতিক্রমণ বা এরকম কিছু করতে করতে অন্তরে আত্মার একটু অনুভূতি হয়ে যায়। এর স্বাদ এসে যায়। একেই অনুভব বলে।

যখন ঘরের মানুষ নির্দোষ দেখাবে তখন বুঝবে যে তোমার প্রতিক্রমণ খাঁটি। সত্যিসত্যিই এরা নির্দোষ-ই ; সমস্ত জগৎ-ই নির্দোষ। তুমি দোষ করে বাঁধা পড়ে গেছো,

এদের দোষ নেই। তোমার নিজের দোষ থেকেই তুমি বাঁধা পড়ে আছো। এখন এই বাধ যখন আসবে তখন কোন সমাধান আসবে।

প্রশ্নকর্তা : পুরো জগৎ নির্দোষ-ই, এ বিশ্বাস তো নিশ্চয়-ই আছে।

দাদাশ্রী : এ তো প্রতীতি-তে আছে, কিন্তু অনুভবে কতটা এসেছে ? এ বস্তু এত সহজ নয়। এ তো যখন ছারপোকা ঘিরে ধরবে, মশা ঘিরে ধরবে, সাপ ঘিরে ধরবে তখন যদি নির্দোষ লাগে তো ঠিক আছে। কিন্তু তোমার প্রতীতি-তে নির্দোষ থাকা দরকার। তুমি দোষিত দেখছো তা তোমার ভুল। প্রতিক্রমণ করতে হবে। আমার প্রতীতিতেও নির্দোষ আর আচরনেও নির্দোষ। তোমার তো প্রতীতিতেই এখনও আসেনি যে সবাই নির্দোষ। এখনও তোমার দোষী মনে হচ্ছে। কেউ কিছু করে তো পরে তার প্রতিক্রমণ করছো অর্থাৎ শুরুতে তো দোষী মনে হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধ উপযোগ থাকলে কি অতিক্রমণ হয় ?

দাদাশ্রী : হয়। অতিক্রমণও হয় আর প্রতিক্রমণও হয়।

তোমার এরকম মনে হয় কি যে এ তো আমি উপযোগে না থেকে উল্টো রাস্তায় চলেছি তো এই উপযোগ রাখতে না পারার জন্যেও প্রতিক্রমণ করতে হয়। উল্টো রাস্তা অর্থাৎ ওয়েস্ট অফ টাইম এন্ড এনার্জি (সময় ও শক্তির অপব্যবহার) করছো তবুও এর প্রতিক্রমণ না করো তো চলবে, এতে এত বেশী লোকসান নেই। একজন্ম এখনও বাকী আছে সেইজন্য লেট গো করলাম কিন্তু যাকে খুব উপযোগে থাকতে হবে, সে উপযোগ রাখতে না পারলে তাকে প্রতিক্রমণ করতে হবে। প্রতিক্রমণ অর্থাৎ পিছনে ফেরা। কোন দিনই তো পিছনে ফেরোনি !

আমি কোন জায়গায় বিধি করাই না। ঔরঙ্গাবাদে আমি অনন্ত জন্মের দোষ ধুয়ে যায় এরকম বিধি করিয়েছি। একঘন্টার প্রতিক্রমণ বিধিতে সবার অহংকার ভস্মীভূত হয়ে গেছে ! আমি ঔরঙ্গাবাদে বার মাসে একবার বিধি করাতাম। তো দু-তিনশো মানুষ কান্নাকাটি করত আর সমস্ত রোগ বেরিয়ে যেত। স্বামীরা স্ত্রীদের পায়ে ধরে ক্ষমা

চাইতো, কত জন্মের বন্ধনের ক্ষমা চাইতো তাতে কত কিছু পরিষ্কার হয়ে যেতো ।

এরপরে সেখানে প্রতিবছর আমাকে খুব বড় বিধি করতে হত সবার মন শুদ্ধ করার জন্য, আত্মা (ব্যাবহার আত্মা) শুদ্ধ করার জন্য। বড় বিধি করে রেখে দিতাম , যাতে সেই সময় সবার সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। কমপ্লীট ক্লিয়ার, নিজের খেয়ালও থাকতো না যে কি লিখছে , কিন্তু সবাই ঠিকঠাক লিখে আনতো। তাতে ক্লিয়ার হয়ে যেত। অভেদভাব উৎপন্ন হয় , এক মিনিটের জন্যেও যদি আমাকে সঁপে দেয় যে, 'সাহেব, আমি এইরকম', তাতে অভেদভাব হয়ে যায় । আর ওর শক্তি বেড়ে গেল ।

আর আমি তোমার দোষ জেনে পরে দোষের উপর বিধি করে দিই। এটা কলিযুগ, কলিযুগে কি কি দোষ না হয় ? কারোর দোষ দেখা সেটাই ভুল। কলিযুগে অন্যের দোষ দেখাটাই নিজের ভুল। কারো দোষ দেখবে না। কি গুন আছে সেটাই দেখা দরকার। কি আছে এর কাছে ? পুঁজিতে কি আছে তা দেখা দরকার। এই যুগে তো পুঁজি-ই থাকে না । পুঁজি আছে এমন মহাত্মারাই উঁচুতে আছেন না !

যে তোমার সাথে আছে , আগেও ছিল আর আজও আছে তাকে তোমার ধর্মবন্ধু বলে আর নিজের ধর্মবন্ধুদের সাথে-ই জন্মজন্মের শত্রুতা বেঁধে নেওয়া থাকে। এদের সাথে কোন শত্রুতা থাকলে তার জন্যে তুমি যদি সামনে গিয়ে প্রতিক্রমণ করে নাও তো সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। একজন ব্যক্তিরও সামনা-সামনি প্রতিক্রমণ করা ভুলবে না। সহাধ্যায়ীর সাথেই বেশী করে শত্রুতা থাকে আর তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রমণ করো তো ধুয়ে যায়। এই ঔরঙ্গাবাদে যে প্রতিক্রমণ করাচ্ছি তা ওয়ার্লডে কোথাও হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : সেখানে তো সবাই কান্নাকাটি করতো । বড় বড় শেঠরাও কাঁদতো !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই ঔরঙ্গাবাদে দেখো না, কত কাঁদছিলো। এখন এইরকম প্রতিক্রমণ সারা জীবনে একবার করলেও অনেক হয়ে গেলো ।

প্রশ্নকর্তা : বড় লোকেদের কাঁদার জায়গাই বা কোথায় ? এ তো কোথাও কোথাও থাকে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ ঠিক , এখানে তো সবাই খুব কাঁদতো ।

প্রশ্নকর্তা : আমি তো প্রথমবার দেখলাম যে এরকম মানুষ, সমাজ যাদের প্রতিষ্ঠিত বলে জানে, তারা সেখানে খোলাখুলি কাঁদছে !!!

দাদাশ্রী : খোলাখুলি কেঁদেছে আর নিজেদের স্ত্রীদের পায়ে পড়ে নমস্কার করেছে । ঔরঙ্গাবাদে তো তুমি এসেছিলে , সেখানে এরকম দ্যাখোনি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আর কোথাও এরকম দৃশ্য দেখিনি !

দাদাশ্রী : হয়ই না ! আর এরকম অক্রমবিজ্ঞান হয় না, এরকম প্রতিক্রমণ হয় না, এরকম কিছু হয়-ই না ।

প্রশ্নকর্তা : এরকম 'দাদাজী' হন না !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এরকম 'দাদাজী'-ও হন না ।

সত্যিকারের আলোচনা মানুষ করে নি। সেটাই মোক্ষে যাওয়ার বাধা হয়ে গেছে। দোষ হয়ে গেলে তাতে অসুবিধা নেই। সত্যিকারের আলোচনা করে তো কোন অসুবিধা নেই। আর আলোচনা করতে হবে আশ্চর্য্য পুরুষের কাছে। নিজের দোষের আলোচনা জীবনে কোথাও করেছে ? কার কাছে আলোচনা করবে ? আর আলোচনা না করে মুক্তি নেই। যতক্ষন পর্য্যন্ত আলোচনা না করছো, এর ক্ষমা কে দেওয়াবে ? জ্ঞানীপুরুষ যা চাইবেন তাই করতে পারেন, কারণ উনি কিছুর কর্তা নন সেইজন্য। যদি কর্তা হতেন তো ওনার-ও কর্মবন্ধন হতো। কর্তা নন বলে যা চাইবেন তা করতে পারেন ।

তোমাকে আলোচনা গুরুর কাছে করতে হবে। কিন্তু অন্তিম গুরু এই 'দাদা

ভগবান’-কে বলে। আমি তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এখন অন্তিম দশার গুরু বলে দিলাম। ইনি তোমাকে জবাব দিতে থাকবেন আর সেইজন্যেই ইনি ‘দাদা ভগবান’। তো যতক্ষণ পর্যন্ত ইনি প্রত্যক্ষ না হন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ‘এই দাদা ভগবান’-কে ভজনা করতে হবে। ইনি প্রত্যক্ষ হওয়ার পরে স্বয়ং-ই এই মেশিন চালু হয়ে যায়। অর্থাৎ পরে এ স্বয়ং-ই ‘দাদা ভগবান’ হয়ে যায় ।

জ্ঞানী পুরুষের কাছে দোষ ঢাকলে শেষ হয়ে যাবে। লোকে তো ব্যক্ত করার জন্যেই প্রতিক্রমণ করে। ওই ব্যক্তি সব নিয়ে এসেছিলো না ? তো জ্ঞানীর কাছে সমস্ত ব্যক্ত করেছিলো ! সেখানে যদি কেউ ঢাকে তো কি হবে ? দোষ ঢাকলে তা ডবল হয়ে যাবে ।

স্ত্রীর সাথে যতটা পরিচিতি ততটা পরিচিতি প্রতিক্রমণের সাথে হওয়া দরকার। যেমন স্ত্রীকে ভোলো না তেমনি প্রতিক্রমণও ভুলবে না। সমস্ত দিন ক্ষমা চাইতে থাকবে। ক্ষমা চাওয়াটা স্বভাবে পরিণত করবে। এ’ তো অন্যের দোষ দেখার দৃষ্টিই তৈরী হয়েছে !

যার সাথে বিশেষ অতিক্রমণ হয়েছে তার জন্য প্রতিক্রমণের যজ্ঞ শুরু করে দেবে। অতিক্রমণ অনেক করেছো ; প্রতিক্রমণ করো নি, সেইজন্যেই এই সব ।

এই প্রতিক্রমণ আমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আবিষ্কার। যে এই আবিষ্কারকে বুঝবে তার কারো সাথে কোন ঝগড়া থাকবে না ।

প্রশ্নকর্তা : দোষের লিষ্ট তো অনেক লম্বা ।

দাদাশ্রী : লম্বা হলে এরকম করো যে, একজন ব্যক্তির সাথে যদি একশো রকমের দোষ হয় তো সমস্ত একত্র করে প্রতিক্রমণ করে নেবে এই বলে যে এই সব দোষের আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।

প্রশ্নকর্তা : এখন এই জীবনের ড্রামা তাড়াতাড়ি পুরো হয় তো ভাল ।

দাদাশ্রী : এরকম কেন বললে ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি কুড়ি দিন ছিলেন তবুও একটা জায়গাতেও যেতে পারিনি ।

দাদাশ্রী : এইজন্যেই দেহ শেষ করে দেবে কি ?

এই দেহে 'দাদা ভগবান'কে চিনেছো। এই দেহের তো এত উপকার যে যা চিকিৎসা করাতে হয় তা করাবে। এই দেহ দ্বারাই তো 'দাদা' নিজের পরিচয় করিয়েছেন। অনন্ত দেহ হারিয়ে গেছে ; সব ব্যর্থ গেছে। এই দেহের মাধ্যমে চিনেছো তাই এই দেহ বন্ধুর সমান। আর এ সেকেন্ড বন্ধু, বুঝতে পারলে ? তো এখন এই দেহের যত্ন করবে। সেইজন্যে আজকে প্রতিক্রমণ করবে। 'দেহ তাড়াতাড়ি চলে যাক্' এরকম বলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি ।

২৫) প্রতিক্রমণের সৈদ্ধান্তিক বোধ !

প্রশ্নকর্তা : তন্ময়াকার হয়ে যাই, তাই জাগৃতিপূর্বক পুরোপুরি সমাপ্ত হয় না। এখন তন্ময়াকার হয়ে যাওয়ার পরে খেয়াল আসে। তো পরে এর প্রতিক্রমণ করে শেষ করার কোন রাস্তা আছে কি ?

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ করলে হাল্কা হয়ে যায়। পরের বার হাল্কা হয়ে আসবে। আর প্রতিক্রমণ না করলে ওই বোঝা-ই আবার আসবে। আবার ছিট্‌কে যাবে চার্জ না হয়ে। সে প্রতিক্রমণ দিয়ে হাল্কা করে করে পরে শেষ করতে পারবে ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলছেন যে অতিক্রমণ-টা নিউট্রাল। তো প্রতিক্রমণ করার কিছু রইলো কোথায় ?

দাদাশ্রী : অতিক্রমণ নিউট্রাল-ই। কিন্তু তাতে তন্ময়াকার হয়ে যায় তাই বীপড়ে। অতিক্রমণে তন্ময়াকার না হলে বীজ পড়ে না। অতিক্রমণ কিছু করতে পারে

না। আর প্রতিক্রমণ তো তুমি যদি তন্ময়াকার না-ও হও তবু-ও করবে। চন্দুভাই তন্ময়াকার হয়ে গেছে তাকেও তুমি জানো আর তন্মায়াকার না হলেও তাকে জানো। তুমি তন্ময়াকার হও না। তন্ময়াকার মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার হয়। তাকে তুমি জানো ।

প্রশ্নকর্তা : তন্ময়াকার চন্দুভাই হয়েছে তো চন্দুভাইকে-ই প্রতিক্রমণ করতে বলতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ , চন্দুভাইকে বলবে ।

প্রশ্নকর্তা : স্বপ্নে প্রতিক্রমণ হতে পারে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, খুব ভালো হতে পারে। স্বপ্নে যা প্রতিক্রমণ হয় তা এখন যে হচ্ছে তার থেকে ভাল হয়। এখন তো তুমি হুড়্হুড়্ করে করছো। স্বপ্নে যে কাজ হয় তা সমস্ত খুব পদ্ধতি পূর্বক হয়। স্বপ্নে যে 'দাদা' দেখায় সেরকম 'দাদা' তো তুমি দ্যাখোই নি, এরকম 'দাদা' দেখা যায়। জাগৃতিতে এরকম 'দাদা' দেখা যায় না। স্বপ্নে খুব ভালো দেখা যায়। কারণ স্বপ্ন সহজ অবস্থা। আর জাগৃতি অ-সহজ অবস্থা ।

ক্রমিকমার্গে আত্মা প্রাপ্ত করার পরে প্রতিক্রমণ করতে হয় না। প্রতিক্রমণ 'পয়জন' বলে মনে করে। আমার এখানেও প্রতিক্রমণ হয় না। প্রতিক্রমণ তোমাকে চন্দুভাইকে দিয়ে করাই। কারণ এই যে এ' তো অক্রম ; এখানে তো সব মাল-ই ভরা আছে ।

আমি সামনের ব্যক্তির কোন আত্মার কথা বলছি, প্রতিক্রমণ করছি, তা জানো কি ? প্রতিষ্ঠিত আত্মার করি না। আমি এর মূল শুদ্ধাত্মার করি। এ' তো এর শুদ্ধাত্মার উপস্থিতিতে এর সাথে যা হয়েছে তার জন্যে প্রতিক্রমণ করছি। অর্থাৎ এর শুদ্ধাত্মার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। পরে এর প্রতিষ্ঠিত আত্মার সাথে আমার কোন লেনা-দেনা নেই ।

প্রতিক্রমণ-ও অহংকারকেই করতে হবে কিন্তু সতর্কবানী কার ? প্রজ্ঞার । প্রজ্ঞা

বলছে, 'অতিক্রমণ কেন করলে ? তাহলে প্রতিক্রমণ করো।'

সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম দোষ আমার দৃষ্টির বাইরে হয় না। সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, অতি, অতি সূক্ষ্ম দোষেরও সাথে সাথেই আমি জানতে পাই ! তোমরা কেউ বুঝতে পার না যে আমার দোষ হয়েছে। কারণ এই দোষ স্থূল নয় ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি আমার দোষও দেখতে পান ?

দাদাশ্রী : সমস্ত দোষ দেখি কিন্তু আমার দৃষ্টি দোষের দিকে থাকে না। আমি হবার সাথেই জানতে পাই , কিন্তু আমার তো তোমার শুদ্ধাত্মার প্রতিই দৃষ্টি থাকে। আমার দৃষ্টি তোমার উদয়কর্মের প্রতি থাকে না। আমার কাছে খবর চলে আসে, সবারই দোষের খবর আমার কাছে চলে আসে। দোষ দেখায়, কিন্তু আমার অন্তরে এর কোন প্রভাব পড়ে না ।। যত লোক আমার কাছে আসে তাদেরও কিন্তু ক্ষমা হয় আর সে সহজ ক্ষমা। সামনের ব্যক্তিকে ক্ষমা চাইতে হয় না। যেখানে সহজ ক্ষমা পাওয়া যায় সেখানে লোকেরা স্বচ্ছ হয়ে যায়। আর যেখানে বলতে হয় যে, 'সাহেব ক্ষমা করো' সেখান থেকেই ময়লা হয়। সহজ ক্ষমা হলে সেখানে তো খুব স্বচ্ছ হয়ে যায় ।

যে পর্যন্ত আমার সহজভাব থাকে সে পর্য্যন্ত আমার প্রতিক্রমণ হয় না। সহজভাবে থাকলে তোমাকেও প্রতিক্রমণ করতে হবে না। সহজভাবের পরিবর্তন হলেই প্রতিক্রমণ করতে হবে। আমাকে তুমি যখনই দেখবে, তখনই সহজভাবে-ই দেখবে ; যখন-ই দেখবে তখন-ই সেইরকম স্বভাবেই দেখবে। আমার সহজভাবের কোন পরিবর্তন হয় না ।

আমি তোমাকে পাঁচ আজ্ঞা দিয়েছি কারণ তোমাকে জ্ঞান তো দিয়েছি কিন্তু তা তুমি হারিয়ে ফেলবে। যদি এই পাঁচ আজ্ঞাতে থাকো তো তুমি মোক্ষে যাবে। আর ষষ্ঠ কি বলছি ? যেখানে অতিক্রমণ হয়ে যায় সেখানে প্রতিক্রমণ করো। আজ্ঞা পালন করতে ভুলে গেলেও তার প্রতিক্রমণ করো। মানুষ তো, তাই ভুল হতে পারে। কিন্তু

ভুলে গেলে তার প্রতিক্রমণ করবে এই বলে যে, ‘হে দাদা আপনার আজ্ঞা ভুলে গেছি। এই দু-ঘন্টা আজ্ঞা পালন করতে ভুলে গেছি। কিন্তু আমি তো আজ্ঞা পালন করতে চাই। আমাকে ক্ষমা করুন।’ তাহলে আগের সবকিছু পাস হবে। একশো-তে একশো মার্ক পুরো ।

এ ‘অক্রম বিজ্ঞান’। বিজ্ঞান অর্থাৎ তৎক্ষনাৎ ফল দেবে। যেখানে কিছু করতে হয় না তার নাম ‘বিজ্ঞান’ আর যেখানে কিছু করার থাকে তার নাম ‘জ্ঞান’ !

যে বিচারশীল মানুষ তার তো এরকম মনে হবে যে, ‘আমি তো কিছুই করিনি আর এ কি হয়েছে ?!’ এ অক্রম বিজ্ঞানের বলিহারী ! অক্রম ! ক্রম-ব্রম নেই ।

- জয় সচ্চিদানন্দ

Books of Akram Vignan of Dada Bhagwan

1. Adjust Everywhere
2. Ahimsa : Non-Violence
3. Anger
4. Aptavani - 1
5. Aptavani - 2
6. Aptavani - 4
7. Aptavani - 5
8. Aptavani - 6
9. Aptavani - 8
10. Aptavani - 9
11. Autobiography of Gnani Purush A.M.Patel
12. Avoid Clashes
13. Brahmacharya : Celibacy Attained With Understanding
14. Death : Before, During & After...
15. Flawless Vision
16. Generation Gap
17. Harmony In Marriage
18. Life Without Conflict
19. Money
20. Noble Use of Money
21. Pratikraman : The master key that resolves all conflicts (Abridged & Big Volume)
22. Pure Love
23. Right Understanding to Help Others
24. Science of Karma
25. Science of Speech
26. Shree Simandhar Swami : The Living God
27. The Essence Of All Religion
28. The Fault Is Of the Sufferer
29. The Guru and The Disciple
30. The Practice of Humanity
31. Tri Mantra : The mantra that removes all worldly obstacles
32. Whatever Happened is Justice
33. Who Am I ?
34. Worries

'Dadavani' Magazine is published every month in English

संपर्क सूत्र

दादा भगवान परिवार

अडालज : **त्रिमंदिर**, सीमंधर सिटी, अहमदाबाद-कलोल हाईवे, पोस्ट : अडालज, जि.-गांधीनगर, गुजरात - 382421. फोन : (079) 39830100, E-mail : info@dadabhagwan.org

राजकोट : **त्रिमंदिर,** अहमदाबाद-राजकोट हाईवे, तरघड़िया चोकड़ी (सर्कल), पोस्ट : मालियासण, जि.-राजकोट. फोन : 9924343478

भुज : **त्रिमंदिर,** हिल गार्डन के पीछे, एयरपोर्ट रोड. फोन : (02832) 290123

अंजार : **त्रिमंदिर,** अंजार-मुन्द्र रोड, सीनोग्रा पाटीया के पास, सीनोग्रा गाँव, ता.-अंजार, फोन : 9924346622

मोरबी : **त्रिमंदिर,** मोरबी-नवलखी हाईवे, पो-जेपुर, ता.-मोरबी, जि.-राजकोट. फोन : (02822) 297097

सुरेन्द्रनगर : **त्रिमंदिर**, सुरेन्द्रनगर-राजकोट हाईवे, लोकविद्यालय के पास, मुळी रोड. फोन : 9737048322

अमरेली : **त्रिमंदिर**, लीलीया बायपास चोकडी, खारावाडी, फोन : 9924344460

गोधरा : **त्रिमंदिर,** भामैया गाँव, एफसीआई गोडाउन के सामने, गोधरा. (जि.-पंचमहाल). फोन : (02672) 262300

वडोदरा : बाबरीया कोलेज के पास, वडोदरा-सुरत हाई-वे, NH-8, वरणामा गाँव. फोन : 9574001557

वडोदरा : दादा मंदिर, १७, मामा की पोल-मुहल्ला, रावपुरा पुलिस स्टेशन के सामने, सलाटवाड़ा, वडोदरा. फोन : 9924343335

अहमदाबाद : **दादा दर्शन,** ५, ममतापार्क सोसाइटी, नवगुजरात कॉलेज के पीछे, उस्मानपुरा, अहमदाबाद-380014. फोन : (079) 27540408

मुंबई	: 9323528901	**दिल्ली**	: 9810098564
कोलकता	: 9830093230	**चेन्नई**	: 9380159957
जयपुर	: 9351408285	**भोपाल**	: 9425024405
इन्दौर	: 9039936173	**जबलपुर**	: 9425160428
रायपुर	: 9329644433	**भिलाई**	: 9827481336
पटना	: 7352723132	**अमरावती**	: 9422915064
बेंगलूर	: 9590979099	**हैदराबाद**	: 9989877786
पूणे	: 9422660497	**जलंधर**	: 9814063043

U.S.A. : **DBVI Tel. :** +1 877-505-DADA (3232), **Email :** info@us.dadabhagwan.org

U.K.	: +44 330-111-DADA (3232)	**Australia**	: +61 421127947
Kenya	: +254 722 722 063	**New Zealand**	: +64 21 0376434
UAE	: +971 557316937	**Singapore**	: +65 81129229

www.dadabhagwan.org

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে, দেহধারী * (যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম) - এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান আপনাকে সাক্ষী রেখে আজকের দিন পর্য্যন্ত আমার যা যা ** দোষ হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হৃদয়পূর্বক অনেক পশ্চাতাপ করছি । আলোচনা, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখান করছি আর এমন দোষ পুনরায় না করার দৃঢ় নিশ্চয় করছি । আমাকে ক্ষমা করুন , ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন ।

হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোনো দোষ না করার পরম শক্তি দিন , শক্তি দিন , শক্তি দিন ।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে , সেই ব্যক্তির নাম নিতে হবে ।

** যা যা দোষ , হয়েছে সে সমস্ত মনে মনে বলতে হবে ।

[তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে । 'চন্দুভাই'-কে দিয়ে দোষের প্রতিক্রমণ করাবে । (পাঠক 'চন্দুভাই'-এর স্থলে নিজের নাম নেবেন)]

ISBN 978-93-87551-14-5

Printed in India

Price ₹50